কাশ্মীর-কিঞ্চিৎ

(বাঙ্গালীর অভিনব গাইড্)

শ্রীনন্দি শর্ম্মা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দাম—বার আনা

চতুর্থ সংস্করণ
১৩৪৭

মুদ্রাকর ও প্রকাশক :
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

শ্রীশ্রীবাবা বিশ্বনাথ

শ্রীপাদপদ্মেষু

কে নেবে আর এমন জিনিষ, কার্ চড়ে না হাঁড়ি,
কোপ্‌নি কাঁথাও জোটেনিক'—চাল্-চুলো না বাড়ী ;
যা কিছু অস্পৃশ্য আর—যা কিছু জঞ্জাল্,—
ছাই ভস্ম মড়ার মাথা, অস্থি হাড়-মাল,
গলায় ফণী, কণ্ঠে গরল—বেড়াও ঘুরে ফিরে,
গাঁজার গরম্ কাট্‌বে বোলে গঙ্গা ধর' শিরে,
কপালেতে আঁগুন ধর,—দুনিয়ার বার্,—
এমন পাত্র—মনে ধোরে ছিল শুধু মা'র।
এতেই যদি বিশ্বনাথ, হর বিশ্ব হিত্,
পাত্র বটে পেতে তুমি—"কাশীর-কিঞ্চিৎ" !

চির-সেবক—

নন্দি শর্ম্মা

জমিকা

ভগবানকে দেওয়া যেমন, গুণের-সার্টিফিকিট্,—
"ব্রাহ্মণ" বোলে বশিষ্ঠের—ভালে মারা টিকিট্,
কাশীর গুণ ব্যাখ্যা করাও—সেইরূপই ধৃষ্টতা,
পরিহাস মাত্র সেটা,—বাহুল্য শিষ্টতা।
মহাজনে যে মাহাত্ম্যের পান্‌নিক' সীমা,—
"কাশী-খণ্ডে" যে ক্ষেত্রের প্রকাশে মহিমা,
কি জানি শেষ আমার মত মূর্খ অকিঞ্চন—
বড়-লাট্‌কে বোলে বসে—"দারোগা-সাহেব হন্",
কিম্বা পাছে শিব গোড়্‌তে—বানর গোড়ে বসি,
দুর্লভ মাহাত্ম্যে পাছে—মাখাই শুধু মসী,
তাই,—অমৃতে "অমৃত" আর কৈবল্যে "কৈবল্য"
নূতন কোরে বল্‌বার কিছু দেখিনা সাফল্য ;
চিরকালই আছেন কাশী,—ক্ষেত্র অবিনাশী,
আমি সেটা বোলে কেন'—বাড়াই শুধু হাসি।
কাশী সেই কাশীই আছে—থাক্‌বেও চিরদিন,
মানুষই স্বভাব দোষে হ'চ্ছে ক্রমে হীন।

সে দোষ কাশীর নয়—মানুষেরই সেটা,
হেথাও সে "বিষয়" খুঁজে বাঁধিয়েছে এই লেঠা !
বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, জাহ্নবী চরণে—
শ্রদ্ধায় নির্ভর কর'—জীবনে মরণে।
আমিও আজ এই সুযোগে, করি তাঁদের প্রণাম্-
লিখ্‌তে দুচার অন্য কথা মঞ্জুরিটা নিলাম্।

৺কাশীধাম

নন্দী

বড়দিন, ১৩২২

দোমেটের-দু' কথা

বিলিতী লঙ্কাকাণ্ডের দাপটে কাগজের আড়তেও আগুন লেগে সেটার মূল্য ত' তিন গুণ বেড়েচেই,—তায় মন্দ সময়টা সঙ্গী ছাড়া আসে না, পুস্তকের কলেবরও সময় বুঝে ফর্ম্মাখানেক এগিয়ে ব'সেছে! যজমানরা যতই কেন সিগারেট্ খান্‌না, দক্ষিণা বাড়লেই দোমে যাবেন! তবে, এক কাপ্ চা'য়ের দাম্ তাঁরা বিনা কৈফিয়তেই ফেলে দিতে পারেন। তাই দামটা সোজাসুজি ছ' আনা ক'রতে সাহসী হ'লাম।

(২)

"কাশীর-কিঞ্চিৎ"এর প্রথম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তার "দ্বিতীয় খণ্ডের" জন্যে অনুরোধ ও অনুসন্ধান ক'রেছিলেন। আজও কারো কারো তাঁগিদ্ আসে। ভাবতাম,—অদ্বৈত-সিদ্ধির সাধনক্ষেত্রে, বেদান্ত-বিরুদ্ধ এই "দ্বিতীয়-খণ্ড"রূপ খণ্ড-প্রলয় আর ঘটাব না। কারণ,—একমাত্র "দার-পরিগ্রহ" ক্ষেত্রে "দ্বিতীয়" ছাড়া যাজ্ঞ্যবল্কাদি ঋষিগণ—"দ্বিতীয়ের" আর অন্য প্রমাণ রেখে যাননি! কিন্তু জবরদস্ত্ যজমানেরা বলেন,—"হনুমানের চেয়ে কম্ নম্বর পেলেও আপনি সেবকশ্রেষ্ঠদের মধ্যে গণ্য—(স্বপ্নেও কখন' জ্ঞানের গোয়াল মাড়ান্‌নি ;)—সেবকমাত্রেই ত' "দ্বিতীয়ের" উপাসক। তা-ছাড়া, "বেদান্তে" আর "ভেদান্তে" যদি কিছু প্রভেদ

থাকে ত'—সেটা আছে "পাণ্ডিত্যে," খাঁটি খবরটা দেহান্তেই জ্ঞাতব্য। এই বোলে, একটা "অনুষ্টুপ্" ক্রপ্ কোরে, আমায় চুপ করিয়ে দিলে :—

"যদীশ্বর বসোভক্ত স্তদীশ্বর বসো বুধঃ।
অভাবৈক রসস্তেতৌ রসকাতরতাং গতৌ॥"

আমিও বাঁচলুম; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের, একটা "নন্-অফিসিয়েল্" মীমাংসা হ'য়ে রইলো। যজমানদের সুমতি বজায় থাকে ত' পরে সে চেষ্টা পাব।

কাশীধাম
১লা বৈশাখ, ১৩২৭

শ্রীনন্দি শর্ম্মা

তেরোস্পর্শ

"কাশীর-কিঞ্চিৎ" দু'দুবার কাশীতে জন্ম নিয়ে, শিবের রাজ্যে কৌপিন সম্বলেই বে-পরোয়া কাটিয়েছিল। এবার তার কলিকাতায় উদ্ভব।

ঠাকুর বল্‌তেন,—নারকোল গাছের বাল্‌দো খসে গেলেও দাগটা বজায় থাকে। স্বয়ং সম্রাটও সে দিন বলে গেছেন,—খেতাবটা খসে গেলেও কল্‌কেতা চিরদিনই রাজধানীর সম্মান পাবে।

'ক্যাপিটেলে' কিন্তু কৌপীন অচল। কাজেই কাশীর-কিঞ্চিৎকে একটু ভব্যবেশে সভ্য সেজে কল্‌কেতায় দেখা দিতে হ'ল।

এই বাবুয়ানার বিড়ম্বনায় দু আনা সেলামী বেড়ে গেছে।

দক্ষিণেশ্বর

জন্মাষ্টমী, ১৩৩১

নন্দি শর্ম্মা*

---

* (নরদেহে শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বর)

চতুর্থে-অথর্ব্ব

"কাশীর-কিঞ্চিৎ" নন্দিশর্ম্মার সেবক-জীবনের—দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ফসল্। তিন চাষের পর রেহাই পাবার আশায়—১৬ বৎসর আর তাকে ঘাঁটাইনি। কিন্তু যোড়শ বর্ষে মিত্রদের শাস্ত্রীয় বদ্-আচরণের তাড়ায় চতুষ্পদ হতেই হয়,—বলেন—"প্রথম ফলটি দেব-সেবার্থে যত্নে রেখে দিতে হয়, নচেৎ বেইমানী করা হয়!"

বাল্যকালে শুনেছিলুম—দেখিনি, "কামাক্ষায়" গেলে, কেহ বড় আর ফেরেননা (মরেণ-না নিশ্চয়ই)—তবে কলকেতার রস—দেহ মন একবার দখল করলে, বাঁধা-আয়ের লোক বড় একটা নড়তে চাননা—এটা দেখা আছে বটে।

"কাশীর-কিঞ্চিৎ" তৃতীয় ছাপ্‌টা কলকেতায় নিয়ে, কাশী মুখো আর হতে' চাননা, মুক্তির মায়া কাটিয়ে ফেলেছেন। মনোভাবটা "—এই তো খাঁটি বেদান্তভূমি, "একাকার" সাধনার এমন ক্ষেত্র কোথায় পাবো।—ভেদের বালাই নেই।"

এখন চতুর্থে-"অথর্ব্বে" পৌছে তিনি নড়তে নারাজ। তাই কলকেতাতেই পুনঃ প্রকাশ। তবে বয়েস হলে বহিঃশোভার সখটা বোধ হয় বাড়ে, অভাব মেটাতে কায়াকল্পাদি অবান্তরের সাহায্য

খুঁজতে হয়, তাই (গতর) ওজন কিছু বেড়েও গেছে। গো-বর্দ্ধনের পরিবর্দ্ধন ঘটেছে !

• যাঁরা দয়া করে পড়বেন—পরিশিষ্টে তাঁদের জন্য কাশী সম্বন্ধে কতকগুলি সঙ্গীতও দেওয়া রইল ('এপিটোম্' কাজ দিতে পারে।) ভক্তির তাড়নায় অ-গায়কও গুন গুন করে থাকেন।

পূর্ণিয়া
দোল পূর্ণিমা, ১৩৪৭

নন্দি শর্ম্মা

অতিরিক্ত কয়েকটি কথা

তখন কাশীতেই থাকি। "কাশীর-কিঞ্চিৎ"এ আমার pen name—"নন্দিশর্ম্মা"ই ব্যবহার করি। লেখকের প্রকৃত নাম গোপন থাকায়, অনেকেই নিজেদের ধারণা মত লেখকের নাম ঠিক করেন বা অনুমান করেন।—শ্রদ্ধেয় রসরাজ ৺অমৃতলাল বসু তখন কাশীতে ছিলেন। কেহ কেহ বলেন—"তিনিই লিখেছেন।" অমৃতবাবু লেখককে জানতেন। আমাকে তাই নামটি প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। বলেন—"প্রকাশ যোগ্য না হ'লে আমি এ অনুরোধ করতাম না,—আমার খুবই ভালো লেগেছে—ইত্যাদি।"—"প্রবাসী" মন্তব্য করেন—"এ লেখা ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের।" পরে ললিতবাবু—"কাশীর-কিঞ্চিৎ"এর একটি দীর্ঘ সমালোচনা "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশ করেন, এবং তিনি যে উক্ত পুস্তিকার লেখক নহেন, সে কথাও জানিয়ে দেন।

সেই সময় আমার পরিচিত—কাশী-প্রবাসী জনৈক ধর্ম্মভীরু আলাপির মুখে শুনতে পাই—"কাশীর নিন্দা করাই লেখকের উদ্দেশ্য।" বুঝলাম—বইখানি স্বয়ং তিনি পড়েন নাই, কারো কাছে শুনেই উক্ত ধারণা করে' নিয়েছেন, এবং "নিন্দা" পাঠের

পাপ হ'তে আত্মরক্ষা করেছেন।—তা'তে একটু ক্ষুব্ধও হই। পরে কাশী সম্বন্ধে কয়েকটি গান লিখে—"কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি" নামে প্রকাশার্থে, কাশীর "বিশ্বনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে" ছাপতে পাঠাই। ছাপাও হ'য়ে যায়। প্রেসের সত্ত্বাধিকারী, আমার প্রীতিভাজন মণিভূষণ নাথ, এক সন্ধ্যায় আমাকে সে সংবাদ দিয়ে যান,—খান-ছয়েক ছাপা "সঙ্গীতাঞ্জলি"ও দিয়ে যান।—প্রাতে দুঃসংবাদ পাই—"গত রাত্রে সিনেমা দর্শনান্তে ফিরে, "ব্লড্ প্রেসারে" মণিভূষণ সহসা মারা গিয়াছে!"—বড়ই ব্যথা লাগে। কয়েকদিন পরে সংবাদ পেলাম,—ছাপা হাজার কপি সঙ্গীতাঞ্জলিগুলির চিহ্নমাত্রও প্রেসে নাই, না আমার 'ম্যানস্‌ক্রিপ্টের'! মণিভূষণের পত্নী অল্পবয়স্কা, ছেলেরা বালক। বিশ্বাসী স্বজাতি কোনো কর্ম্মচারী, কাশীতে ধর্ম্মরক্ষার বা সঞ্চয়ের এমন সুযোগ ছাড়তে পারেননি।—মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার চটি বই, আমি আর তা' নিয়ে—অনুসন্ধান বা উল্লেখ পর্য্যন্ত করতে পারলুন না। তাদের ক্ষতির কথাতেই মন তখন আচ্ছন্ন। নিজের ক্ষতি—নগণ্য,—ক্ষতি বলেই মনে হয়নি।

মণিভূষণের দেওয়া কাপি কয়খানি তৎপূর্ব্বেই বন্ধু বান্ধবদের পাঠিয়ে দেওয়ায়, নিজের হাতে নিজের লেখার চিহ্ন মাত্রও থাকল না,—ক্ষতি হয়েছিল ওইটুকু।—অত পাতলা কয়েক পৃষ্ঠার চটি বই কারো আলমারিতে রাখবার বা থাকবার মত জিনিষও নয়, সুতরাং তার এক-কাপি ফিরে পাবার আশাও রাখিনি।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন, হিতৈষী বন্ধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গ্রন্থকীট। বটতলার দু'পয়সা দামের চটি বইও তাঁর আদরের বস্তু ছিল—প্রায়ই কণ্ঠস্থ ছিল। তাদের মার্জিনেও তাঁর correction ও note দেখতে পাওয়া যায়। এরূপ পুস্তক-নিষ্ঠা অন্য কারো দেখি নাই।

বঙ্কিম শতবার্ষিকী বর্ষে কলকাতায় যাই। ললিতবাবুর পুত্র কল্যাণীয় ও প্রিয় সলিলকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রসঙ্গক্রমে সলিলকুমার আমার "কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি"র কথা উল্লেখ করেন ও বলেন—"সে খানিও বাবা যত্নে রক্ষা করে' গেছেন," ইত্যাদি। ইহা আমার অভাবনীয় প্রাপ্তি। প্রিয় সলিলকুমারের সাহায্যেই আজ সেই "কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি"র পুনর্জন্ম। ওরূপ চটি বই স্বতন্ত্র প্রকাশের আর বিশেষ সার্থকতা নাই, তাই তাকে "কাশীর-কিঞ্চিৎ"এর অন্তরঙ্গ করে' রাখতে বাধ্য হলাম।

শেষ কথা।—"কাশীর-কিঞ্চিৎ"এর দ্বিতীয় সংস্করণ "দোমেটের দু'কথা"য়, দশের ইচ্ছায়, মনকে চোখ ঠেরে, "দ্বিতীয় খণ্ড" লেখবার সঙ্কল্প করি এবং লিখিও। কিন্তু প্রকাশ করি নাই,—সে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতো। সহসা "বেরিবেরি" দেখা দিয়ে জোর মড়ক আরম্ভ হয়। বাধ্যতঃ বাসা ছেড়ে তাঁদেরি একখানি ঘর নিয়ে সংসারের অনেক কিছুই তার মধ্যে বন্ধ কোরে সরে আসি। নানা কারণে ফেরা আর ঘটেনি। সংবাদ পাই—সে সব উয়ে উদরস্থ করেছে—নষ্টও করেছে। নিজের শারীরিক অবস্থা ও অবহেলাই সে জন্য দায়ী। অন্য কিছুর জন্য না হলেও—ক্ষতি হ'ল ও কষ্টও হ'ল,—কতকগুলি বই আর নিজের লেখা অনেকগুলি

খস্‌ড়া কাগজ পত্রাদি যাওয়ায় এবং সেই সঙ্গে—"দ্বিতীয় খণ্ড"র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিও !

এখন ভাবি—ভালই হ'য়েছে। "দ্বিতীয় খণ্ড" প্রকাশে বরাবরি আমার মন সায় দেয় নাই। নচেৎ তার 'নোট্' আমার হাতে যা আছে, তা থেকেই সে কাজ হ'তে পারে বা পারতো। কেবল আবশ্যক বিবেচনায়, এই "অথর্ব্ব সংস্করণে, তার কয়েকটি বিষয় মাত্র, ভাষা বদলে, সন্নিবিষ্ট করলুম। বাজে গুলির বোঝা আর বাড়ালুম না।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

প্রথম দফা

দ্বিতীয় দফা

তৃতীয় দফা

দফা—রফা

কাশীর-কিঞ্চিৎ

১ম দফা

সঙ্কল্পের কারণ

অনেক দিনের জড়ো করা অগাধ পাপের রাশি—
নিয়ে ভাবলুম কোথা যাই,—মনে পোড়্লো কাশী।
স্থানটা কিন্তু হওয়া চাই কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যকর,
তার,—অকাট্য নজীর মজুদ্—"তিলভাণ্ডেশ্বর"।
"কেদারনাথ"ও কাহিল নন ;—কেন ভাবি আমি ?
সেদিনকার জ্যান্তো সাক্ষী—"ত্রৈলঙ্গ স্বামী" !
"হান্দোরের" আসামী যবাই—ওজন হন না "মোণে",
"ক্রেণেতে" কাৎ ফির্তে হয়—কেউবা চড়েন "টনে" !
দুশো একশো তুচ্ছ কথা,—দু'দশ হাজার আয়ু,
তাতেই বুঝে নিলুম কেমন, কাশীর জল বায়ু।
ষাঁড়গুলোও গোঁসায়ের মত নিরামিশ খেয়ে—
ফুল্‌চে,—বেশ্ পূজার ফুল আর বিল্লিপত্তর পেয়ে।

কাশী রওনা

তাই, "দুর্গা" বোলে টিকিটখানা কিন্‌লুম্ কপাল ঠুকে,
"মহিলা-প্রদত্ত পাস্" যত্নে রাখ্‌লুম্ বুকে।
বাঙ্গালীর বিদেশযাত্রা বিচিত্র কেমন—
সেই বোঝে—যে ক'রেছে "ট্রেণে" আরোহণ!
যে জাতের "ঘর হ'তে আঙ্গিনা বিদেশ",
আজ তার রহিল না সোয়াস্তির লেশ্।
সঙ্গে ছিল হুঁকো-কোল্কে, আর—গয়াধামের পিণ্ড,
হবে কিনা হবে ছেলে, আর হয় যদি কুষ্মাণ্ড!
তাই, দিন থাকৃতে স্বপাক কোরে দিলাম নিজ মুখে,
দেখি, অনেক ভূতই লালায়িত্ গন্ধ তার শুঁকে!
মাথার উপর শূন্যে ঝুল্‌তেছিলো নারকোল,—
কি আশ্চর্য্য—নীচে পোড়ে হোলো হুঁকোর খোল!
পায়ের নীচে ছিলো মাটি—কোল্কে হোয়ে উঠে—
নারকোলের মাথায় শেষে বোস্‌লো গিয়ে ছুটে!
আজ দেশ, কাল বিদেশ, আশ্চর্য্য কি তায়?
"ইভলিউসন্ থিওরিটা" এতেই বোঝা যায়।
এইরূপ দার্শনিক চিন্তাস্রোতে ভেসে—
উপনীত হইলাম কাশীধামে এসে।

রেলের কুলী

ইষ্টিসনে নেবে দেখি—কুলীর জুলুম্ ভারি,—
এক এক ব্যাটা নবাবজাদা—মথুরার দ্বারী।
কোম্পানীর কুপুত্র সব—বেজায় তাদের বাড়্,
দেড়-পয়সার বাজু * যেন—যাত্রী লোট্‌বার ছাড়্!
সস্ত্রীক্-ভদ্রেরে এরা বড়ই করে দিক্,
যা চাইবে তাই নেবে, এমনি এদের "ক্লিক্"।
গরজেতে দু'চার টাকাও দিতে হয় তারে!
কোম্পানী কি কৃপাদৃষ্টি কোরবেন্ এধারে?

কাশীর চুঙ্গী

ইষ্টিসনের বাইরে এসে না ফেল্‌তে শ্বাস—
দেখি, আর এক ক্ষুধার্ত্ত জীব পেতে আছে গ্রাস!
"দুর্গা" বোলে পা বাড়াতেই—চৌকাট্ ধাঁ কোরে—
মাথায় লেগে চোম্‌কে দেয়,—তেমনি সে হাঁ কোরে—
লুঙ্গীপরা চুঙ্গীর-চর বলে কাছে এসে—
"দেখ্‌তে চাই বাক্স প্যাঁটরায় কি এনেছো ঠেশে!
সরকারকে মাশুল দিয়ে, ঘাঁটী হও পার";
সস্ত্রীক ভদ্রেরা শুনি—দেখে অন্ধকার।

* নম্বর লেখা পিতলের চাকতি, যাহা কুলীদের হাতে বা গলায় থাকে।

রেলের কষ্ট, অনিদ্রা আর অনাহারের উপর—
কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে যখন—বেজে গেছে দুপর্,—
আচম্‌কা তাদের এই বিদ্‌কুটে বাধা—
গায়ের রক্ত জল্ কোরে দে'—লাগিয়ে দেয় ধাঁধা।
প্রাণটা তখন বলে, দেখে লোলুপ্ বাঘের থাবা—
"ঘাট্ হয়েছে বিশ্বনাথ—ছেড়ে দাও বাবা" !
পরে,—হদিস্ বুঝে ঝক্‌মারির মাশুল দিলে কিছু,—
হাসি মুখে সেলাম করে—হোয়ে বেজায় নীচু।
মোর আসবাব্ হুঁকো কোল্‌কে, তাই ছিল' রক্ষা,
নবাব য্যানো,—কোন মিয়ার কোর্‌তে হয়নি তক্কা।

•

পরে, একায় বোসে ধাক্কা খেয়ে, হিঁদুর মক্কায় আসি-
হেরিলাম বিশ্বনাথের পুরী অবিনাশী।

এক-নজরে কাশী-দৃশ্য

দেখি,—কাশী কি কাঁটালপাড়া বুঝে ওঠা ভার,
সর্ব্বাঙ্গে মন্দিরগুলো কাঁটা যেন তার।
বিচি চাও, তাও পাবে—প্রত্যেকের মাঝে,
শিবলিঙ্গ হোয়ে তারা ভিতরে বিরাজে !

রাস্তা ও গলি

বিশ্বনাথ কাঁক্ড়া যেন – মধ্যে আছেন বোসে,
রাজ্য জুড়ে, ঘুরে ঘুরে, ডিম্ পেড়েছেন কোসে !
দাড়া দুটি বড় রাস্তা—গেছে দুদিক্ চলি,
ঠ্যাংগুলো সব ছড়িয়ে পোড়ে হ'য়ে আছে গলি।
সুইজ্‌ল্যাণ্ডের ম্যাপ্‌খানা ঠিক্ মনে হয় যেন,
হিলি বিলি কিলি কিলি, গলির গুতো হেন।
ইঞ্জি'নারের সাধ্য নাই "ডিজাইন্" তার দিতে,
বৃথা ঘুরবেন্ সার্‌ভেয়ার হাতে কোরে ফিতে।
এক জনমে চিনে ওঠা, কারো সাধ্য নাই,
পুরো ওয়াকিফ হ'তে হোলে দু'চার জনম্ চাই ॥
সূর্য্যদেবের নাই ক্ষমতা পশেন সে সব স্থানে,
ছাতের উপর উঁকি মেরে, পালান্ মানে মানে।
গলির মাঝে স্তূপাকার—চুণ সুরকী কাদা,
তার দুধারেই ইমারৎ তুলেচে কেবল মাথা।
পাশাপাশি চলা দায়, গাড়ির প্রবেশ বারণ,
মালমশলা নে'যাবার গাধাই মাত্র বাহন।
তার উপরে, ষাঁড়গুলোর অব্যাহত গতি—
গলির কণ্ঠরোধ করি—বাড়ায় দুর্গতি।

বিদেশ না বাংলা দেশ

বাংলা কি বিদেশে এলাম্—কিছু বুঝতে নারি,
যে দিকে চাই—বাংলা দেশের মেয়েমদ্দের সারি।
দোকানে চাই—নেড়ির মা ভেন্‌খোলা খুলেচে,
পাশেতেই পুঁটির পিসী—চরকা নে ব'সেছে ;
পাট কাট্‌চে মেনির মাসী—পান বেচ্‌চে পাঁচি,
চুণ বেচ্‌চে চাঁপাদাসী, কামার গিন্নী কাঁচি ;
হোটেল খুলে বোসে আছে হরিশেঠের শালী,
উল্টোডিঙ্গির ডোমের মেয়ে সাজায় পূজোর ডালি ;
পদ্ম বেচে পাথর বাটী, মণি ভাজে মুড়ি,
ঢেঁকি পেতে কুট্‌চে থাকী, ফেন্দো চালের গুঁড়ি ;
তিনকড়ি কড়ায়ের চাক্‌তি, পাটায় ফেলে কাটে,
মনোরমা মুড়্‌কির মোয়া ব্যাচে বোসে হাটে !
বিলাসিনী সময় কাটান "বিষবৃক্ষ" পড়ি,
বরদা তাঁদের তরে—হাটে ব্যাচে বড়ি।
দয়াবতী পাসকরা দাই—এসেছেন কাশী,
নির্ভাবনায় তীর্থবাস—করুন সবাই আসি।
"না বিইয়ে কানাইয়ের মা"—আছে বটে প্রবাদ্‌,
"ডিপ্লোমা" রয়েছে যখন,—ভাববেন্ না প্রমাদ্।
নানা-গুণের কম্‌পিটিসন্—বাড়্‌ছে যেরূপ ফি-সন্‌,
এটাও মাহাত্ম্যের মধ্যে, একটুও নয় ভীষণ্।

মনের দুখ্যে অনেকেই অপুত্রক বোলে—
হতাশ হ'য়ে কাশী এসে,—পুত্র করেন কোলে।
এখানকার জল-বাতাসে—এগুণটাও আছে,—
বল্‌তে হয়,—যদি কারুর লেগে যায় কাজে।
'নাবি' হলেও দিয়ে থাকে—এই পুত্র মুখ,
বিষয় আর বংশ রক্ষার—সুদুর্ল্লভ সুখ।

বিলাসী, সারদা, ক্ষ্যান্তো, কাঞ্চন, গোলাপী—
বড় বাড়ির দাসী এরা—বড়ই আলাপী।
নীরদা, ক্ষীরদা, শ্যামা—লক্ষ্মী, হরিমতী—
বারাণসীর গেজেট্ এরা—সর্ব্বত্রই গতি।
কি স্বপ্ন দিয়েছে কবে—কোন্ দেবতা কারে,
কার্ বাড়িতে কি হয়েচে—সব বোল্‌তে পারে।
হেথাও নিস্তার নেই—নিস্তারিণী এসে—
বারাণ্ডা কোরেছে আলো বড়-রাস্তা ঘেঁশে।
মামার মোকাম, চাটের দোকান, সবই শোভা পায়,
যাত্রীদের কষ্ট না হয়—এইটে অভিপ্রায়।

বাঙ্গালীর বিষয়কর্ম্ম

পুরুষদের ব্যাসাতের অন্ত দেখি নাই,—
সেতো, পাণ্ডা, চা, চপ্, সকল তাতেই পাই।
স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, ময়রা, মনিহার,
ঘড়ি-সাজ, চিত্রকর—মায় ফটোগ্রাফার ;
ডাক্তার, বৈদ্য, হোমিওপ্যাথ্, কেতাব-বিক্রেতা,
বেনে, মুদী, টেলার্, কাটার,—ইস্তক্-অভিনেতা।
ঝুনো নারকোল, খেজুরে গুড়, কেহবা পান তামাক,
কেউ রুদ্রাক্ষ, খেলনা ব্যাচে—কেউবা শাঁখা শাঁখ ;
লোহালক্কড়, চুণ সুরকী কেউবা ইট্ কাট্,
কয়লা কেউ, পাথর কেহ, কেউবা ব্যাচে চাট্ ;
কাপড়, কামিজ, কাটা-পোষাক, ঘটি, বাটি, থাল,
কেউ,—ভাঙ্গা-বাসন, টিনের ট্রঙ্কে লাগাচ্ছে রাং-ঝাল ;
গুরু উপগুরু কেউ—কেউ পুরোহিত,
"অব্যয়" কারবারী এঁরা—এঁদের পুরো জিত্।
হুঁকো, কোল্‌কে, খড়ম, মাদুর, বিড়ি সিগারেট,
কেউ মদ্, কেউবা যোগান গরম কাটলেট্,—
আয়ুর্ব্বেদ অস্থিভেদ্ কোরেছে কাশীর,
বিজ্ঞাপনের বর্ণনায় সবাই অস্থির।
নানারূপ শক্তিবৃদ্ধির—ওষুধ থাকেন আগে,
যেন,—কাশীবাসে ঐগুলোরই আবশ্যক লাগে!

মিস্‌লেনিয়াস্ রাখেন কেউ, কেউবা চাল ডাল,
দুধের যোগান, বিদ্যুৎ-আলো, কত দিব হাল।
ডিস্‌পেনসারী, ছাপাখানা, বাইসিকেল্ ভাড়া,
আরো বা কত কি আছে এই সব ছাড়া।
এ দেশের দোকানদারে ছেয়েছে কোল্‌কেতা,
ডেসিমেল্ অংশ তার আদায় হোচ্চে হেথা।
লাউ কুম্‌ড়ো ব্যাচে কেউ বাজারের মাঝে,
কথকতা করেন কেউ—কারো বাড়ী সাঁঝে;
কুষ্ঠী লিখে গুষ্টিবর্গ করেন কেউ পালন,
ঠাকুর পূজা করেন কেউ, কেউবা রন্ধন;
বাড়ী ভাড়া দেন কেউ—কেউবা জমীদার,
উকীল কেউ, মাষ্টার কেহ, কেউ অলস বেকার;
কেউ মোক্তার, কেউ দোক্তার—হ'ন কারবারী,
রেশমী-রোজগারীর কাছে—সবাই আছে হারি।
কেউ জ্যোতির্ব্বিদ, কারুর বা—চশমা ব্যাচা ব্রত,
সাধারণের হিত চিন্তায়—সবাই বিব্রত।
আছেন নাকি বড় বড়—ওস্তাদ আর গুণী,
বশীকরণ উচাটনে—সিদ্ধহস্ত, শুনি।
তা ছাড়া কত যে আছেন টাকা খাটান্ সুদে,
মাসকাবারে গলা টিপে ধরেন চক্ষু মুদে!
বড় একটা নাইকো হেথা কেরাণী বেচারা,
দেশহিতৈষী নেতাদের চক্ষুশূল যারা;—

বে-ওয়ারিস্ ভাঙ্গা-কুলো—বাংলা দেশের মাল,—
যাদের উপর—বক্তা, লেখক, ঝাড়েন যত ঝাল,—
চাকরী ছেড়ে তারা যেন’ কাস্তে নিলেই হাতে—
ভারতের সকল দুঃখ ঘুচ্‌বে এক রাতে !

পথে

পার্কে, ঘাটে, রাস্তায়, বা যাও দশাশ্বমেধ,
ইডেন্, বিডেন্, হেদোর তরে রবেইনাকো খেদ ।
সেই ফ্যাশানের চুল ছাঁটা,—সেই অলষ্টার বুকে,—
টাই বাঁধা আর কলার আঁটা, সিগারেট মুখে,—
হাতে ছড়ি চশমা পরা, চোস্ত মোজা পায়—
যুবা যত’ চিম্‌নির মত’ ধোঁা ছেড়ে বেড়ায় ।
পাশ দিয়ে যাও শুন্‌তে পাবে—তিন ভাগ ইংরাজী,
বুঝতে হবে মানে তার—বহু ঘসি মাজি !
“ব্যাকরণ-বিভীষিকার”—হরদম্ “বিষম্” লাগে,
ইংরাজের বীণাপাণি—“বেগ্‌পার্ডন্” মাগে ।
কাঁচা পাকা গোঁফে প্রৌঢ় আছেন তায় ঢের,
তাঁদেরি চটক্ বেশী—ঢাকিবারে জের্ ।
রিফ্রেস্‌মেণ্ট, চায়ের আড্ডা, আশ্রম, হোটেল—
পথের দুধারে তারা মেরে আছে ঠেল

চা খাও, চপ্ খাও, খাও কাট্‌লেট্ আর,—
এসেই হুকুম দাও—যেবা ইচ্ছা যার ;
দুবেলাই খোলা জলে—সকালে বিকালে,
মান্ বাঁচাতে বিশ্বনাথ—থাকেন আড়ালে।
পথে দেখি হেঁকে যাচ্চে—কোরে উচ্চ রব—
"বিশুদ্ধ পবিত্র গরম—কাবাব্, কাট্‌লেট্, চপ্"।
ড্যালে ডালে হোটেল হলে—বিরাজে "লিপ্‌টন্"
অন্নপূর্ণা সবার তরেই রাখেন আয়োজন।

বাঙ্গালীর বাড়ী

পঞ্চক্রোশী কাশীর মাঝে রাস্তা কি গলিতে—
বাড়ী দেখে হয় না আর পরিচয় নিতে।
যাইনা কেন অলি গলি কিম্বা সোনারপুরে,
শুকুচ্চে বারাণ্ডা জুড়ে নক্সা পাড় আর ডুরে।
কোথাও বা নামাবলী—সহস্র নাম বুকে,—
আল্‌সে থেকে নিম্ন মুখে, পোড়ে আছে ঝুঁকে ;
কোথা বা ঢাকাই, কোথা শান্তিপুরে সাড়ি,
চিন্‌তে না হয় দেরী কারো বাঙ্গালীর বাড়ী।
আদ্‌খানা বেনারস অধিকার করি—
প্রাসাদ বা অন্ধকূপে আছে তারা ভরি।

তার মধ্যে স্থান যেটী—নাম বাঙ্গালী-টোলা,
যে দেখেচে একবার—বড় শক্ত ভোলা।
বাংলা দেশের সব নমুনো ঠাশাঠাশি কোরে—
এক মাইলের মধ্যে তারা সবাই আছে ভ'রে।
জেলা, পল্লী, সহর, নগর, যা আছে বাংলায়,—
সকল স্থানের মানুষ পাবে এইটুকু জায়গায়।

বৌমার ব্যবস্থা ও বিচক্ষণতা

মেয়ের ভাগই অধিকাংশ—প্রৌঢ়া বৃদ্ধাই বেশী,
খোপে যেন পায়রা আছে—কোরে ঘেঁশাঘেঁশী।
গরীব থেকে আছেন হেথা লক্ষপতির মা,
পাঁচ, সাত, দশ, মাসোহারা—বৌ করেছেন যা।
"বড় কষ্ট দিছ্‌লো মাগী—'কোনে-বউ' যবে,—
জান্‌তোনাকো দুদিন বাদে আমারো দিন হবে!"
কাশী গেলে বাঁচে বেশী—বউ জানেন হিসাব,—
"মোলে সেথা শ্রাদ্ধ নাই—সেটাও তো লাভ"!
"সাত টাকাটা বেজায় বেশী—চার টাকায় যায় চোলে,
মাগী কেবল সুদ্‌ খাটাবে, ভূতে লুট্‌বে মোলে।
কুল্লে ত' এই দেড়শো টাকা মাসিক তোমার আয়,—
টের পাবে এর পরে যখন ঠেক্‌বে কোনো দায়।

ভাগ্যে তোমার মতি আছে গয়না গড়াবার,
এ সুমতি থাক্‌লে বাঁচি ভাগ্যেতে আমার ;
ঐ গুলোই সেরা বিষয়,—সম্পত্তির পাকা—
আমার নামের কাগজগুলো, বাড়ী আর টাকা।
এই বেলা সব লিখে দাও—আর যা কিছু আছে,
ভয় শুধু—ভাই ভাইপো—পাচ ভূতে খায় পাছে।
কবে আছো কবে নেই সেটাও ভাব্‌তে হয়,
এক মিনিটে ঠাণ্ডা হওয়া বেশী কথাও নয়।
শুনেছি "ব্লড্-প্রেসার্" বলে' কি-একটা রোগ্—
কথা কইতেও দেয়না নাকি,—দেখায় পরলোক !
শরীর যত পুষ্ট হয় ততই সেটার ভয়,
নইলে আর বলচি কেনো, ভাগ্যি তেমন নয় !
চিরকাল কি গুণ্‌তে হবে মায়ের গুদোম ভাড়া ?
ওসব লক্ষণে হয়—হাড়্-লক্ষ্মী-ছাড়া।
কাশীর যদি পুণ্য চিহ্ন রাখ্‌তে চাও বাড়ী,
সেরা দেখে আনো বরং বেনারসী সাড়ি।
সাঁচ্চা হ'লে অসময়ে দেবেনা সে ফাঁকি ;
ভেবে তখন বল্‌বো যা যা রইলো আর বাকি।"

দৈববাণী

সাবধান,—তুমিও ত' বউ এনেছ ঘরে,
এসব কথা তুলে তিনি রাখ্ছেন তোমার তরে !
তুমি যখন কাশী যাবে—বৌ ব্যবস্থা করি—
তিনটি টাকা মাসোহারা দিবেন তোমায় ধরি !
দিন থাক্তে বলি তাই—মনে কোরে রেখো—
এখনও সে পরের মেয়েয় আপন কোর্‌তে শেখো।

বাঙ্গালীটোলা

বাঙ্গালীটোলার পথে যেতে ভয় পাই,
ছড়াছড়ি বিল্বপত্র পোড়ে ঠাঁই ঠাঁই।
সূক্ষ্ম আচারীর হেথা বড়ই দুর্গতি,
পূজার পুষ্প মাড়িয়ে চলা সুকঠিন অতি।
স্থান হ'তে স্থানান্তরে—পায়ে পায়ে সোরে—
পূজার ফুল আর বিল্বপত্র, বেড়ায় ভ্রমণ কোরে
ষাঁড়গুলো তার কতক খেয়ে করে উপকার,
না হ'লে এসব পথে চলা হোতো ভার।
কাটান্ ছিড়েন্ আছে শুনি,—"পুষ্পদন্তেশ্বরে"—
দর্শনে পূজনে, এপাপ স্পর্শ নাহি করে।

শাস্ত্রে বলে ফর্দ্দা বাড়ী, রোদ আর বায়ু—
স্বাস্থ্য দেয়, আর তায় বেড়ে যায় আয়ু।
তা'হলে বাঙ্গালীটোলা শূন্য হ'য়ে আজ—
নির্জ্জন শ্মশান সম করিত বিরাজ।
ছাতে উঠলে দেখ্‌তে পাবে—"বিশ্বরূপে"র ছাপ্‌,
দ্বাপরে যা দেখে পার্থ—ব'লেছিলেন "বাপ্‌" !
পঞ্চভূত—চুণ সুরকী লোহা ইট্‌ কাট্‌—
মিলিয়ে, অখণ্ড রাজে—শ্রীমূর্ত্তি বিরাট।
দশাশ্বমেধ থেকে দৌড়—ইস্তক "অসি" রোড্‌,
কাশীর কণ্ঠ চাপি যেন—করে শ্বাস রোধ।
এ বিপুল দেহ মধ্যে—জন্ম মৃত্যু বিয়ে,
মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া বিবাদ নিয়ে,—
নাওয়া শোয়া বেচা কেনা,—আহার বিহার রান্না,
গীত বাদ্য আমোদ প্রমোদ—হাসি খুসি কান্না,
দেব দেবী মসিদ মন্দির—জীব জন্তু, ভোগী,
শত পেসা, ছত্রিশ্‌ জাত—রোগ আর রোগী,
ইত্যাদি সকলি যেন একই দেহের অংশ,
গলিগুলি শিরারূপে—সুষুম্নার বংশ।
তার মধ্যে সূর্য্যদেবের—নাইক কোথা দখল্‌,
বজায় সেই ত্রেতাযুগের হনূমানের বগল !
সাক্ষাৎ আঁধার কূপ নিম্নতলগুলো,—
দিনেতে প্রদীপ জ্বালি দেখ্‌তে হয় চুলো।

গন্ধময়, স্যাঁৎসেঁতে, ছুঁচো আর মশা—
সেৎখানার সহযোগে ঘটায় দুর্দ্দশা।
উঠানেতে এঁটো কাঁটা মাছের পোঁটা আঁশ্
বাড়ীময় দুর্গন্ধেরে দিয়েছে 'ফ্রি-পাস্'।
এক বাড়ী, তার মাঝে বাইশ উনুন্,
একত্রে ধোঁ ছাড়ে যবে—জ্যান্ত করে খুন।
নানা পক্ষী একই বৃক্ষে বাসা বেঁধে থাকে,
রাত দিন কোলাহল কে থামাবে কা'কে?
সবেগে জলের কল করে উপকার,
কলহ,—কদাচ কেহ বোঝে এ উহার!
"দ্বিতলে ত্রিতলে আছে—কলের বন্দোবস্ত",—
শুন্‌তে ভাল,—ভাড়াটের আশার কথাও মস্ত।
সেটা কিন্তু "কাটের বেড়াল"—ইন্দুর না ধরে,—
নীচের বাসিনী যদি—কৃপাটা না করে।
ফি-হাত্ চীৎকারে চলে,—"খোলা" আর "বন্ধ",
নিত্য-কর্ম্ম সকাল সন্ধ্যা—জলের তরে দ্বন্দ্ব।
চার-তলার ছাত থেকে ছটাক্ খানেক উঠোন্,—
দেখলে বোধহয় পাহাড়েতে—কূপ করেছে খনন।

রুটিন্

চা'র্‌টে রাতে ওঠে সবে—থাক্‌তে অন্ধকার,
দারুণ শীতেও দেখি সবাই বেশ্ 'রেগুলার্' !
কি বৃদ্ধা কি প্রৌঢ়া—ল'য়ে সাজি নামাবলী—
ঘাটে ঘাটে গঙ্গাস্নানে যায় সব চলি।
ঘাট দেখ্‌লে জোয়ান লোকের বুক শুকিয়ে যায়,—
পইটে বুকে পোড়ে আছে মৈনাকের প্রায়।
কঠোর তপস্যা রত—প্রায় শতেক্ ধাপ্—
সদা লয় পদধূলি,—মুক্ত হ'তে শাপ !
তাতে আবার পইটেগুলো উঁচু উঁচু বেশ,
পাথরের মন্বন্তর কভু দেখেনি এ দেশ !
সোত্তর আশী বয়েস যাঁদের—লাঠি আছে ঠেঙ্গে,
তারই ভরে ওঠা নাবা করেন ধাপ্ ভেঙ্গে।
তারপরে, সব স্নান করে সেই বরফ-গলা জলে,
আমরা দেখে কেঁপে মরি—দাঁড়িয়ে থেকে স্থলে।
সেইখানেতে ঘণ্টাখানেক সন্ধ্যা বন্দন সেরে—
রাজ্যিশুদ্ধু দেবতার মাথায় জল ঢেলে শেষ ফেরে।
বিশ্বনাথ থেকে সুরু—এস্তোক হনুমান্‌জী,
নিত্য এ দু'চোকো ব্রতর সংখ্যা দিব কি !
কেউবা আরো দু' তিন মাইল অধিক ঘোরার পরে—
দু' পয়সার বাজার কোরে ফিরে আসে ঘরে ;

তার মধ্যে বেড়াল দু'টোর মাছের অংশও আছে,
পাখীর তরেও প্যায়রা আসে—রাগ করে সে পাছে !
তার পরেতে জপ আর স্বহস্তে পাক চলে,
আহারান্তে পাঠে কিম্বা কাটে কোলাহলে।
উরি মধ্যে রুচিমত যার যেমন অভ্যাস,—
কেউবা করেন কারো নিন্দে, কেউবা খেলেন তাস ;
কেউবা আবার দেনা পাওনা বিষয়ে হন রত,
হিসেব করেন বোসে বোসে—সুদ্‌টো হোলো কত।
সেইটেই তাঁর বল্ ভরসা—তাইতে কাশীবাস,—
উপযুক্ত ছেলের কাছে, নাইক কড়ির আশ।
কেউ,—নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দেন কেঁপে ওঠে খাট,
কেউবা "কথা" শুন্‌তে যান, কেউ ভাগবত পাঠ।
অতি বুদ্ধি যাঁদের তাঁরা—ত্বরায় মেজে বাসন—
স্বামীজিদের কাছে ছোটেন—শিখ্‌তে যোগের আসন।
নিজের সম্পত্তি যাঁর—আছে কোন' বাটী,
আহারান্তে ভাড়ার তরে করেন হাঁটাহাঁটি।
ফুর্‌সুৎটুকু কাটে কারো স্বর্ণকারের বাড়ী,
নাতি নাত্‌নির গয়না গড়ান্, জপ্ তপ্ ছাড়ি।
বিবাহের ঘটকালীটাও করেন কেহ কেহ,—
অভ্যাস না যাবে কভু—থাক্‌তে এই দেহ।
বৈকালেতে দশাশ্বমেধ কিম্বা "কেদার" ঘাটে—
সন্ধ্যা বন্দনেতে কারো সন্ধ্যা-বেলা কাটে।

ফির্‌তি মুখে বিশ্বনাথের আরতি দর্শন,
ন'টার মধ্যে সকল সেরে—যে যার শয়ন।
রাত চা'রটায় উঠে এই ন'টা রাতে শেষ,
এতটা শ্রমেও তারা মানেনাক' ক্লেশ।
নাইকো তাদের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া—নাইকো বুক জ্বালা,
খুঁজতে হয় না মধুপুর কিম্বা শিমুলতলা;
শিরঃপীড়া, হিষ্টিরিয়া, না হয় তাদের বাত,
শৈলে কি সমুদ্রতীরে যাবার নাই উৎপাত।
আমাদের লক্ষ্মীরা সব বোনেন বোসে উল্‌,
পরিশ্রমের মধ্যে শুধু বাঁধেন নিজের চুল;
নভেলে নিমগ্ন কেউ, কেউবা খেলেন তাস্‌,
কেউবা নিয়ে থাকেন শুধু নিৰ্জ্জলা বিলাস;
করেন বটে তাতে তাঁরা—একটা উপকার—
তুষ্ট আর পুষ্ট হন বদ্দী ও ডাক্তার।

মেয়ে মজ্‌লিস্‌

বৈকালেতে মজ্‌লিস্‌টা জমে গঙ্গাতীরে,
কেদারঘাটে, কিম্বা বসি শীতলা মন্দিরে;—
কোন্‌ স্যাক্‌রা কেমন,—কত নতুন গুড়ের দর,
পোড়ারমুখো ধোপা ছিঁড়ে দেছে নেপের ও'ড়

সোনারপুরের সাধুটিকে এলুম আজ দেখে—
শরীরের তাঁর ছায়া নেই,—থাকেন মুখ ঢেকে ;
কিবা ভুরু, কিবা নাক্, কিবা তাঁর চোক্,
আকাশেতে উড়্তে তাঁরে—দেখেচে কত লোক ;
দেখেচে ডুব দিতে তাঁরে—নেড়ির-মা নিজে,
কি আশ্চর্য্য—কোপ্নিটেও যায়নি জলে ভিজে !
মেচুনী হারামজাদী তার ভালোর মাথা খাবে—
তিন-আনা সের নিলে মাগী,—অধঃপাতে যাবে।
ছেলেকে পর কোর্‌লে আমার, সর্ব্বনাশী আসি,
কি বলিস্ লো, তানাত' আজ কে আস্‌তো কাশী ?
"মা" বোল্‌তে অজ্ঞান মোর হোতো বাছা আগে,
পাঁচ টাকা পাঠাতে আজ—হাতে আগুন লাগে !
ইত্যাদি সব ধর্ম্মচর্চ্চা—চলে সে আসোরে,
হাতে কিন্তু জপের মালা অবিশ্রান্ত ঘোরে !

সাধুর-হাট

বিশ্বনাথের দরবারেতে নাইক অভাব কিছু,—
উঁচু থেকে নেবে এসো যত পারো নীচু।
জটার ঝোড়া, কেউবা নেড়া, কারো লম্বা চুল,
কেউ দণ্ড, কেউ চিম্‌টে, কেউ ধরে ত্রিশূল ;
হাড়ের মালা মৃগছালা রক্ত ফোঁটা কা'রো,—
স্ফটিক্ গলে "রগ্" বগলে, চশমাটা সোনারও ;

পট্টবাস কেউ উলঙ্গ—কেউবা ঊর্দ্ধ বাহু,
রক্ত আঁখি ভস্ম মাখি—কেউবা যেন' রাহু ;
কেউ নেংটি কেউ সংটি, কেউবা জানেন যাদু,
কেউ মৌনী কেউ বক্তা, হরেক রকম সাধু।
কারো,—জুতো মোজা ওভারকোট—গেরুয়া রং করা,
কারো,—দাড়ি গোঁপ জটার মাঝে—এক-গা গয়না পরা ;
—শরশয্যায় শয়ন কারো, কেউ ঝোলে নিম্নশিরে,
কারো হাতে মড়ার খুলি—ওষুধ দিয়ে ফিরে।
ত্রিশূল হাতে সিঁদূর মাথে—ভ্রমেণ ভৈরবী,
কপালে ত্রিপুণ্ড্র কারো,—নানা ভক্তের ছবি।
কেউবা আলেখ্, কানফাটা কেউ, কেউ "ম"কারে রত,
কবীর নানক সুরদাস—পন্থা কবো কত !
বন্ধকী-কাজ করেন্ কেউ—কেউবা সাধক "চোটার"
বৈকালে কেউ হাওয়া খান—চড়ি নিজের "মোটার্"।
মোটা সুদে টাকা দেন—গেরুয়া-কারবারী,—
ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করেন মুখে,—কিছু বুঝতে নারি !
বিষয় প্রসঙ্গে এঁরা নহেন কেহ ব্যাজার,—
বাদ্ দেননা "টার্ফ, ডার্বি কিম্বা সেণ্ট্ লেজার"।
গিরি, পুরী, পরমহংস—পরমার্থ-কামী—
সকলেই "মহারাজ", অনেকেই "স্বামী" ;
এঁরাই প্রকৃত বটে—কাশীর অলঙ্কার,
সবারেই নত শিরে করি নমস্কার।

ঘাটের দৃশ্য

যুধিষ্ঠিরের নরক দেখা আর, বরের “কিসের” সরা,—
তার পরেতে স্বর্গ আর “কোণে” লাভ করা ;
দশাশ্বমেধ ঘাটে নাব্‌বার আগে নর নারী—
উপরেই দেখে যান—ময়লার ঝুড়ির সারি !
বিশ ত্রিশ টুকরির সেথা প্রাতে অধিষ্ঠান—
দর্শনান্তে স্নানলাভ করেন ভাগ্যবান।
ময়লার গাড়ী এসে শেষ্‌—পথটা মেরে দাঁড়ান্‌,
স্নানান্তে সব ফের্‌বার সময়, ঝর্‌তি মাল্‌ মাড়ান্‌।
গাড়ীর মধ্যে ঢালে যখন—আবর্জ্জনার ঝুড়ি—
স-গন্ধ ছাইপাঁশটা ঢোকে নাকে মুখে,-উড়ি।
মালিক বা মুন্সিপাল একটা উপায় কোরে দিলে,
ধর্ম্মক্ষেত্রে সইতে হয় না এ বীভৎস লীলে।

মণিকর্ণি দশাশ্বমেধ অহল্যার ঘাট—
কেদার,—রয়েছে যেন জুড়ি এক মাঠ।
সকাল সন্ধ্যা নরনারী হাজার হাজার—
স্নান পূজা জপ্‌ তপ্‌ সন্ধ্যা করে আর।
কেউ বেড়ায়, কেউবা বসি—শোভা তার দেখে,
ফটো নিয়ে “মাসিকে” কেউ বর্ণনা তার লেখে ;

কেউবা জাহ্নবী বক্ষে করেন নৌ-বিহার,
উর্দ্ধে চন্দ্র তারা—নিম্নে প্রদীপের হার !
দশাশ্বমেধেতেই অধিক সাধু ভক্তের হাট,
বাবুদের তৃপ্তি দেয় অহল্যার ঘাট ;
দেরাজ্ টান্‌লেই হাতে পান চুল ফেরাবার বুরুস্,
নবাগত বাবু তেম্‌নি চান্, মহাপুরুষ !
যাকে তাকে জিজ্ঞাসেন—"কোথায় থাকেন তাঁরা ?
এক্ষুনি দেখাটা চাই"—যেন' বাজার সারা !
অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক—কার্ কি গুণ আছে,
তাক্ লাগিয়ে দেবেন—বলি বন্ধুদের কাছে।
'তাঁরা' যেন' ইট্‌পাটকেল্, যেথা সেথা পড়ি—
সর্ব্বক্ষণ পথেঘাটে যান গড়াগড়ি !
অনুরাগী কিম্বা দেখি গ্রহগ্রস্ত যাঁরা—
সাধু ঘেঁসে দুটি বেলা বসেছেন তাঁরা ;
কোন রূপে ফাঁকতালে হয় অভীষ্ট পূরণ—
সেই আশে দুটি বেলা ঘাটে হাজির হন।
কেউ চায় এক নিমেষে দেখ্‌বে ভগবান্,
সস্তায় মেরে দেবে কিস্তি, এই তার জ্ঞান !
কেউ চায়, দেখিয়ে দ্যান্ স্বর্গে যাবার সিঁড়ি,—
তুড়ি মেরে চ'লে যায়, খেতে খেতে বিঁড়ি !
কারো চেষ্টা, সোনা কর্‌বার বকাল্‌গুলো শোনে,
ভক্ত হ'য়ে গুঁড়ি মেরে বসে এক কোণে ;

কেউ চায় পরেশ পাথর,—ফ্যাঁসাদে যায় কে ?
বোসে বোসে ঠ্যাকালেই সোনা পাবে সে।
কারো বা দিদিশাশুড়ি—করেন আনা গোনা,—
কিসে নাৎনির ছেলে হবে—ইহাই প্রার্থনা !
বয়স এগারো হল আজও গর্ভ নাই,—
আবার না বিয়ে কোরে বসে নাৎ-জামাই !
বিষয়ের লোভে—কেহ ফাঁকি দিতে কারে—
"হোত্তে" দিয়ে ব'সে থাকে সাধুদের দ্বারে।
স্বামী বশ্ হয় কিসে তারো আর্জ্জি আছে,
রোগ মুক্ত হইবারে—কেহ ফিরে পাছে।
এইরূপই মতলবেতে অধিকাংশের ম্যালা,
স্থানে স্থানে সাধুকাছে লেগে থাকে র‍্যালা।
কেউ,—কাজ জোটে না ভবঘুরে—সাধুর কৃপা খোঁজে,
হঠাৎ ধনী হবার আশে গাঁজার পয়সা গোঁজে।
রুক্ষ-কেশ গোঁফের রেখা মাত্র দেখা যায়,
বিরাগী উদাসী যেন'—গেরুয়া চাদর গায় ;
আজই যদি ঐশ্বর্য্যের পায় সে সন্ধান,
অথবা উপায় মেলে হোতে ধনবান,—
রবে,—কোথায় গৈরিক বাস্ কোথা দীর্ঘ কেশ,
শিশ্ দিয়ে বাবাজী যাবে পোরে রাজবেশ !
হতাশ-বৈরাগ্য আর অনটন দায়—
চোদ্দআনা অভাব-সাধু কাশীতে বেড়ায়।

কুড়েমির এমন কেল্লা বড় শক্ত ভোলা,
যেথা,—অন্নপূর্ণার রান্নাঘর চব্বিশ ঘণ্টা খোলা।
ভাল' যাঁরা ভালই আছেন, তাই আজও কাশী—
হ'য়ে আছেন মহাক্ষেত্র তীর্থ অবিনাশী।

ফেরারের সন্ধান

পাল্লানো ছেলের যদি কর্‌তে হয় খোঁজ্‌,—
গঙ্গাতীরে বৈকালেতে এলে তিনটি রোজ,
অথবা চায়ের আড্ডা, কিম্বা বাজার বেলা,
নিঃসন্দেহ বাঁকাজিকে যাবে ধোরে ফেলা।

অহল্যা-ঘাটের বত্রিশ সিংহাসন

বৈকালে অহল্যাঘাটে বেজায় মজ্‌লিস্‌—
সপ্তমেতে চ'ড়ে যেন লড়িছে মহিষ।
কোন' প্রৌঢ় উচ্চ কণ্ঠে পড়েন "রাজলক্ষ্মী"
বৃদ্ধেরা শোনেন বসি—হ'য়ে গরুড় পক্ষী!
শ্রীশঙ্কর, রামানুজ কিম্বা শ্রীচৈতন্য—
সর্ব্বদাই শশঙ্কিত ইহাদের জন্য;

কার্লাইল্, এমারসন্, হক্স্লী, টলষ্টয়—
এ ঘাটেতেই সকলের মুণ্ডপাৎ হয়।
গল্প গুজব মকোদ্দমা—বিষয়ের কথা,—
নিন্দা আর সমালোচন, এই শুনি তথা।
নিষ্কর্ম্মারা বৈঠকে কার্ প'ড়ে এসে "ডেলি"
তারি বক্তৃতায় ঘাট গরম ক'রে ফেলি,—
ওয়েডার্‌বরণ কি ক'য়েছে—বাঁড়ুয্যে কি বলে,
এরোপ্লেন কতখানি—ক'মিনিটে চলে ;
নবশাখে কোমোর বেঁধে—পোর্‌চে গলায় দড়ি,
চিহ্ন তরে ব্রাহ্মণেরা বাঁধবে কাণে কড়ি ;
আজকাল 'সায়েন্সে'র্ চরম উন্নতি,
অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার হয়েছে সম্প্রতি,—
কাপাস্ তূলোর গোটাগাছ কলে ফেলে দিন্,
তিন সেকেণ্ডে বেরিয়ে আস্‌বে ঢাকাই মসলিন্
দধি খেলে মানুষেরা অমর হবে সব,
চড়্ চড়্ বেড়ে যাবে গয়লার বিভব ;
গোবধ প্রথাটা তখন আপনি হবে ক্ষীণ,
আর কোন চিন্তা নাই, নিকট সে দিন।
সিজার্, ট্যাব্, থ্রীকাসেল্ আদি সিগারেট্,
বড়ই বেড়ে গেছে তাদের প্যাকেটের রেট্।
ভারতেতে এক ভাষা শীঘ্র হ'য়ে যাবে,
গালাগালি বুঝতে কেহ—কষ্ট নাহি পাবে।

খাঁটি ও বিশুদ্ধ বাংলায়—"বীণাপাণি বধ"—
মহাকাব্য লিখবেন নাকি বঙ্গ-পরিষৎ।
এলা'বাদ্ "এক্‌জিবিসনে" গিছলো গহরজান,—
তাতে খুবই বেড়ে গেছে—বাংলা দেশের মান।
ইত্যাদি ইত্যাদি যাহা পুঁজি যাঁর আছে,
চতুর্ম্মুখে বক্তারা কন্ শ্রোতাদের কাছে।
ঘেটোকুমীর সম এঁদের নিত্য আবির্ভাব,
বিজ্ঞ সেজে' বোল্-চালেতে লোক জোটানই লাভ।
ত্রৈকালেতে আলো করেন বত্রিশ্-সিংহাসন,
মধ্যিখানে বসেন—যিনি বেদব্যাস হন।
অহল্যা ঘাটের এই আজব্-তর্কবেদী—
কনাদ্ কপিলের দেই—নাক্ কান ছেদি'!
অপড়া পণ্ডিতের মুখে শাস্ত্র নাড়া চাড়া,
যেন,—বেনের হাতে বেদান্ত আর ধোপার হাতে খাঁড়া।
উঁকিমেরে যায় কেউ, কেউ শুনে হাসে,
ব্যস্ত হ'য়ে যোগ দিতে, কেউ ভালবাসে।
কেউবা সহিতে নারি—তর্ক দেন জুড়ে,
উচ্চ কণ্ঠে বক্তা দেন—ইংরেজিতে তুড়ে।
এরাই দেখি অনাহুত কাশীর "রিফর্মার",
জ্যেষ্ঠ বা সাধু পণ্ডিতের নাহিক নিস্তার।
যতই কেন ন্যায্য আর সত্য কথা হয়,—
অবান্তর আলোচনার কাশীর ঘাট নয়।

জীবনটা কাটিয়েছে যারা—আফিসের কাজ ঘেঁটে,—
ঘাটে বোসে আজো তার—মরে জাব'র কেটে!
কেউ বলে—"পঁচিশখানা রিটার্ণ্ এক দিনে—
করুক্ দিকি পেশ্ কে পারে—এই শর্ম্মা বিনে?
মুখ্ দেখে আর দেড়্শো টাকা—দিত' নাক' সরকার,
সে কাজেতে তিনজন লোক—হয়েছে এখন দরকার।"
কেউ বলে—"এক দিনেতে সাঁইত্রিশ হাজার কামাই,
সাহেবের ডানহাত ছিলুম্,—কণ্ট্রাক্টর জামাই!
যা ক'রেছি তাই হ'য়েচে,—পোল্‌কে পোল্ গাপ,—
পাস্ করিয়ে নিলুম বিল্—দেখিয়ে শুধু মাপ্!"
যার যেমন সংস্কার—তার তেম্‌নি ঢেঁকুর;—
কাশীর ঘাটে বোসেও তাই—বোকে যায় বে-সুর।
নিরীহ ব্রাহ্মণে করে সন্ধ্যাদি বন্দন,
তাঁদের কিন্তু হ'তে হয় বড় জ্বালাতন।
হিঁদুর ছেলে, বাজে কথায় তর্ক করে কসি,
ভক্ত মুসলমানেও ঘাটে—মালা জপে বসি!
ফুলবাগানের মালিরাও সব, রুচি বুঝে নেছে,—
ফুলের তোড়া, "বটন্ ফ্লাওয়ার" ঘাটে এসে বেচে।
কুল্‌পির বরফ, চপ্ চেনাচুর—হেঁকে যায় ঘাটে,
বুঝে নিতে হবে তায়,—তাদেরও মাল্ কাটে।

ধেড়ে-রোগ

চিরকালটা বিলাসিতা ছিলেন যাঁরা ভুলে,—
মোর্‌তে কাশী এসে—এখন কলপ্‌ লাগান্‌ চুলে !
না খেয়ে না পোরে যাঁরা—জমিয়ে ছিলেন টাকা,—
দেশ্‌ ছেড়ে এখানে এসে গজায় তাঁদের পাখা।
দেখে শুনে, ডেন্টিষ্ট্‌ হাজির্‌—হ'চ্ছে দাঁত বাঁধা,
হাড় চিবিয়ে মাংস খাবার—নাইক' আর বাধা।
হেয়ার-কাটার কাটছে চুল ইলেক্‌টিক্‌ লাইটে,
শেভিং, স্যাম্পুইং চলে, অনেকেরি "নাইটে"।
কেউবা কোন' উপায়ে—পরের ধনের মালিক—
হঠাৎ দেখে নষ্ট চন্দ্র, তুষ্ট হরিতালিক্‌ !
দেশে ছিল সমাজ ভয়ে অসম্ভব যেটা,—
এখানেতে অনায়াস-সাধ্য হয় সেটা।
কেবা খোঁজ রাখে হেথা—কাহার হিঁয়ালী,
দেশে হ'লে বালকেরা দিত করতালি।
দেশের দৈন্য ভাবেনা কেউ একটি দিনের তরে,
ঘরের কড়ি এনে হেথা—লুটান্‌ অকাতরে।
মুখ্‌খু হ'লে দুখ্‌খু তায় ছিলনাক' কিছু,
অনেকেই তাঁদের মধ্যে শিক্ষায় নন্‌ নীচু।
কারো আছে বাঁধা আয়, দেশ লাগেনা ভাল'
ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে হেথা, কাশী ক'র্‌ছেন আলো।

হংস মধ্যে বক' যথা, থাকৃতে হয় সেথা,
বিদেশেতে অনায়াসে—হওয়া যায় নেতা।
কেউ বা বলেন বিদ্যাসাগর—ছিলেন আমার অমুক,
কেহ বলেন মিথিলাতে—ভেঙ্গেছিলাম ধনুক,
ভাঙুন কিম্বা ডিঙুন—তাতে নাইকো কারো ক্ষতি,
অভাগা দেশের কেন বাড়ান্ দুর্গতি ?
টাকা গুলোর সদ্ব্যবহার করেন যদি দেশে—
আত্মীয়েরা ফেরে না আর—চোখের জলে ভেসে।

পেন্‌সনার ও বিপত্নীকের পিঁজরাপোল্

পেন্‌সনার আর বিপত্নীকের পিঁজরাপোলের মত-
কাশীধামের অনেক অংশই—হ'চ্চে পরিণত।
বিপত্নীক কাশী এলে—থাকেন শুনি বেশ,—
অনেকেরই ভুগতে হয় না—অনেক রকম ক্লেশ!
বেশ্যারাও এখন দেখি—বয়স গেলে পর—
দেশ ছেড়ে এখানে এসে, ক'র্‌চে ভরন্তর।

অভাগা বাঙ্গালীর টাকা—আস্‌ছে হেথা ভেসে,
ন-দেবায় ন-ধর্ম্মায়—ডুব্‌তেছে বিদেশে !
বিরাগ ভরে বিলাস ছেড়ে—আসেন কাশীধাম,—
এমন ভক্তেরে করি সহস্র প্রণাম।

সংক্রামক বাই

সম্প্রতি এই দেখ্‌তে পাই—সংক্রামক হ'য়ে—
বাড়ী করা বাইটা ক্রমে, বোস্‌চে আসন ল'য়ে—
বাঙালীর মাথার মধ্যে,—প্রবল বেগ ধরি,—
বাপ পিতামোর ভিটেটার অন্তর্জ্জলি করি।
বাইরে কিন্তু সবাই ভক্ত,—গোলে যান শুনি—
গ্রামোফোনে ডি, এল, রায়ের—"আমার জন্মভূমি"।
যে আসে এখানে, তারই চেগে ওঠে বাই,—
যত টাকা লাগুক্‌না—বাড়ী করা চাই।
গন্ধ না পেতেই জোটে দালালের দল,
বাবু ঘোরেন সঙ্গে তার—ছেড়ে অন্ন জল।
যেখানে বেড়াতে যাই—যেদিকেই ভ্রমি,—
পাড়ার লোকে ডেকে সুধায়—"বাড়ী চাই, না জমি ?"

বাঙালী পেলে যে তারা—আর কারেও না চায়,
বেশ বোঝে—চতুর্গুণ হইবে আদায়।
জানে তারা—এরা শুধু বাড়ীর খোঁজেই আসে,—
গলা বাড়িয়ে আমাদেরই ফাঁশ্‌কলেতে ফাঁশে!

"কাশীর পথ্‌ না "ক্লাইভ ষ্ট্রীটে"—এসে প'ড়লুম ভুলে' ?
থোম্‌কে লোক চোম্‌কে ভাবে,—সটান্‌ মাথা তুলে।
সৌধ চূড়া দেখ্‌তে বুড়ার—ভাংতে পারে ঘাড়্‌,
বৃদ্ধাদের মেরুদণ্ডে—পোড়্‌বে বিষম্‌ চাড়্‌।
অনভ্যস্ত গেঁও লোক্‌—তীর্থ ক'রতে এসে—
এক্কা চাপা, না হয় যাবে—ষাঁড়ের শিংয়ে ফেঁশে।
বছরে একআধ্‌বার কেহ—আস্‌বেন হাওয়া খেতে,
পোষাকি-আসবাব্‌ একটা—রাখ্‌ছেন তাই গেঁথে!
বড় বড় বোনেদ্‌ গেঁথে—তুল্‌তেছে সব বাড়ী,—
উঠ্‌ছে তারা বিশ্বনাথের স্বর্ণচূড়া ছাড়ি।
ইঞ্জিনিয়ার কনট্রাক্‌টার—জুটেচেন্‌ সব এসে,
বাবু কেবল "অর্ডার" দিয়ে—চ'লে যাচ্চেন দেশে।
মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাবেন—প্রকাণ্ড সব বাটী,—
জায়গা জুড়ে পোড়ে আছে— দখল্‌ ক'রে মাটি।
কর্ত্তাদের আর খবর নেই,—কখন' কেউ আসে,—
দরোয়ানটা বোসে বোসে—মাইনেটা নেয় মাসে।

আয়েস্‌টা তার ভোগ করে সেই—ভাগ্যবান দ্বারী,
এমন চাকরী জোটেনি তার—মথুরাটা ছাড়ি।
কাপ্তেন্‌ পেলে ভাড়াও দেয়,—মওকা যেমন দ্যাখে,—
বাবুদের তার খোঁজ নেই,—গোঁজে সেটা ট্যাঁকে!
এত টাকার কবর্‌ গেঁথে—কোর্‌চেন কাশী পাকা,
নিজেদের জন্মভূমি—হ'য়ে পোড়্‌চে ফাঁকা।
কলকেতাতেও রাখেন একটা সখের আস্থানা,
পল্লীবাসে কে যোগাবে "পেলেটির" খানা!
"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং"—কেবল মুখের কথা,
"বেশ্‌ লিখেচে" বলার বেশী—নাইক' মাথা ব্যথা!

গ্রহণেচ কাশী

চিরদিনই শোনা ছিল—"গ্রহণেচ কাশী"
স্বচক্ষে তার প্রভাব আজ দেখলাম হেথা আসি
বিস্ময়-স্তম্ভিত হয়ে সেই দৃশ্য দেখে,—
আপনি উচ্ছ্বসি উঠে—স্তব্ধ প্রাণ থেকে—
—"একি কাণ্ড ওহে নাথ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
গ্রহণে করিতে স্নান আসিয়াছ নামি!
কত রূপে কত ভাবে, কত ক্লেশ সয়ে,—
একি মেলা একি খেলা, এত রূপ হয়ে!

দুখী ধনী, রোগী ভোগী, অন্ধ খঞ্জ রূপ্,
এ লীলা কিসের লাগি ওহে বিশ্বভূপ ?
কারো দেহে সাধু, কাহে লম্পট তস্কর,
কারো মাঝে নরহন্তা নিষ্ঠুর শবর !
কেবা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ, কেবা রাহু তার,
কে পুণ্য সলিলা গঙ্গে, এ স্নানই বা কার ?
দাতা হয়ে কর দান, ভিক্ষু হয়ে লও,
ক্রেতা হয়ে কেনো সব, মুটে হয়ে বও !
জন্মাও আবার মর, মাতা হয়ে কাঁদো,
পত্নী হয়ে কত ক'রে এ সংসার বাঁধো।
পুত্র হয়ে মাতৃকোলে কর স্তন্ পান,
মাতা হয়ে পুত্র লয়ে কর স্তন দান !
পতি পত্নী সবই তুমি, তব এ সংসার,—
বিধবা হইয়া নিজে দেখগো আঁধার !
একি লীলা কি প্রপঞ্চ হৃদয়ের ভূপ্
এই কি তোমার সেই মহা "বিশ্বরূপ ?"
সবেতেই আজ তোমা ওহে বিশ্বনাথ,
হৃদয় আমার করে শত প্রণিপাত।

কাশীর-কিঞ্চিৎ

২য় দফা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পুণ্য অনুষ্ঠান—
অসহায় রোগীদের করে শান্তিদান।
ধন্য সে মহাপুরুষ, ধন্য সেবক যত—
নিঃস্বার্থ ভাবেতে যাঁরা নর-সেবা-রত।
বিরাগী সেবক—আত্মসুখে "তুচ্ছ" বোলে—
রোগী আর দুস্থে তুলে নিয়েছেন কোলে।
ভিক্ষা করি অন্যে সুখ দিতে চান যাঁরা,
অনাথের মাতৃসম হ'তেছেন তাঁরা।
দেশ কিন্তু মুক্তহস্ত আজও তাহে নন্,
যক্ষ সম কপর্দ্দকও আঁকুড়িয়া রন্।
ইচ্ছামত' সেবা, তায়—সম্ভব নয় কভু ;
এ কাজেও নিন্দা থেকে—রেহাই নাই তবু !

প্রয়োজন মত' "ওয়ার্ড"—বাড়্‌চে ধীরে ধীরে ;
সমর্থেরা যথাসাধ্য—চান্ যদি ফিরে,
তবেই সার্থক হয়—এ সব প্রতিষ্ঠান,
সাধারণের সাহায্যই—এ-সবার্ প্রাণ।
তীর্থে এসে, যৎকিঞ্চিৎ—এতেও দিয়ে গেলে,—
সেবিতের আশীর্ব্বাদ—নিশ্চয়ই তায় মেলে ;

কেদারেশ্বর, চারুচন্দ্রের প্রাণান্ত চেষ্টায়,
দুস্থদের আত্মজ্ঞানে একান্ত সেবায়,
ধীরে ধীরে ঠাকুরের এই প্রতিষ্ঠান
তীর্থে আজি পরিণত—কীর্ত্তি সুমহান।
চন্দ্র মহারাজ এর ছিলেন ভার নিয়ে,—
বাতে পঙ্গু কর্ম্মবীর গেছেন প্রাণ দিয়ে।
মহারাজের শেষ কাজ ঠাকুর মন্দির
সঙ্কল্প সম্পূর্ণ করি রাখেন শরীর।
অদ্বৈত আশ্রম আর সেবাশ্রম দুই
সবার নমস্য আজ করেছে এ ভুঁই।

সারনাথ

সদা আগমন হেথা, রাজ-রাজড়ার,—
সম্পাদক সাহিত্যিক নাট্যাচার্য্য আর।
শিক্ষিতের হুড়াহুড়ি করিতে সাক্ষাৎ—
অশোকের মহাকীর্ত্তি—তীর্থ সারনাথ।
সে অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ—অতীতের স্মৃতি—
হৃদয়ে জাগায় আজ শত শোক গীতি!
সরকারের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করি—
পঙ্গু সম উঠিতেছে,—শ্বেত-হস্ত ধরি।
ভূগর্ভ সমাধি ত্যজি—ভাবে, কোথা এনু,—
হায়—কেন হই নাই ধূলি সাথে রেণু!—
কুতূহলী দর্শকের ক্রীড়নক হ'য়ে—
তাহাদের মিথ্যাময়ী অনুমান সোয়ে—
মূর্খেরও বহিতে হবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ,
হা অমিত! ভাগ্যে কি গো এই ছিলো শেষ?
কে বুঝিবে সে যুগের—সে মহাপ্রাণতা,—
সে কি হ'তে পারে কভু—ইতিবৃত্ত কথা?
বিদেশী "টুরিষ্ট্" কিম্বা—শাঁসালো কেউ এলে,—
দেখাবার বোঝাবার—'গাইড্' তাঁদের মেলে।
প্রায়ই তারা মুসলমান—কায়দাটা দুরস্ত,
সার্টিফিকেটের তারা—তাড়াও রাখে মস্ত!

প্রশ্নের উত্তরে তারা—সাক্ষাৎ 'জ্যাড্‌কীল্',
অধিকাংশই অন্ধকারে—ছুঁড়ে থাকে ঢিল্ !
ঐতিহ্যের পুরো ঐরি,—কুড়িয়ে পাওয়া এলেম্,
ইতিহাস শিউরে ভাবে—একেবারেই গেলেম্ !
ঘরে ফিরে, বই লেখেন কেউ—সেই সব 'নোট্' ল'য়ে,
ভারতের অভিজ্ঞতায়—'অ্যারিষ্টটল্' হ'য়ে !
অভিজ্ঞ শিক্ষিতে যদি—করেন এই কাজ,
দেশ-বিদেশে ভারতের লাঘব হয় লাজ !
মাত্র কিছু কিছু তার হ'য়েছে উদ্ধার,—
ভূগর্ভে বিলুপ্ত আজও—তেহাই তাহার।
লব্ধ শিল্পাদি কিছু প্রদর্শনী ঘরে—
রক্ষিত হয়েছে যত্নে— দর্শকের তরে।

জাপাণির গুরুগৃহ—তাদের দৃষ্টি পড়ে
দেখিবার মত কীর্ত্তি উঠিতেছে গড়ে।
এঁরাই যদি করেন কিছু তবেই আশা হয়
"অতীত" ভূগর্ভ ত্যজি হবেন উদয়।
আমরা দেখে "বাহবা দেবো" যেটা মোদের পুঁজি,
অপরেতে কোরে দেবে সেইটাই বেশ বুঝি।
বহুদিন পরাধীন থাকলেই এটা হয়,
সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দোষের কিছু নয় !

কতই এমন পোড়ে আছে ভারতবর্ষ জুড়ে
সমাধি-উদ্ধার তার কে করবে খুঁড়ে।
কার এতো মাথা ব্যথা, অর্থ-ই বা কোথা,
বেশ আছেন সমাধিস্থ—থাকুন তাঁরা পোতা।

মানমন্দির

মানমন্দির—নাম মাত্রে হ'য়ে পরিণত—
সাক্ষ্য দিচ্চে—কি ছিল আর, কি হয়েছে গত।
মান-হারিয়ে "মান-মন্দির" নামটি নিয়ে স্থিতি,
খেতাবী রাজার মত পোষাক পরেই প্রীতি!
রাজাদের কীর্ত্তি এসব ছিলেন যাঁরা মহৎ
"টি্টির্" দোহাই দিয়ে এখন কাটে তাঁদের বথৎ।
হঠাৎ দেখলে মনে হয়—গুদোম্ আর বাসা,—
অমার্জ্জিত অবজ্ঞাত—আবর্জ্জনা ঠাসা।
কয়েকটি বিদ্যার্থী হেথা—থাক্‌তে পান স্থান,
লাভের মধ্যে এইটুকুই—দেখি বর্ত্তমান।
থাকেন যদি অভিজ্ঞ কেউ—জ্যোতির্ব্বিদ হেথা,
বোঝেন্ বোঝান্ হ'য়ে এই—রেখাঙ্কের নেতা,
ঊর্দ্ধমুখে পাষাণহৃদে—পোড়ে অর্থহীন্—
নীরবে অবজ্ঞা বহি—কাটেনা এর দিন।
এত বড় কীর্ত্তিটার—এই অসম্মান্—
আমাদের অভাগ্যের—দৃষ্টান্ত মহান্।

কোনো যুগে যদি কভু ভক্ত এর জোটে,—
আবার সে সগৌরবে খাড়া হ’য়ে ওঠে।
মাত্র এখন পোড়ে আছে—অতীত গৌরব,
কখনো কেউ দ্রষ্টা জোটে—বোঝে-না সৌরভ।
কর্জ্জনের কেরামতি, নেক্-নজরে আর—
হ’য়েছে সে পূর্ব্ব কীর্ত্তির কিছু পঙ্কোদ্ধার।

হিন্দু ইউনিভার্সিটি

দেব-দেবী দর্শনান্তে—পুণ্য ক্ষেত্রের পরিচয়—
পারেন, যদি দেখে আসেন “হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়”।
জাহ্নবীর তটভূমে এই প্রতিষ্ঠান,
বীণাপাণির রাজ্য যেন হয়ে মূর্ত্তিমান
বিদ্যা বিতরণে সদা আনন্দ চঞ্চল,
অসংখ্য বিদ্যার্থী যথা লভে ইষ্টফল।
বিরাট সব সৌধমালা—দৃশ্য কি সুন্দর !
জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলি সদাই তৎপর
মানব গঠনে সুধী সাধনায় রত
বিবিধ বিভাগে বিদ্যা দানেন সতত।
সাত মাইল স্থান জুড়ি সপ্ত স্বর্গ সম
বাণীর সদনগুলি মনে হয় মম।

ভবিষ্য আশার বীজ হতেছে বপন,
ভারতের চিরারাধ্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধন।
এ বিরাট মহাকীর্ত্তি একের চেষ্টায়
হতে যে পারে কথনো দুস্থ দেশটায়,—
স্বপ্ন সম ছিল যাহা, সত্যে পরিণত
করেছেন "মালবীজি"। এবে দিন গত,
সাধনে বিরাম নাই, কি অধ্যবসায়,
ব্রাহ্মণের চির বৃত্তি কেবলি ভিক্ষায়!
এ আদর্শ স্বর্ণাক্ষরে সুউজ্জ্বল রবে
বিজয় পতাকা সম অসীম গৌরবে।

ভারত-মাতার মন্দির

উঠেছে "মাতৃ-মন্দির", দেখে যেও গুণী,
সে এক অপূর্ব্ব বস্তু,—দেখি নাই শুনি।
একটি মাত্র ভক্তের দীর্ঘ সাধনায়
বিজ্ঞান-সম্মত অভিনব প্রতিমায়
"ভারত মাতার" রূপ করি প্রতিষ্ঠিত
সাধনা সফল এবে ভকতের চিত।
সহস্র শিক্ষিতে দেখি গুণ গায় তার
এমন কীর্ত্তির পদে করি নমস্কার।

ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল

এটি একটি এমন ধারা বৃহত্তর কাণ্ড—
ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যেই—উব্‌চে গেছে ভাণ্ড।
"ভারত-ধর্ম্মে" বাঁচিয়ে রাখ্‌তে আছে এঁদের মন্‌টা,
শুন্‌তে পাই লোক নাই, গলায় বাঁধে ঘণ্টা।
সামর্থে আর সঙ্কল্পেতে খাচ্চেনাক' খাপ্‌,
কাজেই সেগুলো বিষম হয়েছে বুক্‌চাপ্‌।
অতিকায় অজগর্‌, কষ্টে নড়ন্‌ চড়ন্‌,—
আপনার ভারেতেই আপনি জখম্‌।
যে সন্ন্যাসী, এ বিপুল দেহমধ্যে, প্রাণ,
ইচ্ছা, যত্ন, চেষ্টা তাঁর অবশ্য মহান্‌,
ত্যাগ শ্রম উদ্যমের নাহি তাঁর সীমা—
উজ্জীবিত করিবারে—হিন্দুর গরিমা।
কিন্তু এত বড় কাজ—একের সাধ্য নয়,—
আরো এতে চাই বহু—যোগ্য মহোদয়,—
কর্ম্মী ধর্ম্মী শাস্ত্রদর্শী মহা মহা রথী—
প্রত্যেক শাখার ভার নিলে,—এর গতি—
নিশ্চয় উদ্দেশ্য-পথে—চলে অবহেলে—
বর্ত্তমান বাধা বিঘ্ন অন্তরায় ঠেলে।
তবু বহু শুভকার্য্য হ'চ্চে এঁদের দ্বারা,
সঙ্কল্প প্রকাণ্ড ব'লে—অল্প ঠ্যাকে তারা।

শালগ্রামের কাশীবাস

ইংরিজি আর চাকরির চোটে, মোদের,
পৈত্রিক শালগ্রাম্—
পূজার নামে, ক্রমে যখন—ছোটালো কালঘাম্,—
স'পি তাঁদের গঙ্গাগর্ভে—কিংবা দেবালয়ে,—
হাঁপ্‌টা ছেড়ে বাঁচলুম যেন—ঝাড়া হাত-পা হ'য়ে ;
গরুর মত পোষানি দে'—পুরুত বাড়ী কেহ,—
ভদ্র-চালে পাপ তাড়িয়ে—শুদ্ধ ক'র্‌লেন দেহ।
হেন 'বয়কটে'র যুগে—ব্রাহ্মণ এক্ দেখি,
"শালগ্রামশিলা" গলায় বেঁধে উপস্থিত, একি !
পিতা মাতায় কাশীবাস করান্ ভাগ্যবান,
কেহবা পত্নীর রোষে, পেতে পরিত্রাণ।
কিন্তু এই ব্রাহ্মণের—জবর দেখি নিষ্ঠা,
বিশ্বনাথের পথে তিনি করিলা প্রতিষ্ঠা,—
"লক্ষ্মীনারায়ণশিলা"—বাংলা থেকে এনে ;
ভক্তদের এ কথাটা—রাখা ভাল জেনে।
এ খবরটা কাশীখণ্ডের—খ'তেনেতে নাই,
"নিউ এড্‌মিসন্" নোট্ করলুম্—প্রণাম ক'রে তাই।

মহাজন

তুলসীদাস প্রভৃতি

কাশীতে কতই কীর্ত্তি কে করিবে সীমা,
কেহ সংগোপনে কেহ প্রকাশে মহিমা।
চির পূজ্য তুলসীদাস যাঁর 'রামায়ণ',
অতুল গৌরব যার বিদিত ভুবন,
চাষী, মুটে হতে যাহা বাল বৃদ্ধ নারী
হিন্দুদের কণ্ঠে রাজে পশ্চিমে সবারি,
কাশীর জাহ্নবী কুলে যে ঘাটেতে বসি
গোঁসায়ের প্রাণধারা প্রকাশে উচ্ছ্বসি,
সে কুটীর হয়ে আছে চির স্মরণীয়
স্মৃতি তাঁর আছে সেথা, ভক্তেরা দেখিয়ো।
আজ কাল অনেকেরি—জন্মমৃত্যুর অনুষ্ঠান
বর্ষে বর্ষে দেখতে পাই,—বড় দুঃখ সইত প্রাণ
না পেয়ে এ মহাজনের কোনো সাড়া শব্দ,
এত দিনে আসছে কাণে হয়েছে আরব্ধ
উৎসবের আয়োজন। "মেলা" বসাও চাই
এ দেশের প্রথা সেটা,—বোঝেও সবাই।
কবীরের 'চৌ'রা' আছে, 'ভাস্কর' * মন্দির,
ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর মাত্র আছে গঙ্গাতীর!

---

* ভাস্করানন্দ স্বামীর মন্দির।

এঁরা হন সকলেই স্বনামেতে ধন্য,
এঁদের তরে কিছুরই দরকার নাই অন্য।
তবু এটা বলতে হয়—যুগ যে সেটা চায়,
মার্কামারা 'মেমোরিয়েল্'—মান্ নাকি বাড়ায়।
বলি কেবল—ভক্তদেরও কর্ত্তব্য ত' থাকে,
নব্য প্রথা রক্ষা হবে—সম্মান দিলে তাঁকে।

রয়ে গেল যাঁদের কথা তাঁদের ক্ষমা চাই,
সবার কথা এ অধমের বিশেষ জানা নাই।

ধর্ম্মশালা

ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠাটি মাড়োয়ারিদের প্রধান ধর্ম্ম,
তীর্থ ক্ষেত্রে বিশেষ করি এইটি তাঁদের মহৎ কর্ম্ম।
তা ছাড়াও বহু স্থানে এটি তাঁরা করে থাকেন,
বড় বড় ধনী তাঁদের—এ কাজে না কুণ্ঠা রাখেন।
বিদেশে বিভূঁয়ে যাত্রীর কি অভাব যে মেটে তায়
সেই জানে ভালো মতে যে কভু ঠেকেছে দায়।
তীর্থস্থানে বাঙালির বহু কীর্ত্তি দেখতে পাই
ধর্ম্মশালার নাম শুনিনি দেখেছি "চটি, সরাই"।
বড় বড় জমিদারের ছিল দেশে সদাব্রত,
থাকে যদি নামে আছে সে কীর্ত্তিও ক্রমে গত।

তাঁরাই ছিলেন দেশের রাজা—দেশের শোভা দেশের প্রাণ,
কলকেতার হাওয়া লেগে ত্রাহি ত্রাহি এখন জান্।
তবুও কি নেশা কাটে—চৌরঙ্গি চেপেছে মাথায়,
ঠাট্ বজায় অনেকের চলে—খৎ লিখে আর কর্জ্জ খাতায়।
কি ছিল আর কি হোলো দেশ পল্লীলক্ষ্মী ছেড়ে এসে,
কারে দুঃখ জানায় প্রজা,—মা-বাপ্ আর নাইকো দেশে।
তাইতো আজ রব উঠেছে—"বিদায় করো জমিদার,
মাঝখানেতে তাদের রেখে হতেছে কোন্ উপকার?"
হেন কালে উদয় হয়ে বঙ্গবাসী মহাপ্রাণ
বাঙালির কষ্ট দেখে যাত্রীদের দিতে স্থান,
অসহায় বাঙালিদের মেটে যাতে বিপন্নতা
স্বোপার্জ্জিত ধনের তাঁরা করি সার্থকতা
কাশীতে প্রতিষ্ঠা করি দেছেন ধর্ম্মশালা,
তাতে এখন অনেকের ঘুচেছে সে জ্বালা।
স্বনামধন্য মহেশ ভট্ট, পাঁড়ে মনমোহন
এসব কীর্ত্তির কর্ত্তা তাঁরা—সবার আশীষ ভাজন।

শুনিতেছি—ধর্ম্মপ্রাণ—আর এক বাঙালী
'এড্ভোকেট্' ছিলেন তিনি,—বৈরাগ্য কাঙালী।—
সাধুসঙ্গ করেন, বেড়ান্ তীর্থে তীর্থে ঘুরি,
উপনীত হ'য়ে শেষে—শ্রীদ্বারকাপুরী—

দেখি সেথা যাত্রীদের থাকার কষ্ট অতি,—
যথা সম্ভব যতটা হয়—ঘুচাতে দুর্গতি,
প্রশস্ত এক ধর্ম্মশালা করে' দেছেন তিনি ;
নমস্কার সে মহাপ্রাণে—দাতা এর্ যিনি ।

অন্নকুট

"অন্নকুট" মস্ত কথা—অন্নপূর্ণার ঐশ্বর্য্য,
জীব-জগতের প্রাণ বীজ, যার তরে সব অধৈর্য্য ।
উদরের যা প্রধান দাবী—জগৎ যাতে সচল,
থেমে যেতো সকল কাজ—জড়ের মত অচল
স্থাণু হয়ে থাকতো সবাই । ক্ষুধাই তাকে নড়ায়,
পেটের তরেই ঘোরে সব,—কর্ম্মসূত্রে জড়ায় ।
মায়ের অন্নকুটে তাই—এতো লোক আসে,
দর্শনে, গ্রহণে শুনি—অন্নকষ্ট নাশে ।
জীবন বীমা যেমন কতক শান্তির উপায়,
মায়ের স্থানে "অন্ন বীমা" সবাই কোরে যায় ।
বিশ্বাসীর কাছে তার ফল্ থাকে বাঁধা,—
মনে শান্তি নিয়ে ফেরে,—দ্বিধা ক্ষেত্রেই ধাঁধা ।
সহস্র নয় লক্ষ লোকের অঙ্গাঙ্গী জনতা
ভিড়ের মাঝে পেষাপিষি, কুলবধূ তথা

অশীতিপর বৃদ্ধা আছেন—তরুণী ষোড়শী,
কাঁধে কাঁকে শিশু লয়ে চলেছে রূপসী।
ঢুকে যে পড়েছে সেই স্রোতে একবার,—
অঘটনে—ফেরবার পথ থাকেনাকো তার।
সঙ্গে কর্ত্তা পাইক লস্কর—থাকেন যে যেথায়
সহায় হবার পথ নাই—সুধুই হায় হায়!
সর্দ্দিগর্ম্মি, মূর্চ্ছা কারো, কারো যায় গয়না,
কাপড়খানা খসে গেলেও—কোনো উপায় হয়না।
তবু লক্ষ লোক আসে, অন্ন-দেবী টানে,
বিশ্বাসী হিন্দুর প্রাণ—বাধা নাহি মানে।

ছত্র

অনেক্ ছত্রই, ছত্র ধরেন আত্মীয় স্বজনে,—
বাজার গুজব এইরূপ,—অনেকেই ভণে;
ভালবাসার-লোক আর বেকারের পেটে—
লোকে বলে—ছত্রের সার হয়েচে এক-চেটে।
দেশ হ'তে আসে যখন—চেনা পঙ্গপাল,
মধুপুরীর লোক আর আছে যার মাল্—
তখন ছত্রের অন্ন পায়না বাজে লোকে,
থাল থাল ক্রমে গিয়ে তাদের বাসায় ঢোকে।

পরিচিত কেহ আছেন—পান্ পেনসন্,
ছত্রে কিন্তু বাঁধা তার নিত্য নিমন্ত্রণ।
যাদের তরে ছত্র, তাদের অল্পই সাক্ষাৎ,
বেগতিক দেখে তারা—ফিরেচে পশ্চাৎ!
মহতের প্রতিষ্ঠিত পুণ্য-কীর্ত্তিধাম্—
ভূতে পেয়ে, এখন শুনি এই পরিণাম।
সম্পূর্ণ এ অপবাদ সত্য নাহি হবে,
হয় না বিশ্বাস তাই এই জনরবে।
বোধ্ হয়, থাক্‌তে পারে সেথা এমন চাকর দাসী—
চোকে ধূলো দেয়,—এলে বোনপো কিম্বা মাসী।
রাঁধে যারা, তাদেরও ত' আছে পাটরাণী,
সম্ভব তাদের বাড়ী—হয় কিছু আমদানী;
বেচ্‌তেও পারে গোপনে,—আছে বাঁধা ঘর,
হাসেন মন্দিরে বসি একা বিশ্বেশ্বর।
জালছেঁড়া আর পোলাভাঙ্গা, বকেয়া ঘুঘু যারা,—
নাম-লেখান ভোক্তার মধ্যে প্রায়ই থাকে তারা।
পয়সা ভিক্ষে করে আর ছত্রে তারা খায়,
আবগারী আর আয়েব নিয়ে সময়টা কাটায়।
অনেকগুলি ছত্র হেথা পূর্ব্ববঙ্গবাসীর,
বারেন্দ্র-বংশের তাহা—মহাকীর্ত্তি কাশীর।
পূবের লোকের প্রাধান্য তাই—স্বাভাবিক সেথা,
খেতে এসেও কর্ত্তা সেজে—অনেকেই হন নেতা।

অকারণ বিদ্বেষ আর—কোরে ঘোঁট্ গোল,
ক্ষুধার্ত্ত "রাঢ়ীদের" শুনি—দেন্‌নাক' আমোল্।
বোঝেন্ না পেটের জ্বালায়—তাঁরাও সেথা হাজির,
সবারি সেই একই রোগ,—অন্নকষ্টই নজির।
এই হীন্ বাহাদুরী,—মিথ্যা খয়েরখাই,—
বুঝেও কি বোঝেন্‌না—ম্যানেজার মশাই ?
যেথায় বাঙ্গালী, সেথা—থাক্‌বে কি এই গুণ ?
দেশের যে ফুরিয়ে এলো—বেবাক্ কালি চুণ !
সকল্ কাজেই মহত্ত্বের—আছে অবকাশ,
ক্ষুধার্ত্তকে বঞ্চি' কেন—বীরত্ব প্রকাশ ?
এখন কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখচি বছর বছর,
ধীরে ধীরে কর্ত্তাদের পোড়্‌চে কিছু নজর।
গরীব বিদ্যার্থী আর অসমর্থ যাঁরা,—
চেষ্টা হ'চ্ছে, সর্ব্বাগ্রে যায় খেতে পান তাঁরা।

শ্রীষাঁড় মহাশয়

হৃষ্ট পুষ্ট ক্ষুদ্র হাতী,—ফির্‌তেছে ষাঁড়গুলো,
যার পেলে খেলে, আর যেথা পেলে শুলো।
জমীদারের ছেলে যেন', চিন্তা নাইক' কিছু,
বে-পরোয়া চলে যায়, চায়না আগু পিছু ;
অলি গলি রাস্তা ঘাটে—ভাগীরথী তীরে—
কেউ দাঁড়ায়ে কেউবা শুয়ে,—কেউবা বেড়ায় ফিরে

আদরে আহারে বেশ নাদুশ্ নুদুশ্,
কে আসে কে যায়, তার নাহি কিছু হুঁস্।
কথা বার্ত্তায় "কেয়ার" নেই—চড়ে বা চাপড়ে,—
বাদশাহী চালে থাকে—কিছুতে না নড়ে।
দক্ষ ডিপ্লোম্যাট্ সম, ঘুতুঁতে চাহে না,
মতলব হাসিল্ তরে মাথাটি নাড়ে না;
চোরেরাই পুঁট্‌লি সরায়,—পাওনাদারে টানে,
পূর্ব্বাপর এই রীতি—সকলে বাখানে।
এঁরা, কিন্তু বেমালুম—কামড়্ মেরে তাতে—
টেনে ছিঁড়ে খান্, আর—ছড়ান্ রাস্তাতে।
গরীবের কাপড় আর—কষ্টের চাল ডাল,
সপ্রতিভ ষণ্ডরাজ—করেন পয়মাল!
ছোটোখাটো পুঁট্‌লিগুলো—একেবারেই গেলে,
অগস্ত্যগমন তার,—পাত্তা নাহি মেলে।
গোল্‌দারী আড়তের পাশে—যাঁদের সদা স্থিতি,
এ কাজেতে তাঁরাই হন—দস্তুরমত কৃতী।
পেটের জ্বালায় সবই সম্ভব,—কাজকি এঁদের দুষে,
অভাবে তো এ-কর্ম্মটা কয়্‌চেও মানুষে!
বাজারে ভিড়ের মাঝে ঘোরে শতবার,—
সেও যেন' একজন ব্যস্ত-খরিদ্দার!
আহার্য্য দেখেই তারা অনায়াসে টানে,
ভ্রূক্ষেপ নাহিক কিছু,—তাড়না না মানে!

ভক্তেরা কেউ স্পর্শ করি,—করে নমস্কার,
কেউ গায়ে হাত বুলায়, দেয় বা খাবার।
বাবার-রাজ্য ব'লে তাদের, নাইক' কোন' গোল্
ঘেঁশ্‌তে সেথা পারেনি তাই—মুন্সীপালের জোল্!
সে ভার্ এখন দেখি মহিষাসুরে বয়,
যুগধর্ম্ম দেখে শুনে মনে লাগে ভয়।
কিন্তু তাঁদের ঠ্যালা ঠেলি—শিং ঘশাঘশি—
ঘাটে পথে দেখে,—সোরে যেও সাত রশি!
একটি কথা মনে রেখো—দেবদর্শনে গেলে,
পাণ্ডারা সব গাঁদার মালা গলায় দেয় ফেলে।
মালা গলায় দিয়ে যেন বেরিয়ো নাকো রাস্তায়,
ষণ্ডরা সব তাড়া কোরে, গলা থেকে টেনে খায়!
দেখলেই তা ফেলে দিয়ো, পার্‌বে নাকো রুক্‌তে।
ধাক্কায় পড়ে গিয়ে শেষ, হবে কেবল ধুঁকতে।
আদর কোরে ছেলের গলায় দিওনাকো ভাই,
বিপদ ঘট্‌তে পারে তায়,—দিলাম জানাই।
বৃষবর শ্রীশর্ম্মার—চিরদিনই পূজ্য,
পৃষ্ঠে তাঁর, প্রভুর আসন—সদাই দেখি উহ্য।
চৌচাপটে চার খুরে তাই—করি নমস্কার,—
বলি, "বাবার কাছে মুক্তির কথা—পেস্ কোরো আমার"

শ্রীমান্ বানর

ত্রেতাযুগে পোষ্যপুত্র নিলা রঘুমণি,—
অনিষ্টের অবতার—দুষ্ট শিরোমণি !
অমর হইল সবে, সেতু বেঁধে তাঁর,
এখন সে কেতু হ'য়ে ভাঙে ঘর দ্বার !
বাঙালীটোলার·তারা নিয়েছে ইজারা,
যাত্রিদের শান্তি নাই,—সশঙ্ক বেচারা।
কেউ ছিঁচ্‌কে-চোর আর, কেহ বা ডাকাত,
কিছুতে এড়াতে নারি—তাহাদের হাত।
ক্ষণমাত্র অসাবধান হই যদি ভুলে,—
সাম্‌নে থেকে ভাতের থালা নিয়ে যায় তুলে !
বাঁদরগুলো শেকোল্ খুলে ঘরে এসে ঢোকে,—
অতি-বড় চতুরের—ধূলো দেয় চোখে।
এমন্ অপকারী জীব অধিক আর নাই,
হিঁদুর দেশ বলেই যাদু পেয়েছে রেহাই !
সহরের রস্ পেয়ে সব—গরীবের ছেলে,—
গ্রামেতে ফেরেনা যেমন—পীরু পয়স্তু ফেলে ;
না জুটুক্ অন্ন পেটে,—না থাকুক আয়,—
পাঁচ আড্ডায় ঘুরে তবু—চা সিগারেট্ পায়।
ঘাড়্ ছেঁটে আর খালি পেটে—ক্রমে লম্বা মারে,
ধারে আর পরের মুণ্ডে—অর্দ্ধাসনেই সারে।

সহর পেয়ে বানরগুলার—ধরেচে সেই নেশা,
ছাতে উঠে যাচ্চে ভুলে—গাছে ওঠার পেশা।
ফাঁকের ঘরে হাতিয়ে কিছু—প্রাণটা করে ধারণ,
"মার্ মার্ দূর্ দূর্", — সইচে শত তাড়ন্।
সত্যই আধপেটা জোটে—তার বেশী নয়,
বলিহারি সহর, তবু—মাটি কাম্‌ড়ে রয়!
ঘেঁশেনা সে শ্বেতাঙ্গের বাংলা কি বাগানে,
সেটা যে যমের বাড়ী তাহা বেশ জানে!
এঁরাই যদি "ডার্‌উইনে"র্ - ভবিষ্য মানব,
বিশ্বনাশই বিশ্বনাথের একান্ত মতলব!
ছেলেটাকে দেখে কিন্তু সন্দ যায় চলি,
আর যেন' আস্‌তে না হয়—বিশ্বনাথে বলি।

"ডারউইনে"র্ প্রিয়দের ভক্তও বহু মেলে,
তাঁরা নাকি বেঁচে যান—'রামরাজ্য' পেলে!
তাঁদের 'অটোনমি' হলে শতনমি তায়,
দিন থাকতে বুদ্ধিমানে ঘুচাতে সে দায়
বন্দী করি বাছাদের চালান দিচ্ছেন দূরে,
নিশ্চয়ই অনেকে তার আসবে না আর ঘুরে।
ইংরাজি পড়েছে হিঁদু,—বাঁচোয়া আর নাই,—
উঁচুতে বসিবে তারা—তোমারে বিদাই।

মহামান্য চাকর দাসী

মুন্‌সেফ্ ডেপুটি পাই সহজে এখানে,
দাসী চাকর মেলে কিন্তু অনেক সন্ধানে।
কানা গরু, নাদে পাত্‌লা, খেতে চায় খোল্,
তার চেয়ে শতবার ভাল শূন্য গো'ল্।
"কাহারে"ও গলায় পৈতে কোমোর বেঁধে নেছে।
পৈতে নিয়ে বড় হবার—আপদ্ চুকিয়ে দেছে!
এখন, গেঞ্জী পরে, গুড়ুক খায়, বাজার কোরে থাকে,
তামাক টেনে—পোড়া কোল্‌কে—বাবুর হুঁকোয় রাখে!
বাবুদের হাত-পা খোঁড়া, পঙ্গু তাঁরা সবাই,
পোড়ে পোড়ে এই দ্বিজদের হাতে হন্ জবাই।
নতুন "স্কীমে" অনেকেই হবেন্ তাঁরা ভোটার্,
বাবুরা নে'যাবেন তখন চড়িয়ে নিজের মোটার্।
কুঁদের মুখে ত্বরায় সোজা হতেই হবে ব্যাঁকে,
দেখি এই বাবুয়ানা ক'দিন আর ট্যাঁকে?
সকাল সন্ধ্যে চা খায় একটু, দুধ চিনি তায় চাই,
এঁটো নেওয়া, বাসন মাজা—তাদের কাজ আর নাই!
সে কাজ তরে—জুদো আবার চাই একটা ঝি,
এঁটো যদি খেতো মোদের,—পাতে চাইত' ঘি!

"কাহার" জাতি। পশ্চিমাঞ্চলে ইহারাই চৌকা দেওয়া, বাসন মাজা প্রভৃতি ভৃত্যের কাজ করিত।

সে মাগিও স'রে পড়ে—সন্ধ্যা দীপ জ্বেলেই,—
কাজ তোমার পড়েই থাক, বা কাঁদুক্ তোমার ছেলেই।
দুদিন তরে আসেন যাঁরা—সিকন্দরী চালে,—
এসব কথা বুঝ্‌বেন না, তাঁরা কোন' কালে।
সুখের-পায়রাদের কাছে—যা চায় তারা পায়,
লুচি, মাংস, রাবড়ী মেরে—বক্‌সিস্ দিয়ে যায়!
গৌরীসেনের নবাবীতেই—এদের এত' গরম,
মধ্যবিত্ত কাশীবাসীর—সকল দিকেই মরণ।
তবুও এখানে বড়—কল্-কারখানা নাই,
স্বস্তি চাওত' সঙ্গে করে লোক এনো ভাই।

হিতৈষী গোয়ালা

দুধওলা গয়লা,—পরম হিতৈষী মোদের,
নাম-মাত্র জল দেয়—এক সেরে আদ্‌সের!
কিম্বা দেয় পরিষ্কার মাঠা-তোলা দুধ,
পরম দয়ালু আর ধার্ম্মিক অদ্ভুত।
খাঁটি দিলে,—পাছে মোদের হয় বদ্‌হজম্,
কৃপা কোরে তাই—এই িঃস্বার্থ নিয়ম্!
টাকায় পাঁচসের লও—কিম্বা আট সের,—
ধর্ম্মক্ষেত্রে নিয়মের হবে না হের্‌ফের্।

মহিষটাই গরজ বুঝে—গাভী কভু হয়,
বৈদ্যের যেমন একই ভাণ্ডে,—সকল তৈলই রয়।
বেদান্তচর্চ্চার দেশে সবাই বৈদান্তিক,
গরু আর মোষ একই, কোরে নেছে ঠিক্।
যাহোক্, তবু গয়লা ভালো—গয়লানীর চেয়ে,
তাদের যোগান্ নেওয়া মানে—মরাটা জল্ খেয়ে!
পুরাণে এ কথাটা কেহ বলেননি মুখ ফুটে,—
কেন' যে মথুরায় কৃষ্ণ—পালিয়ে ছিলেন ছুটে।
নিশ্চয় ব্রজ-গোপিনীদের—জোলো দুধের তাড়া,—
শ্রীগোবিন্দে কোরেছিল বৃন্দাবন-ছাড়া!
কষ্ট দেখে, কোর্‌তে একটা প্রতিকার এরি,
ভদ্রলোকে ধীরে ধীরে—খুল্‌তেছেন "ডেরি"।
দশাশ্বমেধ বাজার পাশে, খুলেছেন দোকান,—
সকাল সন্ধ্যা সেইখানেই, দেন সবারে যোগান্।
সরবরাটা প্রচুর হ'লে,—পাবেন যখন সবাই,—
জল-দোষটায় রেহাই দিতে—পারেন গয়লা মশাই।

অথ ধোপা

পাছে দুঃখ করেন ধোপা, তাদের কথাও বলি,
তিন-ক্ষেপ কাপড় দিলেই,—একখানা যায় চলি !
ভাঁটি দিয়ে পাড় জ্বালিয়ে, জীর্ণ ক'রে আনে,
সেরেফ্, চূণ আর সাজির ঠ্যালায়, ক'দিন বাঁচে প্রাণে ?
অধিকন্তু, প্রাণপণে আছাড়টা দেয় তায়,
কাপড় মেরে—পাটা খানা, ভাংতে যেন চায় !
ওপারেতে পোড়ে আছে—সাজিমাটির মাঠ্,—
দাম্ তার নাম মাত্র ;—ঘাটে পাষাণ পাট্ ;
কাপড়ের তায় হাড় গুঁড়ো হয়—দানবের দাপে,
সভয়ে কাপাসের গাছও—জড়্সুদ্ধ কাঁপে !
ভালো ভালো বোতাম্গুলো, ফেরে না আর ঘরে,
যে কারণেই হোক্,—তারা ধোপার হাতেই মরে !
যখন দেখে পেড়াপিড়ি,—সুবিধে নয় আর,—
দু তিন্খানা নতুন কাপড় সেই ধোপেই পাচার ;
তার পরে আর দেখা নাই,—না আছে তাগাদা,
অতি শিষ্ট্ ছেলে,—তাদের এই নিয়মই বাঁধা !
বিশেষ যাঁর ধোপানিদের সঙ্গেতে কারবার,—
উক্ত নিয়ম হ'তে কভু রক্ষা নাইক তাঁর।
এ সব যা নিয়ম, তা বাঙ্গালীরই তরে,—
চিনেছে তায় এদেশের—এণ্ডা বাচ্চা নরে।

গঙ্গাতীরের ফাঁকা জমী,—মল-মূত্রের ময়দান্,
তাইতে কাপড় মেলিয়ে শুকোয়—এই সব সয়তান্।
সাক্ষাৎ বিষ্ঠার তারা—সংঘর্ষেতে আসে,
কিছুতেই দ্বিধা নেই—এ জাতের পাশে।
ধুয়ে এলে কাপড়গুলো—পোরো ঘরে কেচে,
বহু রোগ, আর, অনাচার থেকে যাবে বেঁচে।
ঘরে কিন্তু ধুতে বলা—"কফ্ আর কলার্"
"টেরিব্বল্" বটে সেটা,—একদম্ ফলার্!

বাছা ইন্দুর

বানর আর ধোপা ছাড়া, আর এক প্রভু আছেন,—
অতিশয় নির্ব্বিকার,—কিছুই না বাছেন।
কি গুণে যে গণেশ দাদা, করেছিলেন বাহন্,
গুণের মধ্যে দেখ্তে পাই—আগা গোড়াই দাহন।
চেপে তারে থাকতেন বসি,—বোধ হয় ডিপ্লোমেসি,—
যাতে ইনি নড়াচড়া—না করেন বেশী।
তানাতো, তালপাতার পুঁথির—থাকৃতো নাক' পাতা,–
কুচি কুচি ক'রে তার—খেয়ে দিত মাথা।
বাঁদর আর ধোপার হাতে—যদি কিছু বাঁচে,—
রক্ষা কিন্তু নাই তার ইঁহাদের কাছে।

বিনা আবাহনে আর বিনা প্রয়োজনে—
সতত নিবিষ্ট ইনি অনিষ্ট সাধনে।
এক একটা এমন ধারা—সুপুষ্ট গতরে,—
বেড়াল, এদের ধর্‌বে কি—এরাই বেড়াল ধরে।
"পদ্যপাঠে"ই প্রথম এঁদের পাই পরিচয়,
এখন দেখি,—এদের জ্বালায়, কাশী ছাড়্‌তেও হয়

কাশীর মাটি

"কাশীখণ্ডে" দেখ্‌তে পাই—কাশীর মাটি স্বর্ণ,
দেখে শুনে বুঝেছি তা—মিথ্যা নয় একবর্ণ।
এক ঝুড়িতে সের পনেরো মাটি মাত্র থাকে—
দু-তিন আনার কমে কেউ দেয় নাক' তাকে!
সস্তায় যদি এ দেশের তৈরি বাড়ী কেনেন্—
ছাল্ ছাড়ালেই দেখ্‌তে পাবেন—কাদায় গাঁথা খিলেন্!
দ্যালগুলো সব—ইটের খাপ্,—মধ্যে মাটি ঠাশা,
"কাদাকামে" চূণ ফিরিয়ে—মানিয়ে দেছে খাশা।
বাঙ্গালীর মাথাটায় বেশ হাত বুলুবে বোলে—
তিনশো টাকার মধ্যে তারা—দ্বিতল বাড়ী তোলে,
ডালপালা আর নুড়িনাড়াই মাল মশলা তার,—
আর ঐ কাশীর সোণাটার—এন্‌তার ব্যাভার।

সব ক্ষেত্রে এ নিয়ম—না থাক্‌তেও পারে,
ক্ষতি কি তায়—দেখে যদি লন্ খরিদ্দারে ?
অনেক স্থলেই পাবেন এই খোলোশ্ ঢাকা সোণা,
ভাল নয় কি—পরীক্ষান্তে টাকাগুলো গোণা ?
কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে তাতে থাক্‌তে যদি হয়,—
বর্ষায় গোরস্থ হবার থাকেনা আর ভয়।

ফসল দেখে মনে হয় সোণাই বটে মাটি,
ফলের প্রাচুর্য্যে তার প্রমাণ পাই খাঁটি !—
শাক থেকে আম জাম লেবু প্যারা কুল্
মূলো, বেগুন, কপি লীচু সকলি বিপুল ;
নাগপুরী কমলার মত আমলকীর "সাইজ্"
পেস্ করলে,—প্রদর্শনী দেবেই দেবে "প্রাইজ্" !
দেখতে যেমন বাড়ও তেমন, কোন্‌টার কথা কই,
মাটিতেও সোণা ফলে দেখে অবাক্ হই।
এই সব আকর্ষণে টেনে আনে লোকে,
ছুটি পেলেই ছুটে আসে, কে তাদের রোকে।
ভুলিয়ে দেয় বিশ্বনাথ দর্শনের কথা,
Back groundএ পড়ে যান কাশীর দেবতা।

বেলগাছের বেহাল্

বড়লোকের আওতা যেমন—সয়নাক' গরীবে,—
একদিন—গ্রাসেতে তাঁর—নিশ্চয় মরিবে ;
মাথা তুল্‌তে গেলেই হয়—অশেষ দুর্গতি,
ভিটে বেচে পালায় যে—সে বুদ্ধিমান অতি।
পাড়াগাঁয়ে ঘোঁড়া পেলে—বালাম্‌চী তার ছেঁড়ে—
ছোঁড়াগুলো, করে দেয় দুদিনে তায় বেঁড়ে ;
এখানে বেলগাছের দেখি, দুর্দ্দশাও সেই,—
না গজাতে পাতা—তার একটিও নেই !
যত দেখি তাদের,—যেন বাজপড়া সবাই,
তবু দিনেকের তরে—নাই কাহারো রেহাই।
এক লক্ষ শিবতরে—শত লক্ষ পাত্—
দিতে পারে,—বিউতে সে পার্‌লে দিন রাত !
চিরদিনই, এ রোগের নাইক' কোন' ওষুধ,
গরজেতে বলদ্ দুয়ে, দিতেই হবে দুধ !
জাপান, একবার যদি খোঁজ পায় আজ,—
বার্ণিস্ করা বেলপাতার পাঠাবে জাহাজ।

কালীতলায় নরবলি

বলিদানের, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটাও হাজির,—
কালীতলায় দাঁড়ালেই, পাবেন তার নজির্।
সেথা দেখি, ফলওলারা'—দিন রাত বোসে—
খরিদ্দার পেলেই তারে,—কোপ্ মার্‌চে কোসে!
দু পয়সার জিনিসটারে—দু আনাতে ছাড়ে,
বাবু দেখ্‌লে, আরও একটু—উঁচিয়ে কোপ্ ঝাড়ে।
শুনত্‌াম্, নরবলি নাকি—ভারত ছেড়ে গেছে,
দেখি,—মহাতান্ত্রিক্ ফলওলা তায় সহজ করে নেছে!

গোয়েবী

কোশ্‌খানেক দূরে কুয়া—"গোয়েবী" নাম তার,
অজীর্ণাদি সারে,—জল ক'রলে ব্যবহার।
খোকার মায়ের "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" সারাবার তরে—
অনেকে বিশ্বনাথ ফেলে—তারই সেবা করে।
লোক ধোরে মজুরী দিয়ে—আন্‌তে পাঠান জল,
দুদিন পরে, কোঁৎপেড়ে কন্—"হোলোনাকো ফল"!
দ্যাখেন না—সে মজুর মিন্সে—কোথাকার জল আনে,
ভাবেন—যখন পয়সা দিছি—ভয় নেই কি প্রাণে!

বেশ কোরে আদ্ব্যালা ব্যাটা, কোসে গুড়ুক ফুঁকে—
কানাচের্ "কোর্" জল্ নে এসে—দাঁড়ান্ সাধু ধুঁকে !
জানেন না যে, কি জাত এরা কোন্ ধাতুতে গড়া,—
ডাইনের কোলে ছেলে, আর এদের হাতে ঘড়া !
শুন্চি, এখন সেখানকার লোক, জল দিয়ে যায় নাকি,
আশাটা করা যায় তাতে,—ক'ম্তে পারে ফাঁকি।

স্মৃতি-মন্দির

কাশীর মধ্যে বড় বড় কীর্ত্তি দেখি যাহা,—
দাতা বা দাত্রীদের—মহা পুণ্যসৌধ তাহা !
দর্শকেরা দেখে শুনে গুণ গায় তার,—
একটি মাত্র দেখিলাম এ নিয়মের বার।
"স্মৃতি-মন্দির" বোলে লেখা ফটকের গায়,
সাধ্য কি একটা পা কেহ অন্দরে বাড়ায় ;
বাঙ্গলা, ইংরাজি, উর্দ্দূ আর দেবনাগর,—
প্রচারে নিষেধবাক্য—ডাগর্ ডাগর্ !
চারটি ভাষায় লেখা দেখে—"প্রবেশ বারণ",—
না পায় দর্শকে ভেবে—ইহার কারণ।
বুঝ্তে নেরে চ'লে যায়, ভাব্তে ভাব্তে সবে—
নিশ্চয় এ একটা কিছু—নূতন রকম হবে।

সভা-সমিতি ও আড্ডা

হরিসভা, ব্রাহ্মণসভা, চক্র, চতুষ্পাঠী,—
সন্ধ্যা হ'লে স্থানে স্থানে, বাঁয়ায় পড়ে চাঁটি ;
হারমোনিয়ম্ গ্রামোফোন্—বৈঠকেতে বাজে,
নব্য-নিয়ম সবই হেথা—অক্ষুণ্ণ বিরাজে।
ইস্কুল কলেজ আছে—আছয়ে বোর্ডিং,—
ক্রিকেট্, ফুটবল্, হকি, আছে 'এভ্রিথিং'।
"সাহিত্য-সমাজ" আছে—আছে পাঠাগার,—
নাই শুধু লোক—করে ব্যবহার তার।
দু পাঁচ জনের প্রাণটা বোধ হয় কাঁদে ব'লে তাই—
প্রতিষ্ঠানগুলি আজও কাশী পায় নাই।
মহারাষ্ট্রী আর এদেশবাসীর দেখি কিছু টান্,
"কারমাইকেল্" লাইব্রেরীতে তাঁরাই নিত্য যান্।
বাঙালিরা ক্ষীণ হয়ে আসছেন যেন ক্রমে,
ফুটবল কি হকির ম্যাচে থাকেন বটে জমে।
নেশাটা ঝুঁকেছে এখন 'স্পোর্টের' দিকে,
খুবই ভালো, অন্যদিকটাও না মারে ভাই ফিকে।
বান্ধবাদি সমিতিতে আছে কিছু প্রাণ,
এ অঞ্চলে বাদ্য গীতে—এঁরাই প্রধান।
সত্তর হাজার, বাঙ্গালীর সংখ্যা শুন্‌তে পাই,—
তাতে আবার ছেলেদের পালিয়ে আসার ঠাঁই ;

নাট্যশালে ঘটেছে তাই—ত্র্যহস্পর্শ যোগ্,
লোক ভাঙ্গাভাঙ্গি আর—দলাদলি রোগ !
মাঝে মাঝে দেন তাঁরা নানা অভিনয়,
মোটের উপর বোল্‌তে গেলে—কেহ মন্দ নয়
টিকিট্ কোরে কভু তাঁরা দর্শনীও নেন্,
শুভকার্য্যে সাহায্যার্থে—"বেনিফিট্"ও দেন।

সাময়িক পত্র

শিবের হাতে ত্রিশূল ছিল—মহা বিষ্ণুভক্ত,
নিতান্ত নিরীহ ছিল—দেখেনি সে রক্ত;
এখন তাহা গেছে দেখি, পঞ্চভূতে মিলে,—
"অম্লশূল্" নামে অংশ—বঙ্গনারী মিলে ;
একাংশ "দিক্‌শূল্" হ'য়ে—গেল' পঞ্জিকাতে,
কতকাংশ "মাশুল্" হোলো চুঙ্গী আদায় খাতে ;
বউগুলো "চক্ষুশূল্" হোলো শাশুড়ির—
আর, বঙ্গ-কেরাণীরা—আপিস্ কর্ত্তাটির ;
বাকি অংশের নিয়েছেন সম্পাদক ভার,—
"ত্রিশূল" পত্রের তাতে, কাশীতে প্রচার ;
শিবের সেরিফ্ সম চারিবার মাসে,—
সনাতন ধর্ম্ম আর টিপ্পনী প্রকাশে।

তবে কিনা,—জোগাড় কোরে সত্যযুগের রশি,—
তাই দিয়ে বাঁধ্‌তে গেলে, এ কাল্‌কে কসি,—
অনাদি কালের সেই রোদে জলে জীর্ণ,
অসমর্থপ্রায় রজ্জু,—হয় শত ছিন্ন।
গত তরে গাত্রদাহ পত্রে যদি ফোটে,—
মনে হয় না, আহত কেউ হবে তার চোটে।
ত্রিশূল কেবলি যদি, হুলের ধর্ম্ম পোষে—
আর, "খুব বিঁধেচে" ভেবে কেবল আপনাকেই তোষে,
এ যুগেতে সেটা বোধ হয় সাফ্‌ পণ্ডশ্রম,
ত্রিশূল যেন চিত্তে তেমন রাখেন না সে ভ্রম্‌।
ক্ষুদ্র জীবেই হুল্‌টা ধ'রে, থাকেও সে পশ্চাতে,
মুখ-ধর্ম্মী * ত্রিশূল, যেন বয়না সে অখ্যাতে।

অবধুতের অব্যর্থ মহৌষধ

শুন্‌তে পাই আছেন হেথা, বড় বড় সব অবধূত,
বড় বড় রোগের জানেন, বড় বড় সব ওঔষুধ।
বড় বড় "ভস্ম" আর, আজব্‌ আজব্‌ "রস",—
বড় বড় রাজা রাজড়া লক্ষপতি বশ।
নিত্য তাঁদের এসে থাকে, লম্বা মণি-অর্ডার,
ঘেঁশবার্‌ পথ নাইক' সেথা রামা শামা গদার।

* যাহার ধার সম্মুখে বা ডগায়।

বড় লোকের বংশরক্ষা করেন দিয়ে পুত্র,
বড় বড় ভাগ্যবানের—সারেও বহুমূত্র ;
যে সকল লক্ষ্মী-পুত্রের —একাধিক রাণী,
তাঁরাও নাকি ওষুধ আর পান আশার বাণী।
দুরারোগ্য রোগগুলোকে ক'রেছেন গোলাম,
গোসাই একবার কৃপা করুন, ম্যালেরিয়ায় মোলাম !
বঙ্গের প্রতি নেক্‌নজর্ করেন যদি স্বামী,—
লক্ষ লক্ষ অনাথার কান্নাটা যায় থামি।
ধর্ম্ম আর পরের হিতই, আপনাদের ব্রত,
শ্রীপদে জানাই তাই, মাথা করি নত—
গরীব তারা, হাওয়া খাবার নাইক' তাদের কড়ি,—
দক্ষিণা নেই,—ডাক্তার যে আস্‌বে মোটর চড়ি।
নাইক' যে সব মহাত্মার পার্থক্যের চাপ্,—
তাঁরাই তাদের আশা ভর্‌সা, তাঁরাইত' মা বাপ ;
পাঁচ মহাপুরুষে মিলি, দ্যান যদি নজর,—
বাংলা-দেশটা ছারে-খারে যায় না বছর বছর।
কৃপাটা একচেটে ক'রে, আছে যে-সব কাত্‌লা,—
টাকায় যাদের জোমে আছে, সাত-পুরুষের ছাত্‌লা—
ব্যবস্থা, বিতরণ, খরচ,—থাকুক্ সে-সবার,—
অব্যর্থ ওষুধটা দেবার, আপনারা নিন্ ভার ;
তা হ'লেই এ মহাব্রতের ফলে মহৎ ফল্,
লক্ষ লক্ষ মা বাপের ঘোচে চোখের জল।

আপনারা সব আদেশ আর উৎসাহ দেন যদি,-
বহু-মূল্য পাথরদের, ফিরতে পারে মতি।
অব্যর্থ ওষুধটা যদি লক্ষপতিই পায়,—
বর্ষে দশ লক্ষ—বঙ্গে মরে ম্যালেরিয়ায়!—
সে "অব্যর্থ"—অর্থশূন্য অসমর্থ কাছে,
নিরুপায়, অসহায়, যদি না তায় বাঁচে।

কাশীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জিনিস

এখানে বিখ্যাত বটে বেনারসী সাড়ি,
হিঁদুদের দেয়না ভেদ, এম্‌নি শিল্পীর আড়ি।
সবাই হেথা কাঠের খেল্‌না ছেলেয় কিনে দেয়,
মন্দ নয় তা,—ঠুকেঠাকেও ভাংতে দুদিন নেয়।
ভাল বটে হয় এখানে—জরি, পেতলের কাজ,
বিলেতেও গিয়ে হয় তা, গৃহশোভার সাজ।
জর্ম্মান্‌-সিল্‌ভারের বাসন, আসন্‌ নিচ্চে কেড়ে,
কাস্তে নেবে কাঁসারিরা জাত্‌-ব্যবসা ছেড়ে।
কাশীর চূড়ি, ল্যাংড়া আম, বেগুন, পেয়ারা,—
আম্‌লকীর মোরোব্বাদি উল্লেখের তারা।
"ল্যাংড়া"র চেয়ে "গোদা" কিন্তু দেখি যথা তথা,-
ডাক্তার বদ্দীর এটা ভাবিবার কথা!

কাশীর চিনিটা বটে, নাম্ কিনেছে প্রচুর,
মূলে সেটা,—জলশূন্য শুষ্ক তালপুকুর !
দোক্তার্ ভোক্তা বেশী বিশ্বনাথের দেশে,
তামাক, নস্যি, সুরতি, জরদা আছে দোকান্ ঠেশে।
হুঁকো কোল্‌কে পান তামাক, এক পয়সা ফেলে—
সস্তার মধ্যে দেখতে পাই,—একত্রেতে মেলে।
তা ছাড়া, এ কাশী নয় মধ্যবিত্ত তরে,—
রেখেছে "বসন্ত-পাখী," সবই আক্রা ক'রে !
পোষায় এখানে বাস—যাঁহারা আমীর,—
অথবা যে সব ছেড়ে হ'য়েছে ফকির।
এখানে সকলি প্রাপ্য, কিন্তু সোণার দরে,
সস্তা ঠ্যাকে কোল্‌কেতার বাবুদের ঘরে।
তিরিশ্ টাকায় বাড়ী পেয়ে বলেন "ড্যাম্ চীপ্"—
এত দিন দশ টাকায় তায় থাকিত গরীব।
এত' বড় হিঁদুর তীর্থ, ভূতে কর্‌চে মাটি,
তারাই মোলো—তীর্থবাস করে যারা খাঁটি।
হয়েছে সব ক'ল্‌কেতার্ দর, বাকি ছিল বাড়ী,
তার ভাড়াটাও উঁচোয় বুঝি—কোল্‌কেতারে ছাড়ি !
বড়' জোর কয়েক বছর দেরী আছে তার,
তা হলেই বাবুদের একচেটে বিহার !
গরীবদের ভুল্‌তে হবে কাশীবাসের পাট্,
কার্ত্তিক্ আর কুবের মিলে ভাংবে শিবের হাট !

"ইম্প্রুভমেণ্ট্ স্কীম্"টা তখন হবেই হবে পেস্,
হোটেল্ আর মামার দোকান—বেড়ে যাবে বেশ।
সব চেয়ে তাই বলতে হয়—বিশ্বনাথই ভালো,—
অন্নপূর্ণা মা আমার কোরে আছেন আলো।
চৌদিকে যখন ওঠে—সানায়ের সুর,—
প্রাণে মিষ্ট সাড়া দেয়, চিন্তা করে দূর।

জঙ্গম মঠ

কাশীতে জঙ্গম-মঠ—খ্যাত প্রতিষ্ঠান,
দক্ষিণের যাত্রীদের—এইখানেই স্থান।
সন্ন্যাসী পরম্পরায়—মোহন্ত হন্ হেথা,
প্রধান শিষ্যই গদি পান—এইরূপই কেতা।
বাড়ী, জমি, জমিদারী আর তেজারতি,—
এই সব সম্পত্তিতে এঁরা কোটীপতি।
শত্ করা আট-আনা সুদে হেথায় রেখে টাকা—
অল্প-পুঁজির লোকেদের—হয় কাশী থাকা।
"জঙ্গমে"র বাড়ী, জমি,—যেখানে যা আছে,—
ক্রেতা পরম্পরা তাহা, যাক্ যার কাছে,—
দামের চতুর্থাংশে জেনো, জঙ্গমের দাবী—
বরাবরই আছে,—পরে খেয়োনাক' খাবী!

কাশীর কিঞ্চিৎ

৩য় দফা

আত্মীয় ও আলাপীর উপদ্রব

এখন্ ত' আর নয়ক' এটা পূর্ব্বের কাশী আসা,
আস্‌তে হয়না উইল্ কোরে—ভেঙ্গে চুরে বাসা।
এখন যদি কাশী আস্‌তে চায় একবার মন্‌টা,
চাই কেবল পাঁচ' টাকা—আর, ষোল'টা মাত্র ঘণ্টা।
রেলের কৃপায় নিত্য এখন যাত্রী আনা-গোনা,
"কন্‌সেসন্" যোগ্‌টা হ'য়ে, সোহাগায় সোনা!
বাংলার, সব পল্লীর লোকই—আছে কাশী জুড়ি,
কারুর কেহ মাসী পিসী, কারুর খুড়্-শাশুড়ী;
কারুর বা কেউ পরিচিত, কিম্বা গ্রামবাসী,—
আলাপী বা পূর্ব্ব-বন্ধু,—বাস করচেন্ কাশী।
অবস্থাটা একাহার—কষ্টে বেঁচে থাকা,
বধূ-মাতার কৃপায় পান বজেটের চার টাকা।

এটাও দেখ্‌তে পাবেন হেথা—বিরল নয়ক' সেটা,
পাপ এড়াতে, মা বাপকে কাশী পাঠিয়ে বেটা—
দু-চার মাস দিয়েই কিছু, তার পরেতেই চুপ্‌,
দেশে কিন্তু ফুলকপি আর, ফজ্‌লী চলে খুব।
এখানেতে বুড়ো বুড়ী ভিক্ষে ক'রে খায়,
সকাল-সন্ধ্যে ছেলের তবু—মঙ্গলটা চায়!
এক বাড়ীতে ষোল' জনে, করেন তাঁরা বাস,
একটি ঘর তিন হাত দালান, দাঁড়িয়ে ফেরেন পাশ।
দুটী ঘর নেছেন, যাঁদের অবস্থাটা ভালো,
আয়টা যাঁদের দশ পনেরো, তাঁরাই শাঁশালো।
তা ছাড়া যা দেখ্‌তে পান বড় বড় বাবু,
মুখ বদলাতে আসেন তাঁরা, খেলে বেড়ান গ্রাবু।
আজ আস্‌চে সম্বন্ধী, কাল ভায়রা-ভাই,
ওটা তাঁদের আদিখ্যেতা, কথায় কাজ নাই।
কেউ আসে চশমা চোখে, বড় বাবুর "কজিন্‌,"
শালী আসেন সেকেণ্ড্‌-ক্লাসে—খান "সেনাটোজিন্‌"!
সে-সব বড় বড় কথা, লিখ্‌বেন যাঁরা রথী,
মধ্যবিত্ত গরীব নিয়েই কথাটা সম্প্রতি।
রেল-কোম্পানী ক'রেছেন সবার উপকার,
কাশীবাস ওঠে কিন্তু গরীব বেচারার।
দিনান্তে এক-বেলা খেয়ে, মাথা গুঁজে থেকে—
আনন্দেতে আছে যারা বিশ্বনাথে ডেকে,—

তাদের উপর বেজায় জুলুম্, বাড়্ছে প্রবল বেগে,
আত্মীয়ের অত্যাচার, আছেই তাদের লেগে।
তৃতীয় প্রহরে হঠাৎ এসে হাজির "পিসে",
কোথায় বসায়, কিবা খাওয়ায়, লাগিয়ে দেয় দিশে!

অকস্মাৎ গাড়োয়ান এসে, পাড়া ক'রে মাথায়,—
মহা গরম হ'য়ে মিঞা চেঁচায় আর শাসায়।
ছাতের উপর বাক্স প্যাঁটরা—বিছানার মোট,
গাড়ীর মধ্যে, কর্ত্তা গিন্নী—ছেলে মেয়ের ঘোঁট।
"কোথায় থাকে ক্ষ্যান্তোদাসী—ছিনাথ মামার শালী"?
গাড়োয়ান খোঁজ করে আর রেগে পাড়ে গালি।
সাত্ পাড়া ঘুরে শেষ ফুট্পাথেতে নাবিয়ে—
চ'লে যায় গাড়োয়ান—তিনটি টাকা হাতিয়ে।
(এদের জুলুমের কথা, লিখে মরা বৃথা,
কুলিদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীসুগ্রীব মিতা!)
যে যায় তারে—সুধান্ বাবু, ক্ষ্যান্তদাসীর পাত্তা,
"দেড় হাজার ক্ষ্যান্ত আছেন," শুনে শুকায় আত্মা!
কেউ বলে, "কোথাকার পাগল" কেউ বলে "ন্যাকা",
ভাগ্যে কোনো গেজেট্-গিন্নীর সঙ্গে হ'লে দেখা—
জজের মত জেরা কোরে, চোক্ বুজে দেন রায়—
"ফরিদ্পুরী ক্ষ্যান্তো থাকে—"এওর বট্তলায়—

ঠিক্-ঠিকানা জানা নেই—পুরুষ ত তুমি আচ্ছা,
তিন-পোর বেলা হোলো—মোলো কাচ্চা বাচ্চা,
চলো এখন আমার সঙ্গে" ;—মুটে ডেকে তখন,
পাঁচসিকে সেলামী দিয়ে, বাবু করেন গমন।
ভাতে-ভাত রেঁধে মাত্র, খাচ্ছিলো ক্ষ্যান্তো !
খবর পেয়েই অঙ্গ-হিম্,—রইল'না সে জ্যান্তো !
বলে,—"আমার তিনকুলে কেউ থাক্‌লে চরকা কেটে—
দিনান্তে এই ভাতে-ভাত দেবো কেনো পেটে ?
সাত পুরুষের কুটুম্ আমার—কে এলেন্ না জানি"
বোলে গরীব উঠে পড়ে—সরিয়ে থালা খানি।
সাতটি প্রাণী, পাঁচটি মোট্—দেখেই চোম্‌কে যায়,
এমন সময় বাবু এসে—প্রণাম করে পায়।
"তুমি আছ, সেই ভরসায় এলুম মোরা কাশী,
অনেক খোঁজ কোরে তোমায় বার-করেছি মাসী,
হপ্তা তিনেক থাক্‌বো মাত্র,—পার্‌বোনা তার বেশী,—
তবে যদি আরাম বোধ করেন "এলোকেশী"—
তখন না হয় দেখা যাবে" ; বোলে, গৃহ প্রবেশ—
কোরে দেখেন্—পা বাড়াবার নাইক' স্থান লেশ !
বলাটা বাহুল্য মাত্র—ঘটে যা তার পর,
আড়ালেতে এ ওর নিন্দা করে পরস্পর।

"আপকারের" বড় বাবু উমেশ পেতো "আশী,"
খুবই তখন উদার ছিল এবং মিষ্টভাষী ;
নিত্য সাঁজে বৈঠকে তাঁর—উড়্ত' চা আর পান্,—
গল্প গুড়ুক পঞ্জা ছক্কা—বাজ্না আর গান !
খুব আলাপী ভদ্র এবং মিশুক্ ছিল' উমেশ,
পরের উপকারেও তার—চেষ্টা ছিল' বিশেষ।
"না" বোল্তে জানত'না সে হাতে কিছু থাক্তে,—
কাজেই—পারেনি কভু এক পয়সা রাখ্তে।
বৃদ্ধ হ'য়ে, মাকে নিয়ে, কোর্লে কাশীবাস—
কুড়ি টাকা পেন্সনেতে,—যতক্ষণ শ্বাস।
বারো আনায় একখানি ঘর, ভাড়া নিয়ে থাকেন,
ঠাকুর চাকর নাইক'—নিজেই রাঁধেন, বাসন মাজেন
তাতেই তাঁর বেশ আনন্দে—কেটে যেত' সময়'—
আত্মীয় আর আলাপী না হ'তেন যদি উদয় !
গ্রহের মত হঠাৎ তাঁদের আছেই আবির্ভাব,
বোঝেনা কেউ—উমেশের যে কত'টা অভাব।
কেউ বলে—"বুড়ো বয়েসে হিসিবি হ'লে নাকি,—
ঠাকুর চাকর সবাইকে যে—দিচ্চো বেশ ফাঁকি ?
এই ঘরে কি মানুষ থাকে—জুতো রাখি কোথা ?
টাকাগুলো ভূতেই খাবে—পোড়ে থাক্বে পোতা ;
পান তামাক চা'র ব্যবস্থা কিছুইত' দেখি না,
আমার কিন্তু একটি দিনও—চোল্বেনা তা বিনা।

শুনেছি নাকি মাছ মাংস—সস্তা হেথা খুব ?
বেশ্ ক'রে ঝোল্‌টা রাঁধো—দিয়ে আসি ডুব !
রাত্রে শুধু ক্ষীরের লাড্ডু, রাবড়ী, বালুসাই—
এই খেয়েই থাকা যাবে, রেঁধে কাজ নাই।
আর দ্যাখ,—মাংসের হাঙ্গাম্ কাল্ হবে তখন,
আজ কেবল আদ্‌পো খানেক—এনে রেখো মাখন।
আর এক কথা—যা হয় কিছু ফলটা নিত্য খাই,
আঙ্গুর আর আপেল্ হ'লেই চ'লে যাবে ভাই।
দেখ্‌লুম তখন বাজারেতে—কিছু যায়নি বাদ্ ;—
এক একদিন এক এক রকম নিতে হবে স্বাদ্" ।
উমেশের অঙ্গ জল, ভেবে কিছুনা পায়,—
পুরাতন্ শাল্ জোড়াটি বাঁধা রাখ্‌তে যায়।

কেউ বা আসেন দুপুর রাতে,—হাঁকাহাঁকির ধুম,
পাড়া-পোড়্‌সী জ্বালাতন,—ভেঙে যায় ঘুম।
এণ্ডা বাচ্চা শালী শালাজ্—গাড়ীর পা-দান্ ঠাশা,—
একটা রাতে খুঁজে বেড়ান—উমেশের বাসা।
উমেশের আপিস-বন্ধুর নিয়ে এক চিঠি –
উদ্ধারিতে উমেশেরে,—এসেছেন ইটি !
বলেন্—"এই পত্র আছে—দেছেন রমেশ নাগ,"
উমেশ বলে,—"নেবে আসুন্ পত্র এখন থাক্" ।

উমেশের দুরবস্থা—সবার নজর পড়ে,
কিন্তু এতই অনুগ্রহ—কেউ তবু না নড়ে!
ভাবে তারা, আজো বুঝি তেম্‌নি আছে ঠাট্—
টাকা কড়ি লোক লস্কর—মজলিস্ জমাট,
আজো বুঝি বৈঠকেতে—"জুয়েল্‌ল্যাম্প" জলে,—
চা লিমন্ বরফের, ফাই ফরমাজ চলে!
কি বুঝে, যে ভাবেন এটা, পাই না খুঁজে কারণ,
যিনিই আসেন তাঁরই দেখি—একই ধরণ ধারণ।
ভাবুন্ বুঝুন্ ক্ষতি নাই,—ভদ্রতাটা থাকে—
আস্‌বার আগে জানান যদি পত্র লিখে তাকে—
"আসচেন কবে, কোন্ ট্রেণেতে, ক'জনই-বা তাঁরা,"
তবু কতক্ আসান পায়, উমেশ বেচারা।
ভদ্রতর' হয়—আগে পত্র ব্যবহারে—
"সুবিধা কি অসুবিধা" জিজ্ঞাসিলে তাঁরে;
পরে,—পত্রোত্তর মত' করেন যদি যাত্রা,—
ভদ্রতম' হয়—বাড়ে আনন্দের মাত্রা।
ভদ্রলোক সাধ্যমত করেই একটা ব্যবস্থা,
তা হ'লে আর কোন' পক্ষের হয় না এমন অবস্থা।

———

"কন্‌সেসনে" কাশী

যেই দেবে আশ্বিনে হাওয়া রেলের কন্‌সেসন্,
উপ্‌রি আয়ের অনেক বাবুই বাংলাতে না রন্।
এমন বেগে নিত্য সবাই আসেন রাশি রাশি,
তিলেক বিলম্বে যেন—উবে যাবে কাশী!
সে স্রোত কিছু কম প'ড়েছে—এসে কাল্ সমর,*
জগতের সব অনিত্য,—কিছুই নয় অমর!
অমন যে "খুকির-মা,"—সেও যায় চোলে,
দুঃখ' মিছে, কন্‌সেসন্‌টা—তুলে দেছে বোলে।
শুধু গৌর্ নয়, আবার—দেখ্‌চ গৌর্-হরি,
ভাড়াটাকেও চাড়া মেরে,—দেছে দেড়া করি।

"মহৎ" "পবিত্র" আদি চার আশ্রমই মজুৎ,—
সকাল সন্ধ্যা আবির্ভাব যার যেখানে যুৎ।
তা ছাড়া মেয়ে-হোটেল—তাও এখানে আছে,
চক্ষুষ্মানে খুঁজে নেয়—আনাচে কানাচে।
তার উপরে সান্নিপাৎ—হ'লে ছুটি ছাটা—
হাল্‌দারের হোটেলে তখন—দোলে পড়ে পাঁটা!
বাংলার আদালত্‌গুলো—বন্ধ হবে যেই—
চোদ্দআনা উকীল মোক্তার—বাংলাতে আর নেই!

---

* ১৯১৪ সনের মহাসমর।

ঘরের কড়ি লুটিয়ে তখন—কে যোগাবে "ফীজ্,"
কাজেই কাশীতে আসা—পেতে একটু "ঈজ্" ।
যিনি যত' সম্বৎসরে—মুড়িয়েচেন মাথা,—
বিশ্বনাথের মাপ্ চেয়ে যান—খুলে খুলে খাতা ।
বর্ষান্তে মড়ক ভয়ে,—এলে ম্যালেরিয়া,—
কেউবা সারাতে আসেন "ক্রণিক্‌ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" ;
ছেলেরা অসুস্থ তাই বদ্‌লাতে জল হাওয়া"—
এই বোলে,—সরেচেন নিয়ে এণ্ডা বাচ্চা বেওয়া ।
অনেকেই শ্রীমান্ তাঁরা—বেশ্ আমদানী আছে,
দুর্গোৎসব কোর্‌তে লোকে—বোলে বসে পাছে !
বাপ্ পিতাম' কষ্ট ক'রে—কোরে গেছেন যা,
হাল শিক্ষায় প্রতিপন্ন—বাজে খরচ তা ;
হ'তেই হবে এখন মোদের—খুব উন্নতিশীল,
তাই, তাস খেলি, পশ্চিমে বেড়াই—সুধি সেক্‌রার বিল্,
আরো উঁচু হ'তে হ'লে—সস্ত্রীক্ যাই হিল্,
কিম্বা টেবিলেতে চালাই—বিলাতী "বভ্‌রিল্" !

গরজী মহাপ্রসাদ

বাবুরা কাশীতে এসে, সর্ব্বাগ্রে সুধায়—
মাংসের সের কত ক'রে কোথা পাওয়া যায় ?
ওরি মধ্যে চক্ষুঠেরে—ধর্ম্ম রাখেন যিনি,
উঁচু গলায়—"মহাপ্রসাদ"—খোঁজ করেন তিনি !

মাইল্ খানেক দূরে অবস্থিত—দুর্গাবাড়ী,
সেথা নাকি পাঁঠা কাটে—দু-এক ঘর হাড়ি ;
মা-দুর্গা আর যূপকাষ্ঠে—যে দূর সম্বন্ধ,
"বার্ড্ বাই লিমিটেসন্"—বোলে হয় সন্দ।
কাটতি বুঝে কোপ্ হয়—পাঁঠার ওজন এঁচে,
খরিদ্দার জুট্‌লে—আবার কোপ্ করে কেঁচে !
এ মহাপ্রসাদের অর্থ খুঁজে নাহি পাই,
সুবিধাটা মন্দ নয়, তাতে সন্দ নাই।
ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি, এতে লক্ষ্মী যদি,—
এতেই আট্‌কে থাকে যদি ভারত উন্নতি,
তবে,—এই মহাপ্রসাদ অবশ্য মহান্,—
ব্যবসার বীজটা এতে আছে মূর্ত্তিমান্।

বাবুদের খাতির

তর'-বেতর' সাজ্ সজ্জা, চেনা বড় কঠিন্—
কোন্ দেশ্ থেকে এলেন্,—সকোট্রা না কোচিন্ ?
কেউবা যেন' নবাব বংশ—মীরকাসিমের কেউ,—
এম্‌নি ভাবে চলেন্ আর—তুলে বেড়ান্ ঢেউ !
দোকানী পসারী সবে—বেজায় মেরে ঝিঁকি—
"আইয়ে বাবুজী" বোলে জানায় "বন্দিকি"।

বাবুর মেজাজ্ তখন—আড়কাটায় ঠ্যাকে,
দুদিন পরেই জোয়ার মোরে—ভাঁটা পড়ে ট্যাঁকে
যেই বাবু ফিরেছেন্ পেছন্, অম্‌নি হেসে বলে—
"চিনে নিছি বাংলা দেশের—বেওকুবের দলে"।
দেঁড়ে-মুষে নেয় যারা—মাথায় বুলিয়ে হাত,—
আড়ালে "সম্বন্ধী" ছাড়া—কয়না তারা বাত্।
আপোসে আলাপ-কালে—মোদেরই প্রসঙ্গ,
পথে ঘাটে কোরে থাকে—ঠাট্টা আর রঙ্গ!
তারাই ভাবে সং আমাদের—যাদের ভরাই পেট্,
যেচে খোয়াই জাতের মান,—দেশের মাথা হেঁট।
দিন থাক্‌তে পূজার আগে—চোকায় সবাই চাকু,
ফির্‌তি বেলায় হেসে বলে—"ভ্যা করতো বাপু"!

বাজারে বসন্ত-পাখী

ছুটিতে ছেড়েছে যারা, বাংলার নীড়,—
হাজারে হাজারে করে বাজারেতে ভিড়।
কাঁচা-তেঁতুল, সজ্‌নে খাড়া, ডেঙো আর ডুমুর,
নিমেষে অদৃশ্য হয়—সয় না তাদের সবুর্।
থোড় মোচা শাক্ কচু—যা কিছু জঞ্জাল্,
লুটে যেন ল'য়ে যায়—ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গাল্!

চিন্তা নাই—ওই ঝুড়িতেই থাকেও পাখীর ডিম্,
একদম্ ফাষ্ট´ক্লাস্—ভরা ভিটামিন্!
মাছের বাজারে যাও—অপূর্ব্ব সে হাট্,
মেচো বলে "ছ' আনা সের"—বাবু দেন্ আট্!
বড় শঙ্কা এত সস্তা পাছে অন্যে নেয়,—
দূরে থাক্ দর্—তারা বেশী ফেলে দেয়!—
ভিড়্ বাড়াতে দর চড়াতে, আছে আর এক জাত,—
বেকার মালগুজার গুষ্ঠী—আমলা থাকে সাথ;
পরের মুণ্ডে কাঁটাল ভোক্তা,—কাপ্তেন বাবুর "স্কন্ধী"* —
আর,—বেগ্ড়া-ছেলে বড় লোকের,নিষ্কর্ম্মা সম্বন্ধী।
কারো বা পয়সায় আছে—প্রজার রক্ত মাখা,
কাহারো বা মক্কেলের মাথা মুড়োনো টাকা;
কেউ বা পরের ধনে—আমীর সেজেছে,
কেহ বা শ্বশুর-দত্ত—বিষয় পেয়েছে;
পড়েনি মাথার ঘাম্—রোজগারেতে কারো,
সাধু-শ্রমে আসেনি যা,--ফ্যালো যত পারো!
কিন্তু ভাই করিতেছ—বড় শক্ত পাপ,
দরিদ্র দুঃখীর শুধু—কুড়াইছ শাপ।
দিনান্তের শ্রমে তারা, দশ পয়সা পায়,—
তাহাতে সংসার পালে—পরে আর খায়।

যাহারা কাপ্তেনবাবুর স্কন্ধে ভর করিয়া থাকে।

ইতি "ভ্যাকরণ বিভীষিকা"।

তাদেরও স্ত্রী পুত্র আছে, তারাও মানব,
গাড়ি ঘোড়া গয়না নাই—আর আছে সব,
ক্ষুধা আছে লজ্জা আছে—মর্ম্ম আছে তারো,
ভাই হ'য়ে কেন' তায়, অনাহারে মারো ?
তারা যা প্রচুর পেতো—কড়ির দরেতে,
পয়সা ফেলে, অংশ তার কেনো আদরেতে।
কোথায় উপায় তুমি, করিবে তাদের,—
না হ'য়ে,—হরিছ অন্ন নিরন্ন দীনের !
ধর্ম্মক্ষেত্রে এই কর্ম্ম তোমাদেরই সাজে,
কলঙ্কে ভারতে আর ডুবায়োনা লাজে।
মধুপুর ওয়াল্‌টেয়ার, আছে দেওঘর,—
দার্জিলিং দেরাদুন্‌, শিমলা শিখর,—
তোমাদের তরে সবই, রয়েছে ত' ভাই,
এটা শুধু তীর্থবাসী গরীবের ঠাঁই,
বৃদ্ধ আর বিধবার—শেষ আশা-স্থল্‌,
ঐশ্বর্য্য আঘাতে তাহা—কোরো না অচল ;
পাঁচ সাত টাকা,—কারো, ভিক্ষাই ভরসা,
কামনা মরণ শুধু, মুক্তিই লালসা।
এ পবিত্র ধামে আর এ উদাস হৃদে—
অনটন-শেল আর দিওনাক' বিঁধে।

মোদের ধর্ম্ম,—কথার কথা, বসন্তের পাখী,—
যে কদিন্ লাগে ভালো, আরাম কোরে থাকি ;
জমী কিনি বাড়ী করি—বিষয় আশয় বোধে,
তিলমাত্র নহে তাহা ধর্ম্ম উপরোধে।
তার সঙ্গে গঙ্গা স্নান—বিশ্বনাথ দেখা—
হোলো ভালই, হ'তেই হবে—নাইক' এমন লেখা !
কাশীবাসীর অনুরাগ আর—নিষ্ঠা ভক্তি যা,—
মনকে চোখ্ ঠার্‌লে কি ভাই—পেতে পারি তা ?
দর-বাঁড়িয়ে গরীব মেরে, নাইকো বাহাদুরী,
নির্দ্দোষ নির্ধনের শুধু গলায় দেওয়া ছুরি।
কোরলে কাশী বাবুয়ানার বিলাস ভবন,—
তীর্থবাসীদের হবে জীয়ন্তে মরণ।

বঙ্গনারীর বাহাদুরী

ভারতের সকল জাতই, কাশীধামে আসে,—
সবাই কিন্তু হার্ মেনেছে বাঙ্গালীর পাশে ;
সকল তাতেই দেখতে পাই এঁদের বাড়াবাড়ি,—
সবার কাছে জয়-পতাকা নিয়েছেন কাড়ি।
চা, চপ্, চাট্ থেকে—কোরে এসে সুরু,—
মকার বকার ফোঁটা জটা, সব বিষয়েই গুরু !
মেয়েদেরও বাড়াবাড়ি, চোড়েছে সপ্তমে,—
বাসায় তাদের মন্ বসেনা, পথে পথেই ভ্রমে !

রাস্তাই হ'য়েছে তাদের সখের বৈঠকখানা,—
দল্ বেঁধে সব—ঢেউ তুলে যায়—মেলে সিল্কের ডানা !
পান চিবিয়ে অট্টহাসি, খোশ্ গল্প পথে,
ভদ্রেরা সব পাশ কাটিয়ে—সরেন্ কোন' মতে।
সেলাই-সর্ব্বস্ব আর জমি-শূন্য জ্যাকেট্,—
হাইকলার ঘুরে হার্—ঝুল্‌চে তায় লকেট্,—
দুধারেতে হাতা দুটো—হাতীর কানের মত'—
লট্ পট্ কোরে শুধু—দুল্‌চে ক্রমাগত।
"নাদিরশা" বেড়ান যেন দিল্লীর রাজপথে,—
বিজয়-গৌরব তাঁর—ঘোষিয়ে জগতে।
কিম্বা যেন' কনুই থেকে, বাদুড় দুটো ঝোলে,
প্রমীলার মত' বেশে—বেড়ান সব চ'লে।
যে দেশে এসেছ' ছ্যাখ'—তাদের মহিলারা—
কি বেশে বাহির হয়,—কি তাদের ধারা।
বেহায়ার মত' সব পথে ঘাটে ফিরে—
পরিহাসের পাত্র হেথা—কোর্‌লে বাঙ্গালীরে।

"নাচিতে চামুণ্ডারূপে"—মথিয়া অবনী,—
"সাইকেলেতে" সাড়ি পরা—ছুটিছে রমণী ;
রাস্তা চিরে, মসীকৃষ্ণ—বিদ্যুতের ছটা—
প্রকাশি, চলেছে যেন—কলির ত্রিজটা !

"মোটারে"ও দেখিতেছি—সুভদ্রা সারথী,
কাশীতে অলীক্ আর্—নহে এ ভারতী।
কবির আশা—"না জাগিলে ভারত ললনা,"—
আজো কি অপূর্ণ আছে?—তোম্‌রাই বলনা?

বৌ-ঝিদের সখের বাজার

পোড়া বাঙ্গলায় যত মিহি—তত তার খ্যাতি,
কাপ্‌ড়ে ক্রমে উলঙ্গ—হ'য়েছে এ জাতি!
ভাগ্যে হয়েছিল দেশে সেমিজের চাল্,—
রক্ষাটা হ'য়েছে তায়—কতক জঞ্জাল্।
ঘোমটা হীন, "পিন্"*-পেয়ারী—আল্‌তা পরা পায়,-
হাল্ ফ্যাশানে বগল বেড়ে সিল্কের চাদর গায়,—
অলঙ্কারের-আড়ৎ যেন'—চলেন ঘরের ঝি,
পশ্চাতে রন্ পাকের মত—সঙ্গী কর্ত্তাটি।
কর্ত্তারা দুদিকে যেন'—মোটর গাড়ির চাকা,—
সাড়া শব্দ সবই তাঁদের—গাড়ির শব্দে ঢাকা!
পাথর-বাঁধানো গলি, আছে বুক পেতে,—
তানাত' পাতালে যেত'—লাথি খেতে খেতে।
কাঠের খেল্‌না চুড়ির দোকান—বাসনের বাজার—
দেখ্‌লেই দাঁড়াতে হবে,—বেচারারা নাচার।

---

* "সেফ্‌টি পিন্"।

জার্ম্মান্-সিল্‌ভারের বাসন, নিকটস্থ হ'লে—
কর্ত্তা স্মরেণ—"বিশ্বনাথ শূন্য হোলো থ'লে" !
তিন-পুরুষের ফর্দ্দ—মায় মাস্‌তুত' মা'র মাসী,—
তাঁরো তরে চাই একখানা, জার্ম্মান্-চাঁদীর কাঁসী !
সিগারেট্ মুখে কর্ত্তা, ভাবেন মনে মনে—
"ঝক্‌মারীর মাশুল আজ দিতে হবে গ'ণে" ।

অপক্ক বৌ-ঝিরা সব, সাজেন্ ছাড়া পাখী,
চোখ্-বুজে কর্ত্তারা ফেরেন—মান সম্ভ্রম ঢাকি ।

বিশ্বনাথের আরতি দর্শনার্থিনী বঙ্গ-অবলা

আট্‌টা রাতে বিশ্বনাথের—হয় যখন আরতি !
দেখ্‌বেন সেথা বেশীর ভাগই, বাঙ্গালী যুবতি !
অন্য রমণীরা আছেন—নাইক' এতো আটা,
নাইক এমন ধর্ম্মে মতি—এতটা বুকের পাটা ।
আদ্ মাইল্ গলির পথ, বৌঝির দল মেলে,—
সঙ্গে কারো ছোট ভাই—ন'বছরের ছেলে,
কিম্বা তাঁদের বাসাউলী—বিখ্যাত আদ্-বুড়ি,—
অথবা সে-পাড়ার কোন' নাম্‌জাদা এক খুড়ি,—
চলেছে সব সৌখীন ভাবে বেশ বিন্যাস সারি;—
পোদ্দারের দোকান্ যেন'—অলঙ্কারে ভারি !

পুরুষের ভিড়ে যখন, রাস্তা সরগরম্,—
ঠাশা ঠাশি ঘেঁশাঘেঁশি,—সম্ভ্রম সরম—
বিসর্জ্জিয়া চলে যেন—স্বাধীন জানানা,—
আশায় বুক দশ হাত হয়, দেখে ব্যাপারখানা !
এত নিষ্ঠা এমন শ্রদ্ধা ! এইত হিন্দু ধর্ম্ম,
এ আরতি দেখা নয় যার তার কর্ম্ম !
বাঙ্গালীর বৌঝি ব'লেই—পার্‌চে এরা সেটা,
এই তো এত' জাত রয়েছে—পারুক্ দেখি কেটা !
ব্রাহ্ম বা আর্য্যসমাজী, কিম্বা হলে খৃষ্টান্—
ছিলনাক' কোন' কথা,—জানেন্ তাঁরা সম্মান্—
কি ক'রে বাঁচাতে হয়,—রাখেনও ক্ষমতা,
পর্দ্দানসীন্ হ'য়ে একি সখের বর্ব্বরতা !

সাধু সাবধান

শুন্‌তে পাই চল্লিশের পর, চুল্‌টা কাটেন্ খাটো
রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন—কথাটা কন্ মাটো ;—
উপদেশটা দেন শুধু.—লন্‌না সেটা কানে,—
মুখে মুখে শ্লোক আউড়ে শুনান গীতার মানে ;—
"রুদ্রজামল্, পাতঞ্জল্—ডামর", জানা আছে !
হঠযোগের আসন দেখান যুবতিদের কাছে ;—

মাছ মাংস বেড়াল তরে, কিনে নে'যান নিত্য,—
ভৈরবেতে সদাই নাকি ভ্রমে এঁদের চিত্ত ;—
পরিধানে দেখ্‌তে পাবেন—গেরুয়া কিম্বা মট্‌কা,
আচ্ছাদন নামাবলী,—সেইখানেই খট্‌কা !
অনেকেই বাড়ী রাখেন—নিজের কিম্বা ভাড়ার,
এমন চালে চলেন, ঠিক কর্ত্রী যেন পাড়ার ;
মুফ্‌লিস্‌ যুবা কি প্রৌঢ়—তাঁদের খোঁজ করে,
যাত্রীদেরও সমাদরে তোলেন নিজের ঘরে ;
সাবধান,—কভু এদের মিষ্ট কথায় ভুলে—
নিশ্চিন্তে বোঁঝি রেখে বিশ্বাসের দ্বার খুলে—
গায়ে ফুঁদে বে-পরোয়া—যাবেন নাক' দূরে,—
বিশেষ রবেন খবরদার—সন্ধ্যা কি দুপুরে।
নানা রকম বিপদ্‌ আপদ্‌—শুন্‌তে পাই ঘটে,
একেবারে মিথ্যা নয় যে কথাটা রটে।
বড় বড় ওস্তাদের—কান্‌ কেটে দেয় এরা,
ক্ষতি, কি অপযশ নিয়ে, হয় শেষ ফেরা।
অবশ্য—নয় সকল ক্ষেতের এক রকমই চাষ,
ভাল' ক'রে তত্ত্ব নিয়ে—ক'র্‌বেন বিশ্বাস।
কেহ কেহ আছেন যাঁরা মায়ের মতই ঠিক্‌,—
সাহায্য যত্ন আদর সেথায় আন্তরিক।
মন্দটার সংখ্যাধিক্য—কোথাই বা নয়,
হেথায় কিছু বাড়াবাড়ি—বোলতে তাই হয়।

জুতো কই !

বড় দুথ্‌খু রইল' মনে, মোরে গেল সব্‌ 'রিফর্ম্মার'"
চিরদিনই কেঁদে গেল'—হ'ল না ভারত উদ্ধার।
অনেকেরই দুথ্‌খু ছিল—"বেড়ায় না কেউ ঘোম্‌টা খুলে,
ঘোম্‌টা হেথা অতীত কথা,—রাস্তায় এরা কুষোয় চুলে !
আহারান্তে দুপুর-বেলা—এ-ওর্‌ বাড়ী খেল্‌তে তাস্‌—
পথের মাঝে এলোচুলে—যাত্রা এদের বারোমাস।
মা আমাদের চিরকাল্‌টা—গায়'দে মোলেন্‌ মোটা চাদর,
শাল্‌ দোশালা দিইনি তাঁরে—এম্‌নি তখন ছিলুম বাঁদর ;
ভাগ্যে এখন মানুষ হ'য়ে—পরিবারকে দিছি সেটা,—
ভবিষ্যতে লজ্জাটা আর—পাবে নাক' মোদের বেটা !
জুতোটা পরালে আরও—হয় একটা উপকার,—
পথে ঘাটে পূজোর ফুল্‌টা—ঠ্যাকে না চরণে তাঁর !

দুঃখটা মোর ঘুচে গেছে হয়ে গেছে সেটার চলন্‌
স্যাণ্ডেলে ছেয়েছে দেশ,—অভাবটা হয়েছে মোচন্‌।
এটা কিন্তু হয়নি মন্দ ; আসছে স্বাধীন হবার দিন,
যখন, বিয়ের কথা ভাবেনা বাপ—দস্তুর মত উদাসীন !
দুশ্চিন্তারো নাইক কিছু, উঠে গেছে ঠাকুর ঘর্‌,
ভাতের হাঁড়ির ভার নিয়েছে উড়িষ্যার দ্বিজবর।

কাশীর-কিঞ্চিৎ

দফা—রফা

উপাধি না ব্যাধি

উপাধিটা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা হেথা অতি,
অনেকেই শিরোমণি, বহুৎ বাচস্পতি,
কেউ বা হেথা কবিরত্ন, কেহ সাংখ্যভূষণ,
ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যারত্ন, স্মার্ত্ত, তর্ক-পঞ্চানন ;
চূড়ামণি, কেহ শাস্ত্রী, কেউ বেদান্তবাগীশ,
অনেকেরই নামের ওটা, চটক্‌দার্ পালিস্ ।
এইরূপ খেতাবের নাহিক অবধি,
"রতনের" ছড়াছড়ি—বিপুল জলধি ।
কার্ দত্ত উপাধি যে—পাইনাক' খুঁজি !
অনেকেরই "চাণক্য-শ্লোক" "স্তবমালা" পূঁজি !
"মনুটো" যাঁর দেখা আছে, কে পায় তাঁর নাগাল্,
উঁচু গাছে জড়িয়ে উঠে—ঝোলেন্ যেন মাকাল্ ।
তার উপরে ক্রিয়াকাণ্ড—কতক জানেন যিনি,—
অস্থানে অনুস্বার দিয়ে—বাহবা ন্যান তিনি ।

ইহাতেই "স্মৃতিরত্ন" বলেন তিনি নিজে,
শোলা হয় কি রসগোল্লা—চিনির জলে ভিজে ?
ঘুঁতিয়ে টোল্ ভেঙে কেউ—বেরিয়েছে রাস্তায়—
বিধান্ দিতেও পরিপক্ক সৃষ্টিছাড়া অবস্থায় !
জুতো মোজা র‍্যাপার কোট—সবই ওঠে অঙ্গে,
একালের নিন্দা কিন্তু—আছে তার সঙ্গে।
পণ্ডিত হ'লে রসিক হয়—সেটাও বেশ জানেন,—
বে-তালেও "রসরাজের"—শ্লোকগুলো ঝাড়েন্।

মাইকেল নামেতে এক সম্ভ্রান্ত সুজনে—
জিজ্ঞাসে নামের অর্থ—জনৈক ব্রাহ্মণে।
তিনি ক'ন্—"কিছু নয়, ওটা একটা টাইটেল্,—
"কুন্তলীন্" ব'ল্লেই যেমন বুঝায়—সুগন্ধী তেল।
"মাইকেল্" শুনিলে বুঝো—"মধুসূদন দত্ত,"
"আকাশ" ব'ল্লে বোঝায় যেমন—মস্ত একটা গর্ত্ত
বিপ্র বলে—না বুঝিনু এ বিচিত্র খেল্,
"মাইকেল্"ও বুঝিনু যত'—ততই টাইটেল্" !
আমিও বুঝিতে নারি—না পোড়ে কেতাব,
কেমনে মিলিছে এত'—দুচোকো খেতাব !
সন্দ হয়,—এইগুলো উপাধি কি ব্যাধি,
অ-কৃত্রিম্ মৃগনাভি কিম্বা ইঁদুর-নাদি।

যথার্থ পণ্ডিত যাঁরা,—থাকেন নীরবে,
কাশীতে কৈবল্য চিন্তা করেন তাঁরা সবে।
তাঁদের তরেই বিশ্বমান্য—বিদ্যা-কেন্দ্র কাশী,
দেশ দেশান্তরের লোক—মাথা নোয়ায় আসি

"বাড়ী" বিসর্জ্জন

বড়দের বাড়ী খুঁজতে বড়ই লাগে ধোঁকা,
অপমান না হও যদি, হবে কিন্তু বোকা।
ছোটরাই বাসায় থাকে, বাজার করে খায়,
সর্শের তেল মাখে আর ডুব দেয় গঙ্গায়।
সম্ভ্রান্তেরা সৌধে থাকেন, কারো অট্টালিকা,
তাঁরা সবাই মার্কামারা, নহেন গড্ডলিকা।
পণ্ডিতদের মুখস্পর্শে—"হাওয়া" যেমন হন্ "পবন"
কোর্টের গন্ধ থাকলেই যেমন নোটিশগুলো হয় "সমন।"
কাশীতে ইট্ গাড়্‌লে তেম্‌নি,—বোদ্‌লে গিয়ে নাম্,
কেউ "আশ্রম" কেউবা "ভবন্"—কেউ হয়ে যায় "ধাম"
কেউবা "নিবাস্" কেউ"নিকেতন,"হয় বা কেউ "কুটির"
এদ্দিন্ পরে "বাড়ী"গুলোর—পালা প'ড়েছে ছুটির।
শুদ্ধিপত্র পেয়ে এখন বাড়ী আর নাই
"ট্যাবলেট্" যা বলে এখন বলতে হবে তাই।
বাঁক্‌ড়ো জেলার যাত্রীরা ত'—রাখেনা এ খবর্,
পাথরের-গায় লেখা দেখে জিজ্ঞাসে—"কার্ কবর্" ?

ধর্ম্মরক্ষা ও সমাজসংস্কার

ধর্ম্ম আর সমাজরক্ষার—সহস্র প্রস্তাব,—
বহুৎ মন্তব্য দেখি,—নাহিক’ অভাব।
কণ্ঠে আর কাগজেতে, দেখ্‌তে তাদের পাই,
কেবল মাত্র কার্য্যক্ষেত্রে—সাক্ষাৎটা নাই।
আছে বটে কতক্‌গুলো—কচু আর ওল্‌,
“আচারে” প্রবেশ পেয়ে—বাধিয়ে দেছে গোল।
কে কোথা বিদায় নেছে—চেপে ধরো তাকে,
অমুকের পুত্র কেন’—টিকি নাহি রাখে?
কে কার ব্যবস্থা দেছে—রাখো তাঁরে ঠেলে,
সে দিন অমুক কেন’—হাঁসের ডিম খেলে?
কোন্ ব্রাহ্মণ ভুলে গেছে—পৈতে দিতে কাণে,
সপ্তরথী মিলে তায়—বোধ্‌তে হবে প্রাণে!
এই সব অশ্বডিম্ব—ল’য়ে দিন রাত—
টিকি নেড়ে ঝাড়েন শুধু—বকেয়া সব বাত।
মাছি কেবল ব্রণ খোঁজে—মধুকরে মধু,
স্বভাব দোষে শ্রীক্ষেত্রেও গ্যাখে কেউ কদু!
ভাবেন তাঁরা এই উপায়ে—আন্‌বেন সত্যযুগ,
যত আছে মাসকড়াই—হবে সোনামুগ।
সে আর হবে না প্রভু সেদিন গেছে চলে
পারেন নিজে করে যান—প্রাণ যেটা বলে।

নিছাক্ সেকালের কথা—একালেতে ছাপি,—
আচারের প্রভেদগুলো—প্রাচীন মাপে মাপি,
পাছু হ'টে ফিরে আবার—যেতে মনুর বাড়ী,
কোপ্‌নি প'রে হাঁতড়াতে—সেই পরাশরের হাঁড়ি ;
আসল ধর্ম্ম চাপা দিয়ে, আচার নিয়ে থেকে—
শ্লোক তুলে যতই কেন'—মরিনাক' হেঁকে,
মনে মুখে লুকোচুরি—কার্য্যে ধরা পড়ে,
কাল্‌-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে—মন্‌টা আগে নড়ে।
গভীর সমস্যাগুলো ঐ ছাঁচেতে ফেলে—
ঠাট্টা বা টিট্‌কিরির ভাষায়—হাজার লিখে গেলে,
হ'তে পারে তায় চরিতার্থ—লেখার কণ্ডুয়ন্‌,
দু'দশ কথা বলে নেবার—আনন্দ পোষণ,
কিন্তু তাতে নদীর স্রোতে—ফিরিয়ে বিপরীতে,
কথার জোরে হিমালয়ের—শিরে তুলে দিতে,—
হয় হোক্ সম্ভব তা—পণ্ডিতদের ঠাঁই,
আমার মত মূর্খের তা—বোঝ্‌বার জো নাই।

শিব-বিবাহ

গন্ধর্ব্বাদি বিবাহটা—মনু খুঁজলে পাই,
"শিব-বিবাহ" বোলে সংজ্ঞা বড় দেখি নাই।
শিবের রাজ্যে সৃষ্টিছাড়া—হওয়াটা চাই সব,
"শিব-বিবাহ" প্রথারও তাই এখানে উদ্ভব!

মনু থাক্‌লে অভিমানে—ডুব্‌তেন্ গঙ্গা-জলে,
ফাঁকের ঘরে অনেক প্রথাই যাচ্চে সটান্ চ'লে।
কুল্ শীল্ করণ কারণ—ঘর দেখা নাই এতে—
ঘটকের কুলুজী নাই—না মন্ত্র না পেঁতে!
না আছে তায় জাতি বিচার—বিধবা সধবা—
কুমারী স-পুত্রা কিম্বা—কোন্ বংশোদ্ভবা।
"ম্যারেজ" কিম্বা 'নিকের' চেয়েও, দেখ্‌চি এটা সোজা,
সুবিধাটাও ততোধিক, বওয়াও সহজ বোজা।
ঘর কিম্বা দালান উঠোন্—চাইনা কোন' স্থান,
কন্যা কি বরকর্ত্তা নাই—নাইক' সম্প্রদান!
শিবের মাথায় হাত দিয়ে—এই রাজিনামা হয়,
মন্দিরের ত্যালগুলো সব—সাক্ষী তার রয়।
কোনো এক মন্দিরে ঢুকে, প্রেমিক প্রেমিকা—
মঞ্জুরটা কোরে ফ্যালেন্—সখের এই ঠিকা।
"সুতহিবুক্" যোগাদির—নাইক' পাঁজির ফ্যাঁসাদ,
পুরো মাত্রায় নয়ও এটা—প্রেমের পীড়ার ব্যাসাৎ;
"এ"ভাবে"ওয়ে"অভিভাবক—আর, দোনোই ভাবে মনে
"ভাব্‌চো যা তা মোটেই নয়"—এই ভাবই দুজনে!
পত্নীর চেয়ে পয়সার দিকেই—বরের বেশী নজর,
পস্তান্ শেষ "শিব-পত্নী"—না ফির্‌তে বছর।
সত্য প্রেম যে কোথাও নাই—কে বোল্‌তে পারে,
শর্ম্মা ওতে চিরমূর্খ,—বিধাতাও হারে।

ফুট্‌পাথের মর্ম্ম কথা

কিছু দিন পূর্ব্বে হায়! ভাবিত’ ফুটপাথ্—
উৎপাতের মধ্যে সহা—নর-পদাঘাত ;
চিৎপাৎ হইয়া পড়ি—ভাবে সে এখন—
বেঞ্চি টুল টেবিল্ চেয়ার—সবারই চরণ—
বৈকালী-বৈঠকে তার বুকে চেপে বসে,—
বাবুরা তায় সওয়ার হ’য়ে—পম্‌শু কেবল ঘসে!
আয়েস্ পান্ ত’ ঘস্থন্ বাবু—তাতেও ক্ষতি নাই,
যে-সব কথা কন বসি সব—আঁক্‌ড়ে যদি পাই।
দেশের বুকে কি যে ব্যথা—কত আঁখি ঝরে,
স্মরি আমার মাটির বুক—ফাটি ফাটি করে ;
কিন্তু এঁদের হাসি ঠাট্টা—লম্বা চওড়া কথা—
পান সুর্‌তি সিগার্ সনে জাগায় শুধু ব্যথা!
কেউ বোধ হয়, এই সে দিন—ছেড়েছেন্ ভ্রূণ,
আজ দেখি তাঁর পথে বসি—“চপ্” চিবোবার ধুম্!
এটাও যেন’ বাহাদুরী—মস্ত একটা কাজ,
বঙ্গমাতার মাথায় এঁরাই—পরিয়ে দেবেন তাজ।
কাশীতে প্রকাশ্য পথে এ সব বাহাদুরী—
বাঙ্গালী আর বাংলার কি বাড়াবে মাধুরী?
নিজে মাটি—ধর্ম্মআমার—মাটির খবর রাখি,
মানুষ কিন্তু শুন্‌চে’ নাক—ভাই মোর্‌চে ডাকি!

বাংলায় দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট *—লক্ষ নর নারী,
তোমারি সব ভাই বোন্—অন্নের ভিখারী ;
কত' মা বাপ ছেলে মেয়ে ভীষণ অন্নাভাবে—
ধড়্ফড়িয়ে যাচ্চে মোরে,—আরো কত যাবে !
তুমি হেথা ফুর্ত্তি ক'রে—এসেছ বেড়াতে,
মুখ বোদ্‌লে এক-ঘেয়েমী—কতকটা এড়াতে ।
আজ যদি কৃপা ক'রে—সে সব দিকে যেতে,—
পূজোর ফুর্ত্তির এই টাকাটা—ভাগ কোরে সব খেতে,
বেশী নয়—রেল ভাড়াটার—অর্দ্ধেকটাও দিলে—
দশ হাজারও বাঁচতো, যারা মোর্‌চে তিলে তিলে ।
আজকাল দেখি ছেলেছোকরাই কাশী আসেন বেশী,
আর আসেন উঁকীল মোক্তার—প্রকৃত স্বদেশী !
দেখ্‌লে কিন্তু বাবুদের, হাওয়া খাবার বাই,—
কে বোল্‌বে অন্নাভাবে, দেশে মোর্‌চে ভাই ?
কাশীর মাছ মাংস দুধ—রাব্‌ড়ী আর মালাই—
রাখেনি কি বাঙ্গালীর—দয়া ধর্ম্মের বালাই !
দু'চার মুটো মোটা ভাত,—যা হয় একটা ডাল,
এ টুকুও ত্যাগের আজও—আসেনি কি কাল্ ?
এই সব দেখে কেবল—অন্নপূর্ণা হাসেন,—
নিভৃতে নীরবে কিন্তু—চোখের জলে ভাসেন ।

---

* ১৩২২ সালের পূর্ব্ববঙ্গ,বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষ ।

একটা বছর নাইবা এলেন্—বাঁচান গিয়ে ভায়ে,
সেই খানেই নিয়ে যান—অন্নপূর্ণা মায়ে,
অন্নকূট্ অন্নমেরু—করুন গিয়ে সেথা,
আপনি ছুটে যাবেন মাতা—ছেলে ডাক্‌বে যেথা।
দেখ্‌বেন তায় কত তৃপ্তি—টাকার সার্থকতা,
স্বদেশীর চরম সিদ্ধি—পরম সফলতা।

বড়রাও বার্ দিয়ে—বসেছেন দেখি,—
কেহ বা বিশিষ্ট, কেহ—ঢেঁকি কিম্বা মেকি।
"গুড়ের সের পাঁচ আনা—গ্যালো এবার দেশটা,
বেশ কোরে টিকে দিয়ে—তামাক দেতো কেষ্টা"।
"চার আনা পালমের সের—শুনেছ' কি বে'ই ?
বাজারে আর আমাদের—ঢোক্‌বার যো নেই"।
"আমরাই দেখেচি ভাই—টাকায় এক মণ চাল,
কোথায়ই বা গ্যালো সে দিন,—হায় রে সে-কাল্"!
এই সব কথা—আর জোটে-বুড়ির ল্যাজ্—
কে কতটা ছিঁড়েছেন,—জি-পি-নোটের ব্যাজ্
আজকাল কত' কোরে ? প্রভৃতি প্রভৃতি
সন্ধ্যা ছ'টা থেকে ন'টা,— পরেতে নিষ্কৃতি !
বহু ভাগ্যে ঘটে ভালে কাশীক্ষেত্রে আসা,
সর্ব্বপাপহন্ত্রী গঙ্গা—সর্ব্ব তাপনাশা,

এ বয়েসে নিষ্ঠা সহ, সেখানে একবার
সন্ধ্যাকালে বোস্‌লে, পান আনন্দ অপার ;
সময়টা কাটাবার তরে এই "কথা-বাজী,"
আরো কি ভাল দেখায়—এ বয়সে আজি ?
দুটো কথা একটু হাসি, গুড়ুক্ দু-এক কোল্‌কে,
এরি মোহে এখনও কি—প্রাণটা ওঠে চোল্‌কে ?
আমার তাতে নাইক' ক্ষতি—পা'র্-ধুলো ত' পাই
বুকটা পেতে পোড়ে থাকি,—ধর্ম্ম আমার তাই।

দেখে তাঁদের লজ্জা হয়, এ উন্নতির যুগে
মাটির রাস্তা ধুলোর কাঁড়ি, কাদায় যারা ভুগে।
"৭ টাকার জুতো জোড়া—দুর্দ্দশা তার একি !
বুকটা করে চড়্ চড়্—তার পানেতে দেখি !
তিন হাজারের মোটরখানা হোলো দেখছি নষ্ট !"
Tarred Road হবে কবে, ঘুচ্‌বে এঁদের কষ্ট !
দুর্ভাবনা ছাড়ো বাছা ব্যবস্থা হয়েছে তার,
মায়ের মুখে 'টার' মাখাতে বিলম্ব নাহিক আর।
আরম্ভ হয়েছে তার, সুপুত্র সব আছেন যখন,
থাকবে কেবল তাদের বাকি, অন্ন যারা যোগায় এখন।
তারাই আমার পেটের ছেলে—মাটি যাদের আপন মা,
বেঁচে থাকুক ধুলোয় কাদায়,—না হ'লে দিন চলবে না।
ভাই বলে তাদেরও দেখো, 'অটোনমির' স্বপ্ন মিছে,
মনে মনে পুঁটুলি বাঁধা,—ফস্কা গেরো বুঝবে পিছে।

মোণ্ডা-খেগো কাশীবাসী

সন্দেশাদি মিষ্টান্নের দোকানের সারি,
বাঙ্গালীটোলার পথে—শোভিছে দু'ধারি।
তিরিশ খানার কম নয়,—বিশ মণ মাল,—
কাটে নিত্য নিয়মিত,—সন্ধ্যা কি সকাল।
কাশীবাসী কৃপা করি—চোয়ালেতে চূর্ণ—
করি তায়,—করেন্ তাঁর বৃকোদর পূর্ণ!
ক্ষীরমোহন চম্-চম্ রসগোল্লা আর—
রাব্‌ড়ি প্রভৃতি হয় সাত্ত্বিক আহার;
কাজেই—এ ধর্ম্মক্ষেত্রে—প্রাচুর্য্য তার চাই,
তানাত' চ'লেই যেত'—চানাটা চিবাই!
কি বহরের "বাসী" আছেন, কিরূপ তাঁদের ওজন্,
বুদ্ধিমানে বুঝে নিন্—দেখে এই ভোজন।
অনেক বিধবায় রাতে—তিন-পো মাত্র খান,
এইরূপ একাহারে—জীবনটা কাটান্।
"কি কঠোর"! ভেবে—পেটে হাত্ পা যায় সেঁদিয়ে,
লোভে পত্নী ত্বরা না দেন—ধরা থেকে মোয় খেদিয়ে!
দ্বাদশীর প্রাতে—কিন্‌তে গেলে রাবড়ি মালাই,—
দেখ্‌বে, যেন কাশী ছেড়ে—গেছে সে সব বালাই!
দশমীর দাপট্ দেখে—ভাবে আফিম্‌খোর,—
"ব্রজ ছেড়ে কাশীতে কি—এলো ননী-চোর?

যাঁরা আছেন বড়লোকের—বড়-পায়ার গুরু,
তাঁদের বরাদ্দ'গুলো "সের্" থেকে সুরু ;
সম্বন্ধী কি ম্যানেজার—ষ্টেটের চার্জ্জে থাকেন,
তাঁরাও রীতিমত এই—সাত্বিকতা রাখেন ;
বাকি খান—যাঁরা সব পরের মুণ্ডেই সারেন,
অবশিষ্ট যেটা—সেটা বাবুরাই মারেন।
এইরূপ কষ্টে হয়—সাত্বিকতা রক্ষা,
কেউ খায় ম্যাওয়া ফল্—বেদানা মনক্কা।
সন্দেশের বিজ্ঞাপনও—বিলি হয় হেথা,
ক'লকেতার ভীমনাগও—জানতোনা সে কেতা।
'অবাক্' অবাক্ হয়ে—থাকে গুঁড়ি মেরে,
'নবাব্-ভোগ্' 'মোহনচূড়া',—স্থান নিচ্ছে কেড়ে
'পানফলে'র আকার ক্রমে—ধ'রেছে 'সিঙ্গাড়া,'
দেড়-টাকা সের হেঁকে সেও—দিতেছে শিং-নাড়া।
বড় বড় যোগীদেরও—শুন্‌তে পাবেন্ পতন্,
টেক্স, বয়েস, বাজার-দরের,—উত্থান্‌টাই চলন্।

কাশীতে শিব-প্রতিষ্ঠা

কাশীতে শিব-প্রতিষ্ঠা—অনেক ভাগ্যে ঘটে,
মহাপুণ্য-কীর্ত্তি ইহা—কাশীখণ্ডে রটে।
মহা মহা পুণ্যবান—পুণ্যবতী আর—
মর্ত্তধামে ঐশ্বর্য্যের—যাঁরা অবতার ;

তা ছাড়া অতীতের কত’—সাধু মহাজন,
এই মহাকীর্ত্তিস্তম্ভ—করিয়ে স্থাপন,—
অর্চ্চনার সুব্যবস্থা—ক’রে গেছেন সবে,
নির্ব্বিঘ্নে তা বর্ত্তমান—আছে সগৌরবে।
প্রাতে পূজা, সায়াহ্নেতে—শঙ্খ ঘণ্টারতি,
ধূপ্ দীপ্ সর্জ্জরসে—শান্তিপ্রদ অতি।
দেখে শুনে—রামা শামা পাঁচী, পুঁটি, চেগে—
দু-চোখো শিব-প্রতিষ্ঠা—কোরেছে সবেগে!
ভাড়ার আশায় বাড়ী কোরে,—কষ্টে স্বষ্টে অতি,
একফুট্ স্থান শিবকে দিয়ে—বাড়িয়েছে দুর্গতি,
ভাড়া আদায়, কাশীবাস, শিব-মন্দির দান,—
এক ঢিলেতে তিন পাখীই—মারেন বুদ্ধিমান!
বাড়ীর ডাইনে শিবের কোটর্—লাগানো তায় চাবি,
অন্ধকূপে দিন রাত্তির—খাচ্ছেন্ তিনি খাবি।
মাকর্শা উইচিংড়ে মশা—ইঁন্দুর তাঁর সাথী,
দিনান্তে চকিতের ন্যায়—দেখেন্ কেহ বাতি!
এটা—যাঁর বহু ভাগ্য, তাঁরই ব’ল্‌চি কথা,
দিনে দুটো চাল জল, এই সাধারণ প্রথা।
বহু আছেন পান্‌না যাঁরা—পূজারীর বার্,
পক্ষান্তে বা হপ্তায় কেহ—খোলে একবার দ্বার।
মাসিক এক টাকা—কার’ আট আনা বরাদ্দ,
তারির মধ্যে মাইনে আর মহাদেবের খাদ্য!

কাজেই এই আদ্য-শ্রাদ্ধ—এই ভাবেই চলে,
জানিনা উভয়ের ফল্—কার্ কতটা ফলে।
কর্ত্তার এটা সুরতি-খেলা—এক টাকা নয় যাবে,
ভাগ্যে যদি লেগে যায়—সস্তায় স্বর্গ পাবে।
পক্ষান্তরে পাইখানাটা—বামদিকেতেই শোভে,—
সেটার আছে মেরামত—মেথরাণী রোজ্ ধোবে।
সিঁড়ির নীচের ফাঁকটাই প্রায়—শিব দিয়ে হয় ভরাট্,
কাঠ কয়লা ঘুঁটেও থাকে,—শিবের যেমন্ বরাত!
অষ্টপ্রহর পায়ের শব্দ—জুতোর মশ্‌মশানি—
মাথার উপর চলে নিত্য,—নিম্নে শূলপাণি!
দেবতাদের সঙ্গে এই—নিষ্ঠুর বিদ্রূপ—
সশঙ্ক হৃদয়ে দেখে,—থাক্‌তে হয় চুপ।
বিলাসে বিষয়ে ডুবে—মালিক থাকেন দেশে,
শিবের দুর্গতি কেহ—দ্যাখে নাক' এসে।
ভক্তে যেন' ভবিষ্যতে, সুব্যবস্থা করি—
প্রতিষ্ঠা করেন শিব—এ সকল স্মরি।

খালাস্-পাওয়া ডাক্তার

চুল্ পাকিয়ে খালাস্ পেয়ে—বহু ডাক্তার আসি,—
পুঁজি আর পেন্‌সন্ নিয়ে—বাস করেন কাশী।
সত্ত্ব কত্ত্ব থাক্‌তে কভু—ছাড়ে নাক' কেহ,
রক্তটা জল কোরে দিয়ে—ভেঙে পোড়্‌লে দেহ,—

ওপার্ থেকে "ফাষ্ট্ বেল্"—দিচ্চে যখন শমন,—
কর্ম্ম থেকে প্রায়ই দেখি—রেহাইটা হয় তখন।
তবু হেথা পোষাক এঁটে—গলায় দিয়ে "কলার্"—
কেঁচে আবার পূজেন যদি—"অল্‌মাইটী ডলার্,"
প্রবীনে নবীন সেজে—"প্যাণ্টে" দিয়ে তালি—
আবার তোলেন "সাইন বোর্ড্"—মাখিয়ে চুণ কালি,
কেমন্ কেমন্ দেখায় ;—বরং খালাস ক'জন জুটে—
খুল্‌লে একটা "গ্রাটিস্ হল্",—গরীব, অনাথ, মুটে,—
সাহায্যটা পায় সেখানে—যতটা সম্ভব ;
সার্থকও হয় কাশীবাস,—সকলে গৌরব—
সহস্র মুখেতে ঘোষে ;—এবং এ আদর্শ –
ভবিষ্যতে অন্যদেরও—করেই-করে স্পর্শ ;
কৃপা কোরে ক'জন মিলে—হন যদি অগ্রণী,—
ক্রমে সাহায্যও করে—হৃদয়বান ধনী।
নেই-যে নয় তিন চারিটি—"দাতব্যের স্থান,
অসহায় গরীব গেলে—ওষুধ সেথা পান।
যতই তার আড়ম্বরে—থাকুক্ না দীনতা,
দুস্থেরাই বোঝে তার—কতটা মিষ্টতা।
মহাপ্রাণ লোকের এ সব—ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান্,
বিদুরের খুদ্ সম—চির মহীয়ান্।

স্যাকরার দোকান

চাল্‌ডালের দোকান তবু, খুঁজে দেখ্‌তে হয়,
স্বর্ণকারের দোকান হেথা কোথাও বিরল নয়।
যে গলিতে যাই আর যে ঘুঁজিতে ঢুকি,—
দিন্ রাত স্যাকরার দীপ—মার্‌চে সেথা উঁকি।
শুন্‌তে পাই—অষ্টপ্রহর খোলা রেখেও দোকান,—
তবু নাকি দিতে নারে—"বাসিনী"দের যোগান।
আংটি অনন্ত বালা, মাকৃড়ী আর হার,
প্যাটের্ন্ দেখে মেয়ে মদ্দে—দিতেছে অর্ডার।
প্রজাপতিগুলো আগে—মধু খেতো ফুলে,
আহার নিদ্রা ছেড়ে এখন—বোসে থাকে চুলে।
চিকের বাইরে মাছিগুলো—কোর্‌তো জ্বালাতন্,
এখন তারা নাক ছাবিতে—নিয়েছে আসন।
চিরদিনই বিশ্বনাথের—"স্ত্রৈণ" অপবাদ,
তীর্থক্ষেত্রেও গয়না জোটান্—মেটান্ সবার সাধ!

সার্ব্বজনীন 'বিশ্‌কর্ম্মা'র হয়নি আজো উদয়—
কেনো যে, তা বুঝতে নারি! শীঘ্র হবে বোধহয়।
উৎসাহী বেরুবেই কেহ—এ প্রস্তাবটা নিয়ে,
বেইমানী আর করা কেনো—দেবতায় ফাঁকি দিয়ে।

"একজিবিসন্" * দেখে এবার—এসেছে নিতাই,
পুরানো-যা বাতিল্ হবে,—সাবধান ভাই।
নূতন "ইন্ডষ্ট্রী" শিখে—হয়েছে সে পাকা,
ভারতের ভাগ্যাকাশে—ওড়াবে পতাকা।
এমন হার গোড়্‌বে এবার—ক্ষ্যান্তো দিয়ে গলে—
জ্যান্তো না আর রাখবে কারেও—বুকের উপর চোলে।
বালার পাক্ দেখে তাক্, লাগবে দামিনীর,
সমগ্র ধরণী এসে—নত কোর্‌বে শির।
জড়োয়া চুড়ি পোরে বুড়ী—লভিবে যৌবন,—
আর না ভারত-মাতা—করিবে রোদন!
"ইন্ডষ্ট্রী"র মেডেল্ নেবে—বঙ্গদেশ তেড়ে,
বিলাতের বণিকেরা—যাবে দেশ ছেড়ে।
প্রয়াগে এবার দেশ—মুড়্‌লে যে মাথা,
সেই পুণ্যে ভ'রে যাবে—বৈকুণ্ঠের খাতা!
কোমর বেঁধে "ফাইন আর্ট"—শিখ্‌চে ভারতবাসী,
দেশটাকে পরাবে নাকি—বিনি সুতোর ফাঁসী!

---

* ১৯১০ সালের এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনী।

লোক-লৌকিকতা, পূজা-পার্ব্বণ

তীর্থ-ধামে এসে দেখি—আগে আগে ছুটে—
যে ভয়ে পালাও তুমি—তারা আছে জুটে !
লোক-লৌকতা তত্ত্ব-তাবাস—পৌষ-পার্ব্বণ,
কোন'টারই অভাব নেই—সবই বিলক্ষণ ।
কি পাপ ! হেথাও দেখি, কুম্ভকারের পোলা—
বেচ্‌চে বোসে হাজার হাজার—আস্কে-পিটের খোলা !
খেজুর-গুড়ের নাগরী আর ঝুনো-নারকোলের ডাঁই—
বাবু, ব্যায়রা, বৃদ্ধা, বেওয়া, কিন্‌তেছে ঠাঁই ঠাঁই ।
সকল ছেড়ে কাশী এসে—মরণ প্রতীক্ষায়,—
সাধ্‌গুলো সব ষোলো আনা—রেখেছে বজায় !
এখনো র'য়েছে তাদের—বাউনী বাঁধার ধুম,
শাঁখের শব্দে ভেঙে যায়—পাড়াপোড়্‌সীর ঘুম্ ।
উৎসাহে জ্বেলেছে সব—চিতুয়ের খোলা,
পার্ব্বণে জেগেছে যেন'—বাঙ্গালীর-টোলা ।
ষষ্ঠী মাকাল্ মন্‌সা ইতু—ঘেঁটু অরন্ধন্,
নাগাৎ সে দুর্গোৎসব—রটন্তী-নোটন্ !
অনন্ত, সাবিত্রী আদি—ব্রত দুর্ব্বাষ্টমী ;
বাদ্ দেয় না রাস্ দোল—সারদা বষ্টুমী ।
গন্ধেশ্বরী ইত্যাদি আর—সুবচনীর চটক্—
রথও আছে, বুঝ্‌লাম না—নাইক' কেন "চড়ক্" ?

সতেরো টাকায় দুর্গোৎসব, সেরে ফেলে সাফ্,
জ্যান্তে ফুরিয়ে ফেল্‌তেছে সব, স্বর্গের সিঁড়ির ধাপ্ !
ত্যাগ নয়, এ ভোগের রাজ্য—হ'চ্চে ক্রমে ক্রমে,
কাশী এখন সখের তীর্থ—বিষয়ী লোক জোমে।
"সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ"—পুরাণ দেছে ক'য়ে,
সে কথা কেউ ঠেল্‌তে নারে—হিঁদুর ছেলে হ'য়ে !
তাতে আবার স্বাস্থ্যকর—কাশীর জল বাতাস,
কাজেই আছে ষষ্ঠীর কৃপা,—আঁতুড় বারো মাস !
দেশ-ছাড়া বাঙ্গালীর আড্ডা—হ'য়ে পোড়ে শেষে,
কাশী এখন পরিণত—বঙ্গোপনিবেশে।

বেরিবেরির তাড়ায় বটে লাগিয়ে ছিল গোল্।
বছর দুই আসত' কানে—পালাই পালাই বোল।
বাঙালী-টোলায় বাদ্ ছিলনাকো বাড়ী,
কতই যে মুক্তি পেলে—ইহলোক ছাড়ি !
আশ্চর্য্য সে বেছে বেছে বাঙালিকেই ধরে,
কারো চক্ষু গেল—কেহ "হার্টফেলে" মরে।
কারণটা তার আজো নাকি পড়ে নাই ধরা,
বাঙালির চাল্ আর তেলে—হোলো দোষী করা !
টমেটো আর পালম শাকের পড়্‌লো মম্বন্তর,
সবাই খোঁজে, সময় বুঝে হোলো সোণার দর,

সখের "সফরী" আর হননা কাশী মুখো,
কাশীর বাজারে যেন ধরলো ক্রমে শুকো।
সময় বুঝে ঘাটশিলা হোলো গুলজার,
কাশীর ভোগ মিলবে কোথা—কোথা সে বাহার !
এখন সে-ভাব কেটে গেছে, আসছেনও সবাই
বেরিবেরির সে দুর্যোগ শুনতে না আর পাই ।

বিবাহোৎসব

তেম্‌নি কুটুম্ কুটুম্বিতা—ঘট্‌কী আনাগোনা,
মেয়ের বাপের সঙ্গীন্ বিপদ—ছেলের ওজ'ন্ সোনা !
আগু পিছু সাত পুরুষের—নমস্কারী চাই,
পাছা-পেড়ে গরদ্ নেবে—নাড়ী কাটা দাই।
জড়োয়া কাজের সোনার রিংয়ে—আছে বেয়ানের দাবী,
অ্যাকে তাঁর শেষের ফল্—ফ'লেছে তায় নাবি।
"বিলাত"-বর্‌ণ্ হ'লে আজ—নিতেন লিখে ভিটে,
"কাশী"-বর্‌ণ্ বোলে গেল—তিলকাঞ্চনে মিটে !
বোধ হয় বিশেষ চক্ষুলজ্জা,—হয়নি তাই চলন্,
তা ব'লে কি ক'নের বাপের—করা উচিত্ ছলন্ ?
সোণার একটা গাঁজার কোল্‌কে, কিম্বা "কাক্‌ইস্‌কুরু"
বরাভরণ সঙ্গে দেওয়া—নয়কি উচিত সুরু ?

শুভদৃষ্টির সোনার চশমাও—ভুল বাঁচাতে দরকার,
"বউ" দেখতে ঝাপ্‌সায় না—দ্যাখে "নিমাই সরকার!"
ছেলেত' নয়, পাপীয়া সব,—"চোখ্‌ গেল" এই বোল্‌,
কলেজ চোষ্‌তে তাইত' নাকে—চাই সোনার জোল্‌।*

পথে ঘাটে শাঁক বাজিয়ে—জল-সওয়াটাও আছে,
নারাণী আর নয়নতারা—বাসর ঘরেও নাচে।
ক'নের বাড়ী গেটের মাথায়—"ওয়েল্‌কম্‌" লেখে,
আসরে দেয় সোনার জলে—"হ্যাপী-ম্যাচ্‌" এঁকে।
মেয়ের মাসী পদ্য লিখে—দেন উপহার,
নানা বর্ণে সিল্কে ছাপা—বিচিত্র বাহার।
"ওয়েল্‌কম্‌" "হ্যাপী-ম্যাচ্‌"—বাহিরের চাল্‌,
মনে মনে বলে—"ব্যাটা কোর্‌লে হাড়ির হাল্‌।
মেয়ে নিয়ে কসাই, আমার—টুক্‌নি দিলে হাতে,
কুটুম্বিতা কোরে এবার—মলুম মোরো ভাতে!
"উপহার-লেখক" কেহ—সোইন্‌বোর্ড তুলে,—
বাঙ্গালীটোলায় যদি—বসে আড্ডা খুলে,
নিশ্চয়ই তার চোল্‌বে ভাল,—দেখচি যেরূপ টান্‌
(প্রেসে খবর নিতে পারেন,—প্রমাণ যদি চান্‌।)

---

* জোয়াল

"সুষমা, সুরভী, চারু—মলয়ের" খবর,—
"কৌমুদী, সীমন্ত, ইন্দু,"—থাক্‌লেই হবে জবর ;—
"জোছনা আর মাধুরীটে,"—স্থানে বা অস্থানে—
জুড়ে দিতে পারলে, লক্ষ্মী—চাইবেনই তার পানে।

শুনেছি হয়েছি নাকি—"স্বদেশী" আমরা,
না লিখ্‌লে "ওয়েল্‌কাম্"—হয় না খাতির করা!

তত্ত্ব-তাবাস

তত্ত্ব-তাবাস্ লৌকিকতার—নাইক' কোন' খুঁৎ,
এলেই হেথা ঘাড়ে চাপে—বিশ্বনাথের ভূত।
ষষ্ঠী-বাঁটা, আম কাঁঠাল্—ইলিসের সওগাদ্,
পূজার তত্ত্ব পোষের তত্ত্ব—দোল্ আর সাধ,—
ইত্যাদি ইত্যাদি, নাই—কোনটাই ফাঁক্,
তীর্থবাসের ত্যাগটা দেখে—লেগে যায় তাক্।
রাস্তায় চ'লেছে দেখি—এক পাল্ দাসী,
গাল্‌পোরা পান্ আর—এক-মুখ হাসি।
কারো হাতে দেখি মাত্র—একখানি থালা,
কেউ বা নিয়েছে মাথায়—মাঝারি এক্ ডালা ;
খোঞ্চেপোষ্ ঢাকা সব,—ইতি নব্য ঠাট্,
আজকাল্ অন্দরের ওটা—প্রধান "ফাইন্ আর্ট"!

মেয়েদের প্রাচীন শিল্প—ছিল "চন্দ্রপুলি",
দোকানেতে অর্ডার্ দিয়ে,—দিচ্চে সে-পাঠ তুলি
মায়েরা সব মন দিয়েছেন—কবিতার খাতায়,
পুরুষেরাই ক'রবে ক্রমে—বরণ-ডালা মাথায়।

পাপের যাত্নঘর

ভারত ঝেঁটিয়ে যত ছিল—সেরা সেরা পাপ—
শিবের রাজ্যে ছাই চাপা সব—হ'য়ে আছে গাপ।
কেউ বা ঢাকেন্ শাল রুমালে—কেউ মুড়িয়ে মাথা,
কারুর খোলোস্ অলষ্টার্, কারুর বা কাঁথা।
কেহ বা নিয়েছে মালা, কেউ বা ব্যাচে হাঁড়ি,
কেউ হয়েছে দোকানদার, কেউ রাঁধে কারুর বাড়ী।
কেউ খায় ছত্তরে আর—কেউ খায় গাঁজা,
বাগ্ পেলেই চুল ফিরিয়ে—"বিদ্যে-সুন্দর" ভাঁজা।
বস্তা বেঁধে পাপের বোঝা—এনেছে সব সাথে,
কোথায় চাপাবে,—চাপিয়ে দেছে বিশ্বনাথে।
তিনিও পাষাণ প্রায়—বহন করেন সব,
লোকের যা ত্যজ্য তাই—তাঁহার বিভব।
ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণের ভেকে আছে যারা,
দান দক্ষিণা নিমন্ত্রণ—নিত্য পায় তারা।

একবার ছত্তরে কোন'—নাম লিখিয়ে দিয়ে—
নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেড়ায়—ছাড়পত্তর নিয়ে !
রাজভোগ খায় আর—পাপাচার পোষে,—
শাঁশালো কাপ্তেন পেলে—নানা মতে শোষে।
ছত্র খুলে রাজা আর—রাণী পুণ্যবতী,
বহু মূর্খ নিষ্কর্ম্মার—ক'রেছেন গতি।
দুঃখ নাই ;—ভাগ্যহীন বিদ্যার্থী যাঁহারা,
আর অসমর্থ বৃদ্ধ,—পান যদি তাঁরা।
কোনো শ্রীমান—প্রতিবেশীর কোরে সর্ব্বনাশ —
ফেরার হ'য়ে কাশীধামে—কোরেছেন বাস।
ইয়ার্কী আর মদে কেউ, ফুঁকে পৈত্রিক বিষয়—
ইন্‌সল্‌ভেণ্ট্‌ দাঁড়িয়ে হেথা—নিয়েছেন আশ্রয় ;
স্বভাব কিন্তু যায় না মোলে—লুকিয়ে থাকে বুকে,
এখনও বেড়ায় তারা—এদিক্‌ ওদিক্‌ শুঁকে।
জাল-ছেঁড়া পোলোভাঙা, হরেক রকম জীব—
রুদ্রাক্ষ ধারণ কোরে—সেজে আছেন শিব !
বসিয়েছে এখানে তারা—সকল পাপের হাট্‌,
সহজে ঠাওরানো শক্ত—গেরুয়া ঢাকা ঠাট।
বলিহারি কাশীবাস—রেশ্‌মী নামাবলী !
নিবৃত্তির নামটি নাই, প্রবৃত্তি কেবলি।
বাহাদুর ছেলে বটে—বৃদ্ধ বিশ্বনাথ,—
সবারেই ক'রেছেন—কৃপা দৃষ্টিপাত।

যে যা চায়, যেমন খোঁজে—মিটান্ সবার সাধ,
সাধু কিম্বা পাপী বোলে—নাইক' বিচার-বাদ।
সবার তরে অন্নপূর্ণা—অন্ন বাঁটেন ভূরি,
তবু পাপী পাপ করে—চোর করে চুরি।
সকাল থেকে সারাদিনটা—খেয়েছে যে মূলো,
সন্ধ্যায় কি এলাচের—উঠবে ঢেঁকুরগুলো ?
রাত্র জেগে পড়ে যেমন—পরীক্ষার পড়া,
মিথ্যা কথা তেমনি তাদের—আছে রপ্ত করা।
পাচ-মিশুলি পাপের এরা—খুলে প্রদর্শনী !
প্রাধান্য ক'রতেছে যেন'—রন্ধ্রগত শনি !
তক্কা নাইকো,—জানে তারা ম'লেই হেথা মুক্তি,
"কাশীখণ্ডে" আছে লেখা, শিবের এই চুক্তি !
এটাও জানে—পাবে তারা অখণ্ড প্রমাই,
পাপক্ষয়ের পূর্ব্বে কারো—মৃত্যু হেথা নাই।

যা-চাও পাবে

দেখি,—শ্রাদ্ধ সভায় বোষ্টোমেরা বেজায় টিকি নেড়ে-
খোল্ বাজাচ্চে তেড়ে—আর গাচ্চে গলা ছেড়ে !
কোথাও কথক্—হনুমানকে ক'রছেন সাগর পার,
নাকি সুরে সূর্পনখার—শোনাচ্চেন চীৎকার।

মোট কথা—এই তীর্থে, কিছুর অভাব নাই,
বিশ্বনাথের দরবারের বলিহারি যাই !
নষ্ট চাও, দুষ্ট চাও—সাধু কিম্বা শঠ,—
মূর্খ বা পণ্ডিত চাও, অথবা লম্পট,—
যোগী চাও ভোগী চাও, রোগী বা আতুর,
পাপী চাও তাপী চাও, চোর বা চতুর,
ন্যায় চাও নীতি চাও, চাও নিধুর টপ্পা,
নেসা চাও নটী চাও, চাও গাঁজার গপ্পা,
স্মৃতি শ্রুতি শাস্ত্র চাও, চাও ব্যাকরণ,—
কাব্য বা জ্যোতিষ চাও, চাও বা দর্শন,
আস্তিক নাস্তিক চাও—অঘোরী কাপালী,
শৈব শাক্ত ভক্ত চাও, আছে ধুনি জ্বালি !
কেহ কন বেদান্তের—লম্বা চওড়া কথা,
নিজে যেন শ্রীশঙ্কর,—মূর্খ সব শ্রোতা ;
একদম্ যে "সোহং" তিনি—তারি দেন প্রমাণ,
বিন্দু মাত্র দেহবুদ্ধি—না রাখেন শ্রীমান !
গ্রহের-বশে কেহ যদি—প্রতিবাদ করে,
রেগে হন জ্ঞানশূন্য—দেহে আগুন ধরে !

ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী—দেখিবে সিদ্ধাই,
ভেকী পাবে ভণ্ড পাবে—অভাব কারো নাই।
সেবা ধর্ম্মে কেহ কেহ, আছে প্রাণ সঁপি,
যোগাঙ্গ নির্ঘণ্ট করে—নব্য থিওজফি।
চক্রী আছে চক্র আছে—তন্ত্র মন্ত্র আর,
পরকীয়া সাধনার—রয়েছে বাহার।
বড় বড় বীর,—কথায় বাঘ মারেন নিত্য,
বোঝা ভার শেরখাঁ কি প্রতাপআদিত্য।
মাটীর হুঁকোর মত' হেথা—বাক্যবীরও সস্তা,
মাল্ তাঁদের অফুরন্ত,—বাক্যের সব বস্তা।
তেজস্বিতা ওজস্বিতা—সহ অঙ্গ ভঙ্গী—
বোলে যান, শ্রোতায় ভাবে হবেন কোনো জঙ্গী!
যে যেমন চায় আর যেমন—ম'নে আসা,
বিচিত্র এ ক্ষেত্র তার—মিটায় পিপাসা!

মা গঙ্গার নাভিশ্বাস

অনেক হিন্দু রাজা রাণী—আলো করেন হিন্দুস্থান,
অনেকেরি অনেক কীর্ত্তি—কাশী ক্ষেত্রে বর্ত্তমান।
কারো ঘাট কারো প্রাসাদ—মন্দির মঠ অতিথশালা,-
চারি দিকে সানাই বাজে,—পূর্ব্ব কীর্ত্তির যশোমালা।

গ্রহণে বা যোগে যাগে—পুণ্য করতে আসেন তাঁরা,—
গরিব দুঃখী পায়ও কিছু—আশা করি থাকে যারা।
তাঁরাই আজো গর্ব্ব মোদের—মুখচাওয়া-ধন ভারতের,
ঋণ করেও দান করে' থাকেন—নাম রাখতে অতীতের।
কি জানি কেউ দেখেন নাকি—"গঙ্গামায়ী"র বুকের পানে,—
বালির স্তূপ পাষাণ সম—শ্বাস রোধ তাঁর কোরে আনে!
চড়ায় যে মা ঢেকে গেলেন,—চলবার পথ পাননা খুঁজে,—
জমিদারের দীঘীর মত'—ক্রমেই যে এলেন্ বুজে!
বিখ্যাত সব ঘাট যে তাঁদের—মাঠমুখো শেষ দাঁড়িয়ে রবে,
কেমন কোরে এ দুর্দ্দশা দেখছেন তাঁরা বেশ নীরবে?
কাশীতে গ্রহণের গুমোর, মাও কি হলেন রাহুগ্রস্ত,
যে "স্থানে"র উঠেছে কথা—শেষ্ কি হবেন তায় গোরস্থ?
ভাব্ দেখে সেই শঙ্কাই হয়—দ্রুত বাড় দেখে "চড়া"র—
অভিমানে ভাবেন দেবী—মানে মানে সরে' পড়ার।
একদিনে তো পড়েনি চর্, বেড়ে আসছে বছর পঞ্চাশ,
অন্ধ সম অবহেলা—সইবেন কতো মা বারমাস?
আছেন আজো 'মালবী'জি, ছিলেন মস্ত 'এড্‌ভোকেট্'
'ব্রিফ্‌টা' নিলে কাজটা হয়, হয় না হিঁদুর মাথা হেঁট।
বড় বড় সব মহাপুরুষ—স্বাধীনতা আনবেন শুনি,—
ফুস্-মন্তর জপ করছেন—তা-বড় সব মহাগুণী;
নিদ্রা ভঙ্গে দেখবেন বুঝি—শ্বেত হস্ত সব জোড় করে—
সাধাসাধি করছে তাঁদের—রাজ্যটা দেবার তরে!

ত্যাগের দেশের হরিশ তখন—গর্ব্বে বলবেন—"নেই মাংতা"।
ধন্য ধন্য পড়ে যাবে, থাকবে যখন—"কেয়া রাংতা"!
থাকলে গঙ্গা গরিবেরা—তবু একটু জল পেতো,
অন্ন তো গিয়েছেই ঘুচে—"ফ্ল্যাগ্" নিয়ে সব স্বর্গে যেতো।
যাবার বেলা শুনবো বোধহয়—"একদম্ go—back to village"
কি আনন্দ ;—পেটের তরে—ঘরে ঘরে চলবে pillage!
মা গঙ্গা জানতেন সবই,—তাই উত্তর বাহিনী—
আগে থেকেই হয়ে' আছেন ;—রবে কেবল কাহিনী।

কুইন্স্ কলেজ্

চিরদিনই দিশী "অক্স্ফোর্ড্" ছিলেন মোদের কাশী,
ভিন্ন প্রদেশ হতেও বহু বিদ্যার্থীরা আসি—
নানা শাস্ত্রে "ফার্ষ্ট-হ্যাণ্ড্" জ্ঞানার্জ্জন্ করি—
দেশে ফিরি প্রার্থীদের দিতেন তা বিতরি।
ছিলনা ঘরের মাপ্—লম্বা চওড়া কত'
জানালার কম্-ফাঁকে—শ্বাসরোধ না হ'ত!
জ্ঞানার্জ্জনই ছিল লক্ষ্য, আর সবই অবান্তর্,
সীমার বেড়া ছিলনা যে ফুরিয়ে যাবে এম্-এর্ পর।
এবে,—যুগোচিত বিদ্যাস্থলী হয়েছেন কাশী,
তার কমে, পেতেন এখন অবজ্ঞার হাসি!
সুন্দর সুদৃশ্য সৌধ—চক্ষু জুড়ায় দেখে,—
"জরাসন্ধের রাজবাড়ী"—কেহ কয় হেঁকে!

ওটা একটা কথার কথা, ওর বেশী নাই মাথে,—
সোনার 'কল্লিকে' লাট্—এদের ভিত-গাঁথে !
কুইন্স্-কলেজ দেখে—চেয়ে থাকতে হয়,
ছবি যেন মাটি ফুঁড়ে হয়েছে উদয় !

অ্যাংলো-বেঙ্গলী হাই স্কুল্

বড় কথা থাক্—দুটো ছোট কথা কই,—
স্মরিলে যা সমধিক অবাক হ'য়ে রই !
শিক্ষা দানই ব্রত যাঁর—তৃপ্তি ও সন্তোষ,—
আচির কুমার—প্রিয় "চিন্তামণি ঘোষ" ;—
বাঙালির ছেলেদের শিক্ষার ব্যাঘাৎ—
করেছিল প্রাণে তাঁর সুতীব্র আঘাৎ।
এক ভাষা শিক্ষা তরে আর এক ভাষা শেখা,—
বাঙালী বালকের ভাগ্যে—এই কি ছিল লেখা !
'Kindness' বুঝতে হবে—শিখে 'মেহেরবাণী',—
ভাংতে দুটি ভিন্ন ভাষা ঘুরবে দেহের ঘানী !
সময়, শ্রম, রক্ত দিয়ে সুকুমার সব ছেলে—
দু'দুটো পরের ভাষা—শিখছে, নিজের ফেলে !
দুমুখো সাপের সঙ্গে—যুদ্ধ কোরে তারা
যুঝে যাচ্ছে আজো, কিন্তু হচ্ছে স্বাস্থ্যহারা।

বাংলা যেন ভাষাই নয়, ঠেলে ফেলে তায়—
দক্ষিণ-অয়ন পথে তাদের চলায় !
এই দুঃখ নিবারণে—বিষম চিন্তায়—
সর্ব্বদা ভাবেন কিসে হবে সে উপায়।
নিজেই স্কুল্ খুলি—যথা সাধ্য তাঁর—
দিনে পড়ান্,—রাতে হ'ন ভিক্ষায় বার্ !
যে যা দেন্—স্বাগতম্, 'এক-আনাই' চান্,—
প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর—সেই লব্ধ দান্—
চিন্তামণি চিন্তাহর—জীবনের আশ—
সাধনার সিদ্ধি আজ—স্বরূপে প্রকাশ !
মুক্তহস্তে কাশীরাজ করি ভূমি দান—
ভিখারীর এ কীর্ত্তিরে দেছেন সম্মান।
বিদুরের খুদ্ মাঝে—অনেকেরি কণা—
সোণা হয়ে আছে, যার নাহিক তুলনা !
সার্থক সে চিন্তা তব, ধন্য 'চিন্তামণি',—
অসাধ্য সাধন বলি এ কীর্ত্তিরে গণি।
কাশীতে তোমার কীর্ত্তি মূর্ত্তি ধরি র'বে,
ব্যথার বারতা তব—ইতিহাস ক'বে।

পুণ্যের জয়

বেদান্তের ব্যাখ্যা ভূমি—পাণ্ডিত্যের পীঠ;
বর্ণি তাহা,—আমি কোন্ কীটাণু সে কীট !
কত মহাত্মার হেথা – আছে পদধূলি,
দীন্ আমি,—সম্ভ্রমে তা—শিরে লই তুলি ।

ভাল মন্দ চিরদিনই—কোন্ দেশে বা নাই,
যে'মন্ কেমন্ ঠ্যাকে, মুক্তিক্ষেত্র বোলে তাই ।

অসাধু লম্পট মিথ্যা—মন্দ মতি আর,—
চোদ্দো-আনা জুড়ে রাজ্য—ক'রেছে বিস্তার ।
পাপ ভাবে মোরই জয়—আমি বাহাদুর,
বোঝেনা পুণ্যেরে তাতে—করিছে মধুর !
যতই সে দলে বেড়ে—ভাবে বলীয়ান,
অলক্ষ্যে ততই করে—পুণ্যে মূল্যবান ।

বিদায়

রইল আর' যে-সব কথা—তাতে শর্ম্মা নাই,
যার, মাথার উপর মাথা আছে,—লিখ্‌বে তারা তাই।
এখন তাড়াতাড়ি প্রণাম করি, বিশ্বনাথের পায়,—
কানে আঙুল্ দিয়ে নন্দী—নিলেন্ বিদায়।

খতম্

পরিশিষ্ট

কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি

স্বতন্ত্র প্রথম মুদ্রণ—১৩২৩ (কাশী)
সম্মিলিত দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৩৪৭ (কলিকাতা)

সেবক
শ্রীনন্দি শর্ম্মা
বিরচিত

কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে

১৩২৩ সনে, কাশীর বিশ্বনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে,—"কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি" প্রথম ছাপা হয়, এবং উক্ত প্রেস্ হতেই তার সমগ্র ছাপা (সহস্রাধিক) সংখ্যা, বেমালুম সরে' যায়। সে সম্বন্ধে—"কাশীর-কিঞ্চিৎ"এর এই চতুর্থ সংস্করণের—"অতিরিক্ত কয়েকটি কথা" দ্রষ্টব্য। তাই—দ্বিতীয় জন্মে তাকে "কাশীর-কিঞ্চিৎ"এর আশ্রয়ে রাখতে বাধ্য হলাম।

আমার প্রিয় পেণ্টার, কাশীবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ কর্ম্মকার ভয়া, সঙ্গীতগুলির সুর—রাগ, রাগিণী, তাল্ ঠিক করে' দিয়েছেন। সে জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

রচয়িতা

বিষয় সূচী

ভঁয়রো—কাওয়ালী

(১)

শিব শিব হর হর—দেব বিশ্বেশ্বর,
ভব দিগম্বর শ্মশানচারী ;
বিকার রহিত—যোগ মগন চিত,
ভস্ম বিভূষিত--পিণাক-ধারী।
শিখা ধক' ধক' ভালে, আসন নরকপালে,
কণ্ঠে ধর গরলে, ভোলা ত্রিপুরারী।
ধরেছ পিঙ্গল জটা বিষধর নৃত্য ঘটা,—
জাহ্নবী রজত ছটা,—ত্রিতাপহারী।
হে ত্রিনেত্র ত্রিশূলী কপর্দ্দী চন্দ্রকপালী,
প্রণমি রুদ্রাক্ষমালী শ্রীপদে তোমারি।

সিন্ধুড়া--ধামার

(২)

কোথা হে শঙ্কর ভোলা,—বেলা যে মোর চলে যায় ;
খেলাত' এসেছি ভেঙে (এখন) চরণ-ভেলা দাও আমায়।
সময় হ'ল পারে যাবার,—সাম্‌নে দেখি অকুল পাথার,
ঘনিয়ে আসে নিবিড় আঁধার,—সবাই মিলে আমায় শাসায়
নিয়েছি তাই তোমার শরণ—হে শিব অ-শিব হরণ,—
তুমি দিবে অভয় চরণ,—আসা আমার সেই আশায়।

রামকেলী—কাওয়ালী

(৩)

অগতির গতি শিব—ওহে পতিত-পাবন,—
আমি যে এসেছি শুনি—তুমি ত্রিতাপ-নাশন।
ত্রিবিধ তাপ তাপিত—বিষয় বিষে জর্জ্জরিত,
মায়া বশে মুগ্ধ চিত,—চরণে যাচি শরণ।
যৌবন গেছে বিলাসে—প্রৌঢ়ে সংসার পাশে,
(এখন্) বার্দ্ধক্যে ভাবি হতাশে—বিফলে গেছে জীবন
শেষের দুর্দ্দিনে যবে—আঁখি তারা মলিন হবে,
কেহ না স্ববশে রবে,—ভরসা তুমি তখন।

ভৈরবী—পোস্তা

(৪)

বিশ্বনাথ হে, তুমি নাকি মুক্তি দাও সবে ?
সত্যাসত্য বুঝ্‌ব এবার—আমায় যদি তরাও হে তবে।
আমার সমান পাতকী—পাওনি তুমি হে পিণাকী,
আমার যদি কর উপায়—তবেই তোমার গরব রবে।
তেমন পাপ করেনি তারা—তরে গেছে সরল যারা;
আমার মত কঠিন পাপী—কাশীতে কে আসে কবে ?
তাইত' তোমার শরণ নিলাম—আমাকে তোমারে দিলাম,
আজ হ'তে তোমারি হ'লাম—তুমিই আমার রইলে ভবে।

ভৈরবী—কাওয়ালী

(৫)

কোথা কাশীনাথ,
একবার দেখা দাও আমারে,—ক'রে যাব প্রণিপাত।
আমার যদি হয় হে গতি,—তোমার তাতে কিবা ক্ষতি,
মোক্ষ পাবে মূঢ়মতি—বারেক পেলে সাক্ষাৎ।
আমি যে এসেছি শুনি—তুমি হে পরশ-মণি,
দরশে পরশি তোমা— ঘুচাব চির বিষাদ।
মলিন ব'লে তাইত' স্বামী—তোমার কাছে এলাম আমি,
স্বচ্ছ করি লওহে তুমি—দীনে বিতরি প্রসাদ।

কাফি—কাওয়ালী

(৬)

যদি—আসা হ'ল কাশীধাম,
কৃপা করি হে বিশ্বনাথ—পূরায়ো মোর মনস্কাম।
চির সন্তাপিত আমি—আজন্ম হে জ্ঞানহীন,
পাপ-তাপিত তনু—হৃদয় অতি মলিন,
তুমি সে বিশ্বের নাথ—আমি সে বিশ্বের দীন,
এসেছি জুড়াতে তাই—শুনিয়ে তোমার নাম।

আমি সে অতি দুষ্কৃত—চরণে আশ্রয় চাই,
মোর সম পাতকীর—তোমা বিনা গতি নাই,
জগৎ ত্যজেছে মোরে—তুমি মাত্র মোর ঠাঁই,
ওহে বিশ্ব-দুঃখহর—পতিতে হ'য়োনা বাম।

কীর্ত্তন

(৭)

আমি,—বহু আশা লয়ে', তব মুখ চেয়ে
এসেছি সকল ফেলি হে ;
আমার,—পুরাও গো আশা—মিটাও পিপাসা,
আমি,—ত্রিবিধ জ্বালায় জ্বলি হে।
আমায় ভুলাবার তরে—দেছিলে যা তুমি,—
বন্ধু দারা সুত গৃহ ধন ভূমি,
অলক্ষ্যে তা ল'য়ে—কেটে গেছে কাল,
এখন,—বেলা যে পড়েছে ঢলি হে।
খেলার সময় নাহি যে গো আর,
পারের সময় হয়েছে আমার,
সন্ধ্যা দেখে ডাকি—কোথা কর্ণধার,
নায়েতে লহ গো তুলি হে।

বালকের মত, সারা বেলা গেছে,
বেলা অবসানে, চমক্ ভেঙেছে,
তাই ঘাটে এসে, বসে আছি কাছে,
তুমি,—যেওনা আমায় ফেলি হে।
শুনিয়ে তোমার প্রিয়ভূমি কাশী,
তাই বিশ্বনাথ পদাশ্রয়বাসী
হয়েছে তনয়, হে মঙ্গলময়
থেক'না আমায় ভুলি হে।

খাম্বাজ—যৎ

(৮)

অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশী—হেথা, ত্যজ্য ব'লে কিছু নাই,
কি পাপী কি পুণ্যবানের, আছে হেথা সমান ঠাঁই।
সত্য শিব নির্ব্বিকার, বহেন তিনি সবার ভার,
যে নেছে আশ্রয় তাঁর, সব জ্বালা গেছে জুড়াই।
শুধু বিশ্বনাথে ডাকি, তাঁরি চরণ হৃদে রাখি,—
'সকল ভয়ে দেয় সে ফাঁকি, দেহান্তে যায় মোক্ষ পাই।
কৃপা মাত্র মোর ভরসা, সেই আশে অধমের আসা;
শ্রীপদে বেঁধেছি বাসা, রয়েছি তাঁর মুখ চাই।

বেহাগ খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

(৯)

কাশী যে কি—কজন জানে,—
ও ভাই,—কেই বা তায় ধারণায় আনে ?
কেউ বা তারে দেখে সহর—ভোজ্য পেয়ে করে আদর,
কেউ বলে সস্তা বাড়ীঘর—কেউ বা জল-হাওয়া বাখানে।
কেউ বলে ভাই যা চাই তা পাই—মাছ মাংস মোণ্ডা মেঠাই,
আরো যা যা ভস্ম আর ছাই—যে যা রুচি রাখে প্রাণে।
অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশী—দেবারাধ্যা অবিনাশী,
"জাহ্নবী বরণা অসি"—বিরাজে সদা এখানে।
শ্রদ্ধাতে যে শরণ লয়—ভাগ্যবান সে সুনিশ্চয়,
মুক্তি দেন শিব হ'য়ে সদয়—তারক-ব্রহ্ম মন্ত্র দানে।

ভৈরবী—কাওয়ালী

(১০)

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বসি কে বিতরে অন্ন ঐ ?
করুণা-কোমল আঁখি, রূপেতে ভুবন-জয়ী।
শ্রীকরে সুবর্ণ থালে, অন্ন উথলি পড়ে,
মার্জ্জিত মুকুতা সম, শিবাঞ্জলি-পরে ঝরে,

শ্রদ্ধায় শঙ্কর তায়, সম্ভ্রমে ধরেন করে,
স্বহস্তে পালন-ভার, নেছেন্ মা ব্রহ্মময়ী।
কিরীট-কিরণে মা'র, ফণি ঝলসিত আঁখি,—
ঘন-গরজন ভুলি, অবনত ফণা ঢাকি,
নীরব-আনন্দে শুধু, ভাবে নন্দী দূরে থাকি,—
"এ শক্তি সম্ভবে কার, আমার জননী বই!"

টৌড়ি—ত্রিতালা

(১১)

বেলা হ'লে অন্নপূর্ণা, শ্রীকরে লন্ অন্ন-থালা,
পুণ্য ক্ষেত্র কাশী তখন—অন্নপূর্ণার যজ্ঞশালা।
(বলেন্)—আতুরেরে অন্ন দেহ—অভুক্ত না থাকে কেহ,—
কাশীবাসী নর-নারী, কেউ পায় না যেন ক্ষুধার জ্বালা।
আপনি লন্ সন্তানের ভার, সকলেরি যোগান আহার,
মঠে বা মন্দিরে তখন—অন্নসত্র থাকে খোলা।
গৃহীরা সব যথাসাধ্য, অতিথিরে যোগায় খাদ্য,
তখন,—যন্ত্রীরূপে তাদের প্রাণে, আপনি বসেন বিমলা।
কাশীশ্বরী কৃপা করি, ভার নেছ মা সকলেরই,
ওমা,—তোমার দুটি রাঙা চরণ, হয় যেন মোর জপমালা।

পিলু—পোস্তা

(১২)

দেখ না কে অন্ন যাচে—অপরাহ্নে আমার কাছে,
ক্ষুধার্ত্ত না হ'লে কেন—অঞ্জলি পাতিয়া আছে।
মস্তকেতে জটাভার—ভস্ম লেপন তাঁর,
যোগ-অচঞ্চল-আঁখি—বিশ্ব যেন ছেড়ে গেছে।
কে মহা উদাসী এই—"ভবতি ভিক্ষাং দেহি"—
মধুর ভাষেতে কহি—বিচলিত করিয়াছে ?
অন্ন উথলি পড়ে, হৃদি আবাহন করে,—
আদরে আন সত্বরে,—বিলম্বে না ফেরে পাছে।
বুঝি ভব দুঃখ-হর—ভবানী হৃদয়-হর,—
আপনি পাতিয়ে কর—মোরে উতলা ক'রেছে।

পিলু—পোস্তা

(১৩)

কাশীতে অন্নদা হ'য়ে, অন্ন বিতর হাতে,
বুঝি না গো মহামায়া, নূতন কি আছে তাতে।
জগত-জননী হ'য়ে—জীবে চির অনুকূল্,
প্রকৃতি রূপে প্রসব—ধন ধান্য ফল মূল্,

আকুল ক্ষুধিত তরে—কবে না ছিলে ব্যাকুল্,
নিরন্নে অরণ্যে তুমি—অন্ন দাও অৰ্দ্ধ রাতে।
আজন্ম ভিখারী আমি, ভিক্ষা চাব তব কাছে,—
শ্মশান-বিহারী হরে, কি তায় সরম আছে ?
নহি ত' নব-অতিথি—আজিকে তোমার ঠাঁই,
তুমি বিনা কে পারে গো—এ ভব ক্ষুধা মিটাতে।

খাম্বাজ—কাওয়ালী

(১৪)

গঙ্গে—কাশীতল বাহিনী,
স্বচ্ছ সুনির্ম্মল পূত প্রবাহিনী।
কত অতীত যুগান্ত গেছে—তোমারে দেখিয়ে,
রাজ্য হ'য়েছে মরু, মরু গেছে ভাসিয়ে,
কত সৃষ্টি কত লয়—কালে গেছে মুছিয়ে,
সকলেরি সাক্ষ্য তুমি, অনাদি জননী।
পাপী বা সন্তাপ-দগ্ধ তাপিতের—তুমি ঠাঁই,
তপ্ত হৃদয় আমি জুড়াতে এনেছি তাই,
শীতল অঙ্কে তোমার আমি যে আশ্রয় চাই,
সন্তানে কর মা কৃপা—সন্তাপহারিণী।

মিশ্র খাম্বাজ—পোস্তা

(১৫)

বহু পুণ্যফলে ঘটে ভালে—গ্রহণেচ কাশী, *
প্রবাহে ত্রিধারা যথা—জাহ্নবী বরুণা অসি।
কত সাজে কত রূপ—অরূপ ধরিয়ে রূপ—
কাশীতে রাজেন বিভু—আপনা বিকাশি।
দাতারূপে করি দান—ভিক্ষু রূপেতে লন্,
পীড়িত রূপে রোদন,—ভোগীরূপে হাসি।
মাতারূপে স্তন দান—শিশুরূপে স্তন পান,
কোথাও দরিদ্ররূপে—কোথা বা বিলাসী।
ক্রেতারূপে পণ্য লন্—মুটেরূপে তাই বন্,
পতিরূপে স্বামী হন্—পত্নীরূপে দাসী।
নানা রূপে নানা রঙ্গ—কি মহা জীব তরঙ্গ!
বন্দে সাধু ভক্ত যোগী—মহিমা প্রকাশি।
কাশীতে গ্রহণ কালে—বিশ্বরূপের আভাস মেলে,
প্রণমামি বার্ বার্—ধন্য অবিনাশী।

* বিষয়টিকে "কাশীর-কিঞ্চিৎ"এর মধ্যেও—"গ্রহণেচ কাশী" নামে পদ্যাকারে বিষয়ভুক্ত করিয়াছি। নন্দি

ত্রিবণী—ত্রিতালী

(১৬)

সন্ধ্যা সমীরে—তোমারি মন্দিরে,
আকুল অন্তরে—ধায় হে প্রাণ,
তোমারি আরতি—তোমারি বিভূতি,
কি শকতি মোরে—করে হে দান!
পশিলে শ্রবণে—শঙ্খ কাংস্য ধ্বনি,
হৃদয় পরশি টানে সে অমনি,
হর হর রব—স্তব্ধ হ'য়ে শুনি,
প্রাণ করি উঠে—শিব শিব গান।
সুবাসিত ধূপ—কর্পূর প্রদীপ—
টানি লয় প্রাণ—তোমারি সমীপ,
ক্ষণেকের তরে—হে বিশ্ব অধীপ
ভুলি—লোভ মোহ বৃথা অভিমান।
শত কণ্ঠে যবে—শম্ভু শিব হর—
নিনাদে আবেশে—শত নারী নর,
বম্ বম্ বম্ ধ্বনি নিরন্তর—
গভীর আরাবে—পরশে বিমান।
সে শুভ সময়ে—পাতকী নিষ্ঠুর,
শান্তি ধারা-সেও—পায় হে প্রচুর,

বিশুষ্ক হৃদয়—হয় হে মধুর,
অবশে কপটী ভুলে যায় ভান।
সে সময়ে যেন এ বিশ্ব পাসরি—
নিবেদি সকল চরণে তোমারি,—
সেই ভাব মোর—দেহ দৃঢ় করি,
শ্রীপদে মিনতি—হে দেব-প্রধান।

টৌড়ি—কাওয়ালী

(১৭)

হেথা,—ধূ ধূ ক'রে জ্বলে যায়—কত মানবের দেহ।
ছিল,—রাজা কি ভিখারী যতি,—ধনী বা দরিদ্র কেহ
দম্ভী, বিষয়ী, দুঃখী,—সরল, বিরাগী, সুখী,
সুন্দর কুরূপ কিবা—অন্তিমে হেথা নির্ব্বাহ।
শিক্ষিত, মূর্খ, বিজয়ী—আসে হেথা সকলেই,
এ মহা-শ্মশান ভূমে—বহিছে সম প্রবাহ।
সত্য ভূমি সে এই—সম সবে দেখে যেই,
সবারে অঙ্কেতে লহে—করেনা কারে সন্দেহ।
আলো করি পুণ্য ভূমি—আছ মণিকর্ণী তুমি,
চিতা নহ,—সত্য মাতা—অন্তে যদি কোলে লহ।

যোগিয়া—যৎ

(১৮)

গভীর বিলাপ ব্যথা, আজো হেথা প্রাণে ঠেকে,
অতীত যুগেরি কথা—ধরা দেয় আপনাকে।
দেখি যেন আঁখি পরে, মৃত পুত্র বুকে ধোরে—
কাঁদে হরিশ-মহিষী, পড়িয়ে ঘোর বিপাকে।
পুত্র হারা পাগলিনী, অভিভূতা শৈব্যারাণী,—
শ্মশান ভূমেতে পড়ি, আর্ত্তস্বরে কারে ডাকে!
বলে,—কোথা পাব কড়ি, লহ গো দিতেছি ধরি—
অমূল্য রতন বলি—অভাগী ভাবিত যাকে।
হরিশের কীর্ত্তি কথা,—সে মহা দান বারতা,—
কাশীতে কণকাক্ষরে—শ্মশান রেখেছে লিখে।

মূলতান—যৎ

(১৯)

ভাগ্যে যদি এলাম কাশী, আবার কেন বাড়ীর কথা?
এখন আমার অন্নদা মা, বিশ্বনাথই আমার পিতা।
চির-দিন ত' বিষয় কূপে, মোহের ঘোরে ছিলাম ডুবে,
বিধিমতে জেনেছি ত'—বিষয়ের যে কত ব্যথা।

কি দিয়েছে বিষয় মোরে, বিষ দিয়েছে মুখে ধোরে,
সুখ ব'লে তায় নেশার ঘোরে, বৃথা দিন কেটেছে সেথা।
আর যেন মা দূরে দূরে, রাখিস্‌নে তোর এ দুঃখীরে,
কৃপা ক'রে স্থান দে মোরে, থাক্‌ব' আমি মা বাপ্‌ যথা।

খাম্বাজ—মধ্যমান

(২০)

মন—এই কি তোমার কাশী আসা ?
তুমি, ভিটে ছেড়ে উঠে কেবল—দূরেতে বেঁধেছ বাসা !
তোমার—সখ্‌ রয়েছে ষোলো আনা,
অন্তরে সে দিচ্ছে হানা,
ডুব্‌ দিয়ে জল খাইয়ে তুমি—আমারে কর তামাসা।
বাইরে আমায় সাধু সাজাও, ভিতরে ভিতরে মজাও,
আবার হাতে নাতে ধোরে দেখাও,—
আমার ঘোচেনি কোনো পিপাসা।
প্রবৃত্তিরে রাখ জাগাই, মুখে বলাও নিবৃত্তি চাই,
আমি হার মেনেছি তোমার কাছে,
তুমিই আমার কর্ম্মনাশা।

এক ঘরের আসামী হ'য়ে, কাল কেটেছে বিরোধ ল'য়ে,
আর যেন মন অপ্রণয়ে—কোরোনা আমায় নিরাশা।
এখন—এস মন দু'জনে মিলি,
দিন থাক্‌তে করি বিলি,
আবার যেন ধরা পোড়ে, দেহের মাঝে হয়না ফাঁশা।

ভৈরবী—যৎ

(২১)

যদি সকল ফেলে কাশী এলে, কেন বিষয়ের খোঁজ কোরে মর,
হেথা, চাই যদি ভাই বিষয় বিভব, পায়ে ধরি দেশে ফের'।
আবার যদি পোক্তা পাকা—চাই, আস্তাবল আর অট্টালিকা,
মিছে কেন কাশী এসে—গরীব দুঃখীর অন্ন মারো।
দেশের কড়ি থাকলে দেশে, যাবে না বিফলে ভেসে,
তাতে,—আত্মীয় স্বজনের কত', নয়ন ধারা মুছতে পার'।
বিশ্বনাথের দোহাই দিয়ে, সাজ সজ্জার বোঝাই নিয়ে,—
আশ মেটেনা বিলাসেতে, তাস্ খেলে দিন কাবার কর'।
প্রাণে যদি দেখ বুঝে, অন্তরেতে দেখ খুঁজে,
মনে মুখে লুকোচুরী —রবে না ভাই গোপন কারো।

রামপ্রসাদী—একতালা

(২২)

সবাই কি কাশীতে আসে,
সেকি সবার কাছে সুপ্রকাশে ?
কোঠা বাড়ী, রাস্তা ঘাট, পুতুল পট আর বাজার হাট,
হাঁড়ি-কুঁড়ি, ওড়না সাড়ী,—এই দেখে আনন্দে ভাসে।
গালার চুড়ি, পেতল কাঁসা—এনে বোঝাই করে বাসা,
চাঁদির-বাসন কিনে তারা—হাতে যেন পায় আকাশে !
সত্য যে এসেছে কাশী, জেনেছে তায় অবিনাশী, –
শিবময় সে হেরে সবই—মোক্ষ লভে অনায়াসে।

রামপ্রসাদী—একতলা

(২৩)

(মোলে) কাশীতেই, কি মুক্তি হবে ?
এই বাদানুবাদ রয়েছে ভবে।
নানা লোকের নানা উক্তি, পণ্ডিতেরা করেন যুক্তি,
শিব-বাক্যে বিনা ভক্তি, তর্কে না তার তত্ত্ব পাবে।
মেনেছেন যা মহাজনে, ব্যাস বশিষ্ঠ যা সম্মানে,
মোদের বিদ্যা অভিমানে—সেটা কি আজ উড়ে যাবে

স্থান-মাহাত্ম্য আছেই আছে, প্রভাব দেখ একই গাছে—
কোথাও বা তায় প্রচুর ফলে, কোথাও কেন বন্ধ্যা সবে ?
কেন সে চন্দনের বাস—সকল কাষ্ঠে নয় প্রকাশ ?
সিন্ধুতে অসংখ্য শুক্তি—সবাই কি মুক্তা প্রসবে ?
প্রেত-মুক্তির পিণ্ড দিতে, (লোকে) যায় না কেন বোম্বাইতে ?
সকল স্থানই সমান যদি—যায় কেন সব গয়ায় তবে ?
স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ার আশে, যায় কেন লোক স্থান বিশেষে ?
দেহের রোগ তায় সারে যদি, ভবরোগের ভার কাশী লবে।
সাধকে সাধনার জোরে, যেথা-সেথা গেছেন তোরে,
সেই নজিরে কাশীর 'পরে, সন্দ করি কোন্ হিসাবে ?

সিন্ধুড়া—একতালা

(২৪)

আর, ডরিনা মরণে, শঙ্কা কি শমনে,
আমি কাশীতে এখানে, লয়েছি আশ্রয়,
এযে অবিনাশী, মোক্ষধাম কাশী,
শিব-বাক্য মোরে দিয়েছে অভয়।
মরিলে এখানে—মোক্ষ হয় তার,
পুনর্জন্ম ভয় থাকে নাক' আর,
তারক-ব্রহ্ম নামে করেন উদ্ধার,—
স্বয়ং শঙ্কর শিব কৃপাময়।

এ কল্যাণ-বাণী মিথ্যা ভাবে যারা,—
বিদ্যা-অভিমানী—অবিশ্বাসী তারা,
নিজ ক্ষুদ্র জ্ঞানে—হ'য়ে আত্মহারা,—
দেব-বাক্যে বৃথা—প্রকাশে সংশয়।
ভিখারী শঙ্কর, কিঙ্করের তরে,—
কৃপায় এ বিধি—রেখেছেন কোরে,
সমর্থ সে যারা—দ্বিধা ভাব ধরে,—
হর হৃদে তারা—হয়নি উদয়।
দেব-বাক্যে যদি মিথ্যা জ্ঞান হবে,
কার কথা তবে সত্য বলি লবে ?
অটুট্ শ্রদ্ধায় আমি যেন ভবে—
ভক্তি ভরে সেবি—শিব মৃত্যুঞ্জয়।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তকাবলী

আমরা কি ও কে	...	২৲
কবলুতি	...	২৲
কোষ্ঠীর ফলাফল	...	২॥০
ভাদুড়ী মশাই	...	২॥০
দুঃখের দেওয়ালী	...	১॥০
আই হ্যাজ	...	২৲
পাওনা	...	২৲
সন্ধ্যা শঙ্খ	...	২৲
মা ফলেষু	...	১॥০
উড়ো খৈ (কবিতা)	...	১॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা